বাঙ্গালা ব্যাকরণ

শ্রী শ্যামা চরণ শর্ম্মা

তৃতীয় খণ্ড

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

GODARSHAN.COM
GODARSHAN.COM

বাঙ্গলা ব্যাকরণ।

ব. সা. প. পু.
ক্রীত তাং

অর্থাৎ

বর্ত্তমানাবস্থ বঙ্গভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহার

সূত্রাদি

৪০৭*

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম-

প্রণীত

অনেক সংশয়োচ্ছেদি, পরোক্ষার্থস্যদর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং, যস্যনাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত পি, এস, ডি, রোজারিও সাহেবের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ও বিক্রেয়

বঙ্গাব্দ ১২৫৯।

বি৫৫২

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

Introduction
To The
Bengalee Language,
Adapted To
Students who Know English,
In two Parts,
By
SHAMA CHURN SIRCAR

[illegible] ..... [illegible]

Second Edition - Revised
and Improved

Calcutta

Printed and sold By D'Rozario
and Co. 8, Tank-Square
1861

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

লোকের অনুগামি হইতে হইবে। অন্য দেশীয় শাস্ত্র তদ্দেশীয় লোকের ন্যায় শিখা যাইতে পারে, এবং অধিক অনুশীলনে তদপেক্ষাও ভাল জানা যাইতে পারে, কিন্তু ভাষাভ্যাসে সে কথাটী বলিবার যো নাই, যেহেতু তাহা তদ্দেশীয় লোকের স্বভাবসিদ্ধ, অন্যের শুকবৎ অভ্যস্ত, সে দেশীয় লোক যাহা উত্তম বলিবে তাহাই উত্তম জানিতে হইবে, এবং যাহা মন্দ বলিবে তাহাই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অতএব আমরা যে ভাষা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি, প্রকৃতরূপে লিখিতে ও অভ্রান্ত ভাবে কহিতে পারি, যাহাতে উপমান হইতে পারি, এবং যাহাতে দেশীয় সর্ব্বসাধারণের উপকার হইতে পারে, সে এই বাঙ্গলা, যাহা আমাদের মাতৃক্রোড়ে স্তনপানাবস্থাবধি অনায়াসে অজ্ঞাতসারে অভ্যস্ত, এবং যাহা অভাবনায় স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। অন্য ভাষাভ্যাসে শরীর ক্ষয় করিয়াও পরে আলোচনা না করিলে তিনি বিস্মৃতা হইতে থাকেন, কিন্তু বাঙ্গলা আমাদের ভুলিবার নয়। ভিন্ন ভাষা অসহজতাদোষে না ভাবিলে বলা যায় না, এবং ভাবিলেও অবাধে চলেনা। কিন্তু বাঙ্গলা সহজতাগুণে না ভাবিতে বাহির হয়, অনর্গল চলে; এবং বাঙ্গলা কহিব না এমত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অপর ভাষা কহিতে গেলেও কিঞ্চিন্মাত্র অসাবধানে অমনি কহিয়া ফেলিতে হয়। আমরা যে কোন ভাষা কেন অভ্যাস করিনা মনে যে ভাব আইসে তাহা এই বাঙ্গলাতে, এবং অন্য ভাষায় যে কোন বিষয় কেন লিখিতে যাইনা তাহার ভাব অগ্রে বাঙ্গলাতেই প্রায় উদয় হয়, পরে অনুবাদের ন্যায় পরভাষায় প্রকাশ পায়। কিন্তু তথাপি আমাদের নিকট বাঙ্গলার এমত অনাদর যে আমাদের মধ্যে ভিন্ন ভাষাজ্ঞ মহাশয়েরা অনেকে পত্রাদি বাঙ্গলায় লিখিতে লজ্জা পান, ভিন্ন ভাষায় লিখিতে শ্লাঘা বোধ করেন; কিন্তু বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গলা লিখিতে অথবা প্রকৃত রূপে লিখিতে না জানার জন্যে যে এক লজ্জা তাহা হয় না। দেশীয় ভাষা শিখিতে অধিক শ্রম হওয়াদূরে থাকুক ভিন্ন ভাষা শিখিতে যে শ্রম হয় তাহার অনেক অল্প শ্রমে তাহা শিখা যায়; এবং বিদেশীয় ভাষা শিখিতে যে শ্রম ব্যয় হয় তাহাতে দেশীয় ভাষা অনেক উত্তমরূপে শিখা যাইতে পারে, এবং সে শিক্ষায় মহোপকার জন্মে। অন্য ভাষার যে অভ্যাস সে কেবল অর্থোপার্জ্জন ও তল্লিখিত শাস্ত্রজ্ঞানার্জ্জন নিমিত্ত, অতএব তন্নিমিত্তে অন্য ভাষা শিক্ষা যেপর্য্যন্ত আবশ্যক তন্মাত্রই কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে; এবং ঐ শাস্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া গ্রন্থপ্রস্তুত নিমিত্তে দেশীয় ভাষায় যেমত পারদর্শি হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ হইতে যত্ন করা শ্রেয়ঃ। অপিচ, এক্ষণে দেশের যে অবস্থা তাহাতে ইংরাজিআদি লিখিয়া দেখানর সময় এ নয়, কিন্তু ইংরাজিআদি ভাষাতে বিদ্যা শিখিয়া বাঙ্গলায় তাহা সাধারণকে শিখাইবার সময় এই। যখন সহস্র২ লোক অবিদ্যাতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া উপায় দর্শনে ব্যাকুল, তখন কি আর তেমত করা সাজে; তখন

একরূপ অদ্ভুত বাঙ্গলা শুনায়, এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যও হয় না; অপিচ সকল শব্দের প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না; তবে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত ও ব্যবহৃত শব্দসকল কিরূপে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গলা হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহ তুলিয়া লইলে, লাতিন ও গ্রীক শব্দহীন হইলে ইংরাজীর যেদশা বাঙ্গলার ততোধিক দুর্দশা হইবে। কিন্তু ঐ সকল শব্দ ত্যাগ করার আবশ্যকই বা কি? যেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত্তে বই নয়; অতএব যে শব্দ ব্যবহারে ঐ অভিপ্রায় উত্তমরূপ প্রকাশ পায় তাহাই ব্যবহার্য্য। এবং যে কালে যে ভাষা যদবস্থ তৎকালে তদবস্থ সেই ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম প্রদর্শন ব্যাকরণের অভিধেয়; ঐ ভাষার সাধু অসাধু* পদ বিবেচনা পূর্ব্বক অসাধুত্যাগে সাধু শব্দ কএকটীমাত্র বিষয়ক সূত্র রচনা ব্যাকরণের কার্য্য নয়, এবং তেমত ব্যাকরণে অতি অল্পকার্য্য হয়। এতাবতা, বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় যত ভাষার যত কথা প্রচলিত আছে, বাঙ্গলা সম্বলিত তৎসমুদয় কথা শুদ্ধ রূপে ব্যবহার নিমিত্ত এক ব্যাকরণ করা অত্যাবশ্যক। অপর যে কএক খানি ব্যাকরণ এক্ষণে বর্ত্তমান, তাহাতেও বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সমুদয় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অপ্রাপ্য; এবং মধ্যে২ ভ্রমও দৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ বিজাতীয় মহাশয়েরা যে দুই এক খানি লিখিয়াছেন তাহাতে বিজাতীয় প্রমাদ হইয়াছে। ঐ প্রমাদে বিরক্ত বঙ্গভাষানুরক্ত কতিপয় মহাশয় প্রথমতঃ সাহেবদিগের পাঠের নিমিত্তে ইংরাজিতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, তাহা প্রণীত হইলে শিক্ষা সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ঐ পুস্তককে ইংরাজীপাঠক বঙ্গবালকেরও উপযোগি জানিয়া গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়সকলে পাঠ্য করেন। পরন্তু ঐ পুস্তকস্থ সূত্রাদির ব্যাখ্যা ইংরাজিতে থাকাতে এবং ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গলার অধ্যাপকেরা তাহা বুঝাইবার অক্ষমতা প্রকাশ করাতে উক্ত সমাজপতি (অধুনা) মৃত মহামতি মহোদয় শুদ্ধ বাঙ্গলায় ব্যাকরণ রচনার্থ অনুরোধ করেন, যদনুসারে এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইল। ইহাতে বাঙ্গলাবলিয়া খ্যাত পদমাত্রের এবং বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য্য সংস্কৃত শব্দের ও পদের শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অথচ বাঙ্গলায় চলিত অপর ভাষার শব্দ সমূহ ব্যবহারের সঙ্কেত প্রাপ্য। এবং আর২ বাঙ্গলা ব্যাকরণে যে সকল ভ্রম ও আবশ্যক বিষয়ের অভাব, বোধ করি তাহাও ইহাতে নাই। সঙ্ক্ষেপতঃ, বর্ত্তমানাবস্থ বাঙ্গালিদের বিশেষউপকারি হইবে এই বাঞ্ছায় এই পুস্তক প্রস্তুত করিলাম। এখন পরমেশ্বর সমীপে বাঞ্ছা এই যে ইহা

---

* ইংরাজী ও পারসী পাঠকেরা তত্তদ্ভাষার অনেক শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহার করেন, পণ্ডিত মহাশয়েরা তদ্রূপ বাঙ্গলাকে অসাধুবাদে সংস্কৃত শব্দ বা পদপূর্ণ বাঙ্গলা বাক্যকে সাধু ভাষা কহেন॥

কি বিদ্যোপদেশে ঐ নিরুপায় নিরাশ্রয় লোকের মনে বিজ্ঞানালোক সঞ্চার দ্বারা উপায় প্রদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য হয় না! অনেকে বিবেচনা করেন "বাঙ্গলা ভাষা এমত সমৃদ্ধা নয় যে তাহাতে নানা দেশীয় শাস্ত্রসমূহ অনুবাদ করা যাইতে পারে"। এ তাঁহাদের ভ্রম। কিন্তু যদ্যপি বঙ্গভাষাকে ক্ষুদ্র বলিয়াই মানায়ায়; তথাপি কি ইহা প্রবৃদ্ধ হইতে পারে না?—যৎকালে ইংরাজদের ভাষা অতি ক্ষুদ্র ও অনেক বিষয়ে অকর্ম্মণ্য ছিল, তখন যদি তাঁহারা এইরূপ বিবেচনায় ভরসাহীন হইতেন, তবে কি তাঁহাদের ভাষা এমত প্রবৃদ্ধ ও তাহাতে লক্ষাতীত গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিত? না তাহাতে নানা দেশীয় এত শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার হইয়া তদ্দেশে এত বিদ্যাবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইত? কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহারা যেমত অকর্ম্মণ্য বোধ করেন তেমত নয়, এবং ইংরাজদের আদি ভাষাবৎ ক্ষুদ্রও নয়? ইহাতে যে কোন অভিপ্রায় যথা যোগ্যরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; দুই বা অধিক পদ যেমত সংস্কৃতে তেমনি বাঙ্গলাতে সন্ধি সমাসদ্বারা সংযুক্ত করা যাইতে পারে, এবং যে কোন শাস্ত্রীয় পদ-বিশেষ যথার্থতঃ অনুবাদ করা যাইতে পারে*। বাঙ্গলার ন্যায় রচনানুগমতা ইউরোপীয় অতি অল্প ভাষায় আছে। অধিকন্তু, সংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক, ও সমুচ্চযার্থকাদি শব্দ বাঙ্গলায় বিস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং প্রায় তাবতই চলিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, বহু কাল পর্য্যন্ত এদেশ মুসলমানদের অধীন থাকাতে, এবং অধুনা ইংরাজ-রাজ্য এবং ইহাতে নানা দেশীয় লোকের আগমন হওয়াতে তত্তদ্ভাষার অনেক কথা বাঙ্গলায় চলিত হইয়া বঙ্গভাষা আরো অধিক সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে ও হইতেছে। এতাবতা, আমাদের ভাষা ক্ষুদ্র নয়, কেবল ইহাতে পুস্তক অল্প, বিশেষতঃ শাস্ত্রবোধক হিতোপদেশক গ্রন্থ অতি অল্প, কিন্তু সে দোষ আমাদের, ভাষার নয়। অতএব-এক্ষণে আমাদের যে অবস্থা তাহাতে পূর্ব্বাবস্থ ইংরাজদের মত বিবিধ উপকারক শাস্ত্রবোধক ও বুদ্ধিবর্দ্ধক গ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রস্তুত করিয়া তদুপদেশদ্বারা সাধারণের মনকে বিজ্ঞানরূপ কিরণে প্রদীপ্ত ও অবিদ্যাজন্য দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা শ্রেয়ঃ কর্ম্ম। এবং অগ্রে একখান ব্যাকরণ রচনা অত্যাবশ্যক। কারণ ব্যাকরণ সকলের মূল, ব্যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি যাহা লিখুন সে অসিদ্ধ। পরন্তু ঐ ব্যাকরণ শুদ্ধবাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত কএকটী কথার হইলে মহামহোপাধ্যায় ৺ রাজা রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই এক প্রকার কর্ম্ম চলিতে পারিত; কিন্তু যেহেতু বাঙ্গলার অধিকাংশ সংস্কৃত; এবং হিন্দী, পারসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ ইহাতে এমত চলিত যে এক্ষণে তত্তৎপদ, বোধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গলাপদদ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে সে

---

* ইহা পাদ্রি কেরি সাহেব প্রভৃতি মহাশয়গণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

অমার বাঞ্ছানুসারে দেশীয় লোকের উপকারি হয়, তাহা হইলেই চরিতার্থ হই। কিন্তু ইহা যথার্থতঃ আমার বাঞ্ছানুরূপ হইয়াছে কি না, তাহার যে নির্ণয় সে কেবল বঙ্গভাষাবিশারদ যথার্থ বিচারকের মুখে।• পরন্তু অপক্ষপাতি সদ্বিবেচক পাঠক মহাশয়সমীপে সবিনয় নিবেদন এই যে অল্পকালের মধ্যে রচনা ও মুদ্রাঙ্কণ জন্য যদি কিছু ভ্রম দৃষ্ট হয়, তবে ভ্রমকে মনুজের সহজ দোষ বিবেচনায় দোষমাত্র গ্রাহি বিদ্রূপির ন্যায় ঘোষণামাত্র না করিয়া বরং ঐ দোষ ও তৎসংশোধন যাহাতে হয় তাহা লিপিদ্বারা দর্শাইলে পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কণকালে পুস্তক আরো শুদ্ধ হইবে ও তাহাতে সাধারণের উকার হইতে পারিবে। এবং এরূপ উকারে আমিও উপকৃত হইব ও কৃতজ্ঞ রহিব।

আপাতত যে সকল বিষয় জানা অত্যাবশ্যক তদ্বোধক সূত্রসমূহ বড় অক্ষরে প্রকটিত করা গেল। এবং যাহা অপেক্ষাকৃত গূঢ় অথচ না জানিলেও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ জ্ঞান হয় না, কিন্তু পরে শিখিলেও চলে, তাহা এবং বড় অক্ষরে প্রকটিত স্থূল বিষয়ের বিস্তার ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইল,—এই অভিপ্রায়ে যে নব শিক্ষক প্রথমে বড় অক্ষরে মুদ্রিত সূত্রসমূহ জ্ঞানে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন হইয়া পরে ঐ গূঢ় ও সূক্ষ্ম বিষয়সকল অভ্যাস করিলে তাঁহার বুদ্ধি এককালে অভিভূত না হইয়া ক্রমে ব্যাকরণ কিরণে উজ্জ্বল হইবে, অভ্যাসেও তাদৃক্ কষ্ট হইবে না।

শ্রী শ্যামাচরণ শর্ম্মা।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

সূচীপত্র।

	পৃষ্ঠা।
বর্ণ-বর্ণনা,..	১
অক্ষরের সংযোগ বিধান,.....	৮
যুক্ত অক্ষর লিখনের নিয়ম, ...	১৪
পাঠোপদেশ,..	১৬
সন্ধি,..	১৮
শব্দ,..	২৪
লিঙ্গ,..	২৬
সংখ্যা, ...	৩১
কারক,..	৩২
রূপ,..	৩৩
প্রত্যেক কারকবিষয়ে বিবেচনা, ...	৪১
বিশেষণ,..	৫৪
লিঙ্গ,..	৫৪
গুণের তার-তম্য,..	৬১
সংখ্যা,...	৬২
কারক, ...	৬৩
বিশেষণের সাধন, ...	৬৪
নঞ্ অর্থক সংস্কৃত বিশেষণ,..	৭২
সংখ্যাবাচক বিশেষণ,..	৭৩
ভগ্নসংখ্যা,.....	৭৯
ভাববাচক শব্দ,..	৮০
ক্রিয়ার বিশেষণ,..	৮৩
সর্ব্বনাম,..	৯১
রূপ,..	৯৫
বিশেষণ-সর্ব্বনাম,..	১০৪
ধাতু, ...	১০৭
কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্য, ...	১০৮
ঢ ঘ বাচ্য,....	১০৯
এ্যন্ত ধাতু,..	ঐ
রূপ,...	১১৬

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

পৃষ্ঠা।
অসর্ব্ব-রূপ ধাতু,.. .. .. ১২৩
অনিয়মিত-রূপ ধাতু, ... ১২৩
বিবেচনা,.... .. .. ১২৬
ক্রিয়াবাচক শব্দ, ... ১২৮
শান, ও স্যমান প্রত্যয়ান্ত পদ,.. .. .. . ১৩২
ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ,.. .. .. ১৩২
কর্ত্তৃপদ,.. ... ... ১৩৩
সংস্কৃত ধাতু, ক্রিয়াবাচক, ক্ত-প্রত্যয়ান্ত, ও কর্ত্তৃবোধক পদাবলি,.. .. .. ১৩৯
লিধু বা নাম ধাতু,.. .. .. ১৫৭
সনন্ত,.. .. .. ১৫৯
সংযুক্ত ধাতু, ... ১৬০
ধাত্বনুরূপ,.... .. .. ১৬২
নঞ্ অর্থক ক্রিয়াপদসাধন, ... ১৬৫
অব্যয় শব্দ,.. .. .. ১৬৭
উপসর্গ,.. .. .. ১৬৯
অনুকার, ... ১৭৪
অনুরূপ শব্দ, ... ১৭৫
টা-আদিপ্রত্যয়, ... ১৭৬
কারক... .. .. ১৮১
পদবিন্যাস,.. .. .. ২০৩
প্রশ্নবোধক বাক্য রচনার নিয়ম, ... ২১২
অনুপ্রাস ও যমক,.. .. .. ২১৩
যতি ও বিরাম চিহ্ন, ... ২১৬
সমাস,.. .. .. ২২১
দ্বন্দ্ব,.. .. .. ২২২
কর্ম্মধারয়,... .. .. ২২২
দ্বিগু,.. .. .. ২২৪
তৎপুরুষ,.. .. .. ২২৪
অব্যয়ীভাব,.. .. .. ২২৬
বহুব্রীহি,... ... . ২২৬
ষট্ সমাস,.... .. .. ২৩১
পদ্য,.. .. .. ২৩৪
লঘু-গুরু-ভেদ,.. .. .. ২৩৫

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

পৃষ্ঠা।

মিত্রাক্ষরাদি,.. .. .. ২৩৬
পদ্যে বর্ণ গণনার নিয়ম,.. .. .. ২৪০
নানা প্রকারচ্ছন্দ,.. .. .. ২৪১
পদ্যস্বতন্ত্রতা, ... ২৫২
মহাকবিপ্রয়োগ,.. .. .. ২৫৬
পদ্যে পদবিন্যাস,.. .. .. ২৫৯
চিহ্নবিবরণ,.. ... . ২৫৭
ভিন্ন ভাষাহইতে গৃহীত শব্দের ব্যবহারোপদেশ, ... ২৫৯
উপদেশ বাক্য,.. .. .. ২৬২
উপদেশক উপাখ্যান,.. .. .. ২৭১
সাঙ্কেতিক লিপি,.. .. .. ২৭৩

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কারক।

ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় জন্য (বিভক্তি যোগে) শব্দের যে ভিন্নং রূপ তাহার নাম কারক।

কারক অষ্ট প্রকার, যথা,—১ যে করে সে কর্ত্তা;—২ কর্ত্তা যাহা করে তাহা কর্ম্ম;—৩ কর্ম্ম যাহার করণত্বে বা কর্ত্তৃত্বে কৃত হয় তাহা করণ;—৪ যাহাকে বা যদুদ্দেশে দান করযায় তাহা সম্প্রদান;—৫ যাহা হইতে কোন কিছু স্থানান্তরিত হয় তাহা অপাদান;—৬ যাহার সম্বন্ধীয় কোন বস্তু হয় তাহা সম্বন্ধ;—৭যাহাতে কোন পদার্থ স্থিত হয় তাহা অধিকরণ;—৮যাহাকে আহ্বান করাযায় তাহা সম্বোন্ধন। কর্ত্তা বা কর্ত্তৃবোধক পদ কর্ত্তৃকারক, এবং এই রূপ কর্ম্ম আদি বোধক পদ তত্তন্নামপূর্ব্বক কারক বলাযায়,* ৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

কর্ত্তৃকারকের প্রয়োগাদি।

কোন শব্দ ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় বিনা ব্যবহৃত হইলে (১), অথবা কর্ত্তৃবাচ্যে (২) ও ঢঘ বাচ্যে (৩) ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে, কর্ত্তৃকারকীয়রূপে ব্যবহৃত হয়;— কর্ত্তৃকারকীয় পদ (প্রকৃত রূপে) প্রথমান্ত—যথা, কৃষ্ণ, শ্রী, জ্ঞান (১); রাজা কহিলেন, তুমি কোথা যাইতেছ (২); তাহা মিলিবেনা, তাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (৩)।

কিন্তু প্রাণিবাচক সাধারণ সংজ্ঞা ও অপ্রাণিবাচককতিপয় শব্দ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে অনেক স্থলে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, মানুষে মানুষ খায়না তাহাকে ঘোড়ায় চাইট মারিয়াছে, বেদে বলে, এখনকার বৃষ্টিতে কোন উপকার করেনা।

উভয় বা সকল শব্দ নিত্য, এবং সংখ্যাবাচক শব্দপূর্ব্বক

* অর্থাৎ কর্ম্ম-কারক, করণ-কারক, সম্প্রদান-কারক, অপাদান-কারক, সম্বন্ধ-কারক, ও সম্বোধন-কারক।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

জন শব্দ বিকল্পে অধিকরণ রূপে অকর্ম্মক ক্রিয়ারও কর্ত্তা হয়, যথা, উভয়ে বা দুই জনেই পীড়িত আছেন, যাহাতে সকলে বা দশজনে সম্মত তাহাই কর্ত্তব্য। অথবা দুই জনই পীড়িত আছেন, যাহাতে দশ জন সম্মত তাহাই কর্ত্তব্য।

কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তৃবাচ্যবাক্যের কর্ত্তৃপদ করণরূপে এবং কর্ম্ম পদ প্রধান রূপে উক্ত হইয়া কর্ত্তৃপদের ন্যায় প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, (কর্ত্তৃবাচ্যে) শ্যাম রামকে ধরিলেন;—(কর্ম্ম-বাচ্যে), শ্যামকর্ত্তৃক রাম ধৃত হইলেন।

বিশেষ বিবেচনা।

যে কর্ম্মবাচ্যবাক্যের (কর্ম্মবাচ্য) ক্রিয়াপদ বাঙ্গলা ক্তান্তপদ ব্যবহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার কর্ম্মপদ কর্ত্তৃপদের ন্যায় প্রথমান্ত রূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কর্ত্তৃবাচ্যে প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল যে ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তা তাহা এরূপ কর্ম্মবাচ্যে (করণ কারকেও) প্রকাশ করার রীতি নাই, এবং প্রকাশ করিলেও আনখা এবং অসুশ্রাব্য বোধ হয়, যথা, "আমি আজি একটা চোর ধরিয়াছি" এই বাক্যের কর্ম্মবাচ্যে "আজি একটা চোর ধরাগিয়াছে বলাযায়" কিন্তু আমাকর্ত্তৃক আজি একটা চোর ধরাগিয়াছে বলার রীতি নাই।

প্রত্যেক ক্রিয়াপদ বচনাদি বিষয়ে তৎকর্ত্তার অধীন হয়,—অর্থাৎ তদনুসারে একবচন, বহুবচন, উত্তম, মধ্যম, বা প্রথম পুরুষীয় হয়, এবং স্বার্থাতিরেকে স্বকীয় কর্ত্তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বোধক বা অবোধক হয়।

যথা,—আমি কল্য যাইব। রাজা আজ্ঞা করিলেন। তুই কি কহিস্? তোমরা কোথা চলিলে? এগাছটা ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা মিলিবে না।

আপনি, মহাশয়াদি উৎকর্ষ বোধক কর্ত্তার ক্রিয়াবোধ্যপদের রূপ প্রথম পুরুষীয় উৎকর্ষ বোধক ক্রিয়াপদের ন্যায়।

অপকর্ষ সূচক দাসাদি শব্দ (৯৩ পৃষ্ঠা দেখ) ও সেজন শব্দ ফলতঃ উত্তম পুরুষীয় হইলেও আকারতঃ প্রথম পুরুষীয় হওয়াতে তৎক্রিয়ার আকারও প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষ বোধক পদবৎ।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

কর্ম্মবাচ্যবাক্যে কর্ম্মপদ উক্ত হইয়া কর্ত্তার ন্যায় প্রথমান্ত-রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে তৎসঙ্ক্রান্ত (কর্ম্মবাচ্য) ক্রিয়াপদ এক বচন বহুবচনাদিতে ঐ উক্তপদেরই অনুযায়ি হইবে,* যথা, রাম. শ্যামকর্ত্তৃক ধৃত ও অবরুদ্ধ হইয়াছেন, অদ্য সূর্য্য দৃষ্ট হইলেননা বাদেখাগেলেননা। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, আমরা মারা গেলাম।

অধিকন্তু, সংস্কৃত ক্তান্ত পদ ব্যবহার দ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়াপদ উক্তরূপে ব্যবহৃত কর্ম্মপদের সহিত লিঙ্গ বিষয়েও সদৃশ হয়, যথা, সে বালক সুশিক্ষিত হইয়াছে, সে বালিকা সুশিক্ষিতা হইয়াছে, সে পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু উক্তরূপ বাক্যে উক্ত কর্ম্মপদ অপ্রাণিবাচক বা মনুষ্য ভিন্ন প্রাণি-বাচক হইলে তাহা যে কোন লিঙ্গবাচক কেন হউক না, ক্তান্ত পদ সামান্যতঃ পুংলিঙ্গে বা ক্লীব লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যথা, "অদ্য একটী ধেনু অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে" বলাগিয়াথাকে, কিন্তু "অদ্য একটী ধেনু অল্প মূল্যে বিক্রীতা হইয়াছে" এমতটী প্রায় বলাযায় না। এইরূপ সে বৃক্ষের অনেক শাখা ভগ্ন হইয়াছে বই ভগ্না হইয়াছে প্রায় বলাযায় না।

ভিন্ন২ পুরুষীয় কর্ত্তাসমূহ এক ক্রিয়া করিলে ঐ ক্রিয়াপদ উত্তম পুরুষীয় কর্ত্তার অনুরোধে তৎপুরুষীয় হইবে, তদভাবে মধ্যম পুরুষীয় কর্ত্তার অনুসারে তৎপুরুষীয় ও তদুৎকর্ষাদি-বোধক হইবে, এবং তদভাবে সুতরাং প্রথম পরুষীয় হইবে, যথা, তিনি, তুমি, আমি একত্র যাইব, তুমি, আমি, তিনি একত্র যাইব, আমি, তিনি, তুমি একত্র যাইব। তুমি ও তিনি সেখানে যাও, আপনি ও তিনি সেখানে যাউন।

যদি ভিন্ন২ পুরুষীয় কর্ম্মপদ উক্ত হইয়া এক কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হয়, তবে ঐ ক্রিয়াপদও উক্ত নিয়মে ঐ উক্তপদের অনুরোধে উত্তম মধ্যম বা প্রথম পুরুষীয় হয়, যথা, আমি, তুমি ও তিনি একত্রে নিয়োজিত হইয়াছিলাম, তুমি ও তিনি সেখানে গেলে অপমানিত হইবে। আপনি ও তিনি সেখান উপনীত হইবেন।

---

* অর্থাৎ তাহার প্রকৃত কর্ত্তা যাহা করণ-কারকীয় রূপে প্রকাশিত বা উহ্য থাকে তাহার অনুযায়ি হইবে না।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

কিন্তু ভিন্ন২ পুরুষীয় বা এক পুরুষীয় উক্ত পদসমূহ ভিন্ন২ লিঙ্গবাচক হইয়া এক কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়াতে অন্বিত হইলে ক্তান্ত পদ পুংলিঙ্গবাচকরূপে ব্যবহৃত হইবে, তদভাবে ক্লীবলিঙ্গ,* তদভাবে সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ প্রাপ্ত হইবে,—কিন্তু যে উক্ত পদের সহিত ক্তান্তপদের লিঙ্গ বিষয়ে ঐক্য হয়,সেই পদকে আর২ উক্তপদের পরে ব্যবহার করিলে ভাল হয়, যথা, তাঁহার গৃহ ও স্ত্রীপুত্র নষ্ট হইয়াছে, তাহার স্ত্রী ও গৃহ নষ্ট হইয়াছে, তাহার তিন কন্যা,—তন্মধ্যে এক বিবাহিতা হইয়াছে, ও দুই বাগ্‌দত্তা আছে।

ভাববাচ্য ক্রিয়ার প্রকৃত কর্ত্তা ভিন্ন২ পুরুষীয় এবং উৎকর্ষাদি বোধক হইলেও ঐ ক্রিয়াপদ কেবল প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষ-বোধকরূপে তৎ কার্য্যের শুদ্ধ সম্পন্নতা বা ভাবটী মাত্র প্রকাশ করে, (১০৯ পৃষ্ঠা দেখ)। অতএব এমত ক্রিয়া ও কর্ত্তার পরস্পর ঐক্য (আকারতঃ) হয় না, যথা, এপথে চলা যায়না, আর দাঁড়ান যাইতে পারে না।

ক্তান্ত পদের উত্তর আছি ধাতুর প্রথম পুরুষীয় রূপ যোগে নিষ্পন্ন যে ভাববাচ্য ক্রিয়াপদ তাহার প্রকৃত কর্ত্তা সম্বন্ধ কারকীয় রূপে প্রকাশিত বা উহ্য হয়, যথা, রঘুবংশের অধিকাংশ আমার দেখা বা দৃষ্ট আছে—ইহার ভাব এই যে রঘুবংশের অধিকাংশ আমি দেখিয়াছি বা দৃষ্টি করিয়াছি।

১০৯ পৃষ্ঠায় দর্শিত ক্তান্ত পদে হওন ধাতু যোগদ্বারা নিষ্পন্ন যে এক প্রকার ভাববাচ্য ক্রিয়াপদ তাহারও প্রকৃত কর্ত্তা সম্বন্ধ করকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তাঁহার নাওয়া হইয়াছে, খাওয়া হইয়াছে এবং কাপড় পরাও হইল। রঘুবংশের অধিকাংশ কৃষ্ণের দৃষ্ট বা দেখা হইয়াছে।

কিন্তু শেষ উদাহরণে অনেকে বিবেচনা করেন যে অধিকাংশ ও কৃষ্ণের এই দুই পদ কর্ত্তৃবাচ্যে ক্রমে কর্ম্ম ও কর্ত্তা ছিল, (অর্থাৎ কৃষ্ণ রঘুবংশের অধিকাংশ দেখিয়াছেন এমত বাক্য ছিল) কর্ম্মবাচ্যে, অধিকাংশ পদ উক্ত হইয়াছে, এবং কৃষ্ণের পদ করণে ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে।

---

* বাঙ্গলাতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বাচক ক্তান্তপদের একই রূপ।

পরন্তু জ্ঞাতব্য এই যে উক্ত দুই প্রকার ভাববাচ্য ক্রিয়াপদের মূলভাগ সকর্ম্মক হইলে, তাহার প্রকৃত কর্ম্মপদ প্রাণি বাচক সত্বে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, তাহাকে আমার জানা আছে। উহাকে বলা আছে, এ ঘোড়াটাকে নিলামে পাঠান হইয়াছিল বা গিয়াছিল কিন্তু বিকাইল না।

বাঙ্গলা ক্তান্ত পদদ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম্মবাচ্য ধাতুর অনেক রূপ ব্যবহার করার রীতি নাই।

প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষ বোধক কর্ম্মবাচ্য (বা ভাববাচ্য) ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় কর্ম্মপদ প্রণিবোধক হইলে অনেক স্থলে ভাষার রীতিক্রমে উক্তনাহইয়া দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্তই থাকে, যথা, আপনাকে বা তাঁহাকে আবশ্যক মতে ডাকাযাইবে। এ ঘোড়াটাকে নিলামে পাঠান গিয়াছিল কিন্তু বিকাইল না।

উক্তরূপ বাক্যে উক্তরূপ ক্রিয়াপদকে অনেকে এই হেত্তবাদে ভাববাচ্য বিবেচনা করেন,যে তাহা কর্ম্মবাচ্য হইলে কর্ম্মপদ উক্ত হইত,এবং ঐ উক্ত-পদের সহিত ক্রিয়াপদের পুরুষাদি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিত। কিন্তু সে যাহা হউক, ভাবার্থ লইতে গেলে উক্তরূপ বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ রূপে কর্ম্মবাচ্য ও প্রথম পুরুষীয় হইলেও প্রকৃতার্থে কর্ত্তৃবাচ্য ও উত্তম পুরুষীয় বোধ হয়, যথা, "আপনাকে ও তাহাকে আবশ্যক মতে ডাকাযাইবে" এই বাক্যে আপনাকে ও তাঁহাকে আবশ্যক মতে ডাকিব এমতটী বই আর কিছু বুঝায় না।

কর্ত্তৃবাচ্যে কৃত ক্তান্তপদে হওন বা আছি ধাতু যোগে নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ রূপে কর্ম্মবাচ্য হইলেও ফলিতার্থে কর্ত্তৃবাচ্য, অতএব তাহার কর্ত্তাকে প্রকৃতরূপে কর্ত্তাই বোধ করিতে হইবে* যথা, সে এখন পাপে রত হইয়াছে, তিনি আমার প্রতি তুষ্ট আছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ব্যতীহার ক্রিয়ার কর্ত্তাও সাধারণ রূপে প্রথমান্ত। কিন্তু কখন২ তদুত্তর পরস্পর বা উভয় বা তদর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়,এবং কখন বা উভয় কর্ত্তাই অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ঐ বালকরা

---

* যেহেতু উক্তরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তৃবাচ্য রূপই এই, এবং উক্ত রূপ ক্তান্ত পদ সকর্ম্মক ধাতুমূলক হইলে ঐ কর্ত্তা ভিন্ন অন্য পদার্থ তাহার কর্ম্ম হইয়া তদ্বোধক শব্দ কর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এমত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইলে সুখী হইব।

তাকাতাকি ও বলাবলি করিয়া লিখিতেছে। ঐ বালকরা পরস্পর বলাবলি করিতেছে। তোমরা উভয়ে বা দুয়ে অথবা তোমাতে উহাতে দেখাদেখি করিয়া উত্তর লিখিয়াছ কেন?

এই রূপে উভয়ে কথার প্যাঁচাপেঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি॥

কখন২ ব্যতীহার ক্রিয়ার কর্ত্তাদ্বয়ের মধ্যে এক মুখ্য ভাবে প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং অন্য সহিত বা সহিতার্থক শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমার পুত্র তাহার সঙ্গে মারামারি করিয়াছে।

কখন বা ব্যতীহার ক্রিয়ার কর্ত্তা অধিকরণরূপে অথবা সহিতার্থক শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, ও তৎপরবর্ত্তিক্রিয়া হওন ধাতুর কর্ত্তা রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আজি তাতে আমাতে অথবা তার সঙ্গে আমার বড় তোকাতুকি হইয়াছে।

ব্যতীহার রূপবিশিষ্ট ক্রিয়াপদ কখন২ কেবল একের ক্রিয়া বুঝায়, যথা, তুমি এত চেঁচাচেঁচি কর কেন?

সাধারণরূপ ক্রিয়াপদ পরস্পর বা উভয় বা তদর্থক শব্দ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে তৎকার্যের ব্যতীহার বুঝায়, যথা, হে ভাইরা পরস্পর প্রেম কর!

সম্বোধন কারকীয় পদ সর্ব্বদা প্রথমান্ত,—তথাপি (সংস্কৃত হইলে) অনেক স্থলে প্রথমান্ত কর্ত্তৃপদের রূপে ও তাহার রূপে কিঞ্চিৎ বিশেষ হয়, যথা ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য।

কর্ম্মকারকের প্রয়োগাদি॥

ক্রিয়ার ব্যাপ্য যাহা তাহা কর্ম্ম।

(সকর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্য) ক্রিয়ার কর্ম্মপদ প্রকৃতরূপে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, রাম শ্যামকে মারিলেন।

পরন্তু ঐ কর্ম্মপদ অপ্রাণিবাচক হইলে বিভক্তি ত্যাগ করে, বৃহৎ পশুবাচক হইলে অনেক স্থলে, এবং ক্ষুদ্র পশু বোধক হইলে কতিপয় স্থল ভিন্ন সর্ব্বত্র বিভক্তি ত্যাগ করে। কিন্তু মহাজীববোধক হইলে ৪২ পৃষ্ঠায় দর্শিত কএক স্থল ভিন্ন প্রায় বিভক্তি ত্যাগ করে না, যথা, তৎপৃষ্ঠা দৃষ্টে স্মরণ পড়িবে।

কখন২ কোন অকর্ম্মক বা সকর্ম্মক ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া ভাষার রীতি-ক্রমে তৎক্রিয়ামূলক শব্দ তৎকর্ম্মরূপে ব্যবহার করাযায়, যথা, আজি

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

আচ্ছা এক ঘুম ঘুমাইয়াছি। মিছা মিছি রাঁড় কান্না কান্দিলে কি হবে? তাহাকে বড় মারি মারিয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ রূপে দর্শিত ও তদ্বোধক শব্দ টা বা টী যুক্ত হইলে তাহার কর্ম্মকারকীয় বিভক্তি বিকল্পে লুপ্ত হয়, যথা, ঐ কাঁকটা বা কাকটাকে খেদাও, আমি এই পাখিটী বা পাখিটীকে পুষিব।

কর্ত্তৃবাচ্য কোন ক্রিয়ার প্রাণি বা অপ্রাণিবাচক দুই কর্ম্ম থাকিলে এবং ঐ ক্রিয়া দ্বারা তৎকর্ত্তার ঐ দুই কর্ম্ম পদ বোধ্য বস্তুর এককে অন্যে অথবা উভয়কেই পরস্পরে পরিবর্ত্ত করা বা করিতে সমর্থ হওয়া বুঝাইলে, উক্ত কর্ম্মদ্বয় যে কোন প্রাণি বা অপ্রাণি বাচক কেন হউক না তাহার প্রথম পদ সর্ব্বদা দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত হয়, ও দ্বিতীয় সর্ব্বদা বিভক্তি বর্জ্জিত হয়, যথা, তিনি দীনকে অদীন অদীনকে দীন করিতেছেন। মনুষ্যকে ধুলি ও ধূলিকে মনুষ্য করিতেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি করিতে পারেন, রাত্রিকে দিন করিতে পারেন। সে এমনি ভোজবিদ্যা জানে যে যে বস্তুকে যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখাইতে পারে।

দেখান বা দৃষ্টহওন ধাতুর প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষার্থক রূপ ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হইলে, তদ্ব্যাপ্য পদ মনুষ্য বাচক হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগে, অন্য প্রাণিবাচক হইলে টা বা টী পূর্ব্বক ঐ বিভক্তি যোগে, এবং অপ্রাণি বাচক হইলে কখন২ টা বা টী পূর্ব্বক দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগে ব্যবহৃত হয়, যথা, আজি তোমাকে বিমর্ষ দৃষ্ট হইতেছে কেন?। এ ঘোড়াটাকে আজি পীড়িত দেখাইতেছে। এ গাছটা বা গাছটাকে নিস্তেজঃ দেখাইতেছে কেন?

সকর্ম্মক নামধাতুর কর্ম্মপদ যে কোন প্রাণিবাচক কেন হউক না স্বকীয় বিভক্তি প্রায় ত্যাগ করেনা, যথা, সে তোমাকে অজ্ঞান করিতে পারে, তিনি গরুকে ভক্তি করেন না, পাখিটাকে বিরক্ত করিওনা! কেন অবোলা জন্তুকে এমন করিয়া ঠেঙ্গাও।

সম্প্রদান পদ প্রকৃত রূপে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, রাম শ্যামকে পারিতোষিক দিলেন।

কথোপকথনে ও পদ্যেতে কখন২ কর্ম্মে ও সম্প্রাদনে ষষ্ঠী বিভক্তি-প্রয়োগ করিয়া তাহাতে এ-কার যোগ করা যায়, যথা, শ্যামেরে বল, রামেরে দেও। তোমার শাশুড়ি বলে যমে না নয়। আমারে কাহারে বল দয়াময়॥

যাহার প্রতি ধিক বা তদর্থক শব্দ প্রয়োগ করাযায় তদ্বোধক শব্দ দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, তোমাকে (বা তোমারে) ধিক্।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

এবং যাহার প্রতি নমস্কার বা তদর্থক শব্দ প্রয়োগ করাযায় তদ্বোধক শব্দ চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, নমস্য ব্যক্তিকে নমস্কার কর্ত্তব্য।

কথোপনে ও পদ্যে কখন২ নিমিত্তবচন কর্ম্মে ও সম্প্রদানে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যথা, মাঝিদের ডাক, আমাদের দেও!

পদ্যেতে কখন২ অধিকরণীয়বিভক্তি এ বা য় কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকে ব্যবহৃত হয়, দয়াকরে পাপিগণে যদি না তারিবে। পতিত পাবন তোমায় কে আর বা বলিবে॥ কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমায়। মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তুষহ আমায়॥

অপ্রাণিবাচক শব্দের সম্প্রদানে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যথা, অশ্বথ বৃক্ষে জল দেও।

যাহার করণত্বে,দ্বারা বা কর্ত্তৃত্বে কোন কার্য্য বা কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা করণকারকে ব্যবহৃত ও(প্রকৃতরূপে) তৃতীয়াবিভক্তি যুক্ত হয়, যথা ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে রজ্জু করণক বন্ধন করিয়া যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছে।

কর্ত্তৃবাচ্যবাক্য কর্ম্মবাচ্যে পরিবর্ত্তিত হইলে—ঐ কর্ত্তৃবাচ্য বাক্যস্থ ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যে রূপান্তরিত হয়, এবং তৎকর্ত্তা করণ-রূপে, ও কর্ম্ম (উক্ত হইয়া) প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, (কর্ত্তৃবাচ্যে)—রাম শ্যামকে ধরিলেন। (কর্ম্মবাচ্যে)—রাম কর্ত্তৃক শ্যাম ধৃত হইলেন।

অপ্রাণিবাচক শব্দ কর্ত্তৃ, কর্ম্ম বা ভাব বাচ্য ক্রিয়ার করণ হইলে, সচরাচর সপ্তমী বিভক্তি যোগেও করণকারকরূপে ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, তিনি কুড়ালিতে (অর্থাৎ কুড়ালিরদ্বারা) পা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, সে ইহাতেই মারাযাইবে। এ ছুরিতে কাটাযায়না।

কর্ত্তৃক, করণক, দ্বারা ও দিয়া বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন ভিন্ন২ করণকারকীয় রূপের অর্থতঃ যে প্রভেদ ও প্রয়োগের যে বিশেষ তাহা ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধাতুর স্বভাব।—কতক গুলি ধাতু স্বভাবতঃ অকর্ম্মক, (১)—কতক গুলি সকর্ম্মক (২);—কতক গুলি দ্বিবাচ্য ও সকর্ম্মক (৩);—কতক গুলি একার্থে অকর্ম্মক (৪);—অর্থান্তরে সকর্ম্মক, (৫);—কতক গুলি স্বভাবতঃ দ্বিকর্ম্মক (৬);—যথা, উঠন, বৈসন (১);—করণ, লওন (২);—জড়ান, ভাঙ্গন (৩);—পড়ন অর্থাৎ পতন

(৪);—পড়ন অর্থাৎ অধ্যয়ন-করণ (৫);—বলন, জিজ্ঞাসা-করণ (৬)।—

পরন্তু অকর্ম্মক ধাতুকে ণ্যন্ত করিলে সকর্ম্মক হয়,—এক কর্ম্মক ধাতুকে ণ্যন্ত করিলে দ্বিকর্ম্মক হয়, ও দ্বিকর্ম্মক ধাতু ণ্যন্ত হইলে ত্রিকর্ম্মক হয়। অথবা ণ্যন্তাবস্থায় ধাতুর অণ্যন্তাবস্থা হইতে এক কর্ম্ম অধিক হয়।

ণ্যন্ত ক্রিয়ার অণ্যন্ত কালীয় কর্ত্তা এক প্রকারে কর্ম্ম হইয়া পদান্তর ঐ (ণ্যন্ত) ক্রিয়ার কর্ত্তা হয় (১); এবং প্রকারান্তরে অণ্যন্ত কালীয় কর্ত্তা কর্ত্তাই থাকিয়া পদান্তর ঐ (ণ্যন্ত) ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় (২), যথা;—

(অণ্যন্ত)—রাম বসিলেন	(ণ্যন্ত) কৃষ্ণ রামকে বসাইলেন(১)।
,, গোপগণ গীত শিখিয়াছিল	,, কৃষ্ণ গোপগণকে গীত শিখাইয়াছিলেন (১)
,, রাম বসিলেন	,, রাম কৃষ্ণকে বসাইলেন (২)
,, কৃষ্ণ গীত শিখিয়াছিলেন	,, কৃষ্ণ গোপগণকে গীত শিখাইয়াছিলেন (২)

কথন, জিজ্ঞাসা, ও দানার্থক ধাতু স্বভাবতঃ (অর্থাৎ অণ্যন্তাবস্থায়) দ্বিকর্ম্মক, অতএব ণ্যন্তাবস্থায় ত্রিকর্ম্মক।—ত্রিকর্ম্মক ধাতু ণ্যন্তব্যতীত নাই।

দ্বিকর্ম্মক অণ্যন্ত বা ণ্যন্ত ক্রিয়ার দুইকর্ম্মের মধ্যে যাহাকে দেওয়া-যায়,* বলাযায়, বা করাণযায় তদ্বোধক পদ সর্ব্বদা বিভক্তিযুক্ত এবং যাহা দেওয়া যায়, বলাযায় বা করাণযায় তদ্বোধক পদ প্রায় বিভক্তি বর্জিত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম শ্যামকে কন্যাদান করিলেন, রাম শ্যামকে এই কথা বলিলেন, রাম শ্যামকে বেদ পড়াইলেন।

এক ক্রিয়ার তিন কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মপদবোধ্য বস্তুকে ঐ ক্রিয়া করাণ যায় তদ্বোধক শব্দ দ্বিতীয়াবিভক্তিপূর্ব্বকদিয়া যোগে ব্যবহার করা-যায়, অন্য দুইকর্ম্ম পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তদ্রূপেই ব্যবহৃত হয়, যথা, তাঁহা-কে-দিয়া তোমারে কিছু দেওয়াইব। আমি এ কথা তাঁহারে আপনি বলিতেপারিব না, কিন্তু রাম-কে-দিয়া (এ কথা তাঁহারে) বলাইব।

---

* যাহাকে দেওয়াযায় তাহাকে সংস্কৃতানুসারে কর্ম্ম না বলিয়া সম্প্রদান বলাযায়।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

কতিপয় দ্বিকর্ম্মক ণ্যন্ত ক্রিয়ার কর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে যে কর্ম্মপদ বোধ্য বস্তুকে ঐ ক্রিয়ার কার্য্য করাণ যায় তৎপদ ভাষার রীতি ক্রমে দ্বিতীয়া বিভক্তি ও (তৎপরে) দিয়া যোগে, অথবা শুদ্ধ দিয়া যোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা, তোমার ভৃত্যকেদিয়া সে ব্যক্তিকে একবার ডাকাও। জালিয়া-দিয়া পুষ্করিণীর মৎস্য কিছু ধরাও।

দ্বিকর্ম্মক বা ত্রিকর্ম্মক ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যে রূপান্তরিত হইলে, তাহার মুখ্যকর্ম্ম উক্ত হয় ও গৌণ কর্ম্ম দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্তই থাকে,—অর্থাৎ কর্ত্তৃবাচ্যে যে কর্ম্ম দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত ছিল সে সেই রূপে ব্যবহার করাযায়, অন্য কর্ম্মউক্ত হইয়া প্রথমান্ত হয়, যথা, কর্ত্তৃবাচ্যে—রাম শ্যামকে কন্যা দিয়াছেন; তাঁহাকে সকল বিষয় জানাইলাম; তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়াইব। কর্ম্মবাচ্যে —রামের কন্যা শ্যামকে দত্তা হইয়াছে; তাঁহাকে সকল বিষয় জানান গেল। তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়ান যাইবে।

অপাদানের প্রয়োগাদি।

পাওন, আকর্ষণ, রক্ষা, ও মোচনার্থক, এবং কোন না কোন রূপে কর্ত্তার বা কর্ম্মের পৃথক্ বা স্থানান্তর হওয়া বুঝায় এমত ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকিলে তাহা কর্ম্মরূপেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যাহাহইতে পায়, কৃত, আকর্ষণ, রক্ষা, মোচন, পৃথক্, বা স্থানান্তর করে বা হয়, অথবা আকৃষ্ট, মুক্ত, পৃথক্কৃত বা স্থানান্তরিত হয় তদ্বোধক শব্দ অপাদান কারকে ব্যবহৃত হয়,—অপাদান কারকীয় পদ প্রকৃত-রূপে পঞ্চমী বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন,(৩৬, ৪৬, ও ৪৭ পৃষ্ঠা দেখ)। যথা, যাঁহাহইতে এত দয়া পাইয়াছ (বা প্রাপ্ত হইয়াছ), এবং যিনি তোমাকে মায়া শৃঙ্খল-হইতে মুক্ত করিতে পারেন তাঁহাকে মানা তোমার শ্রেয় কর্ম্ম। হিতোপদেশ পঞ্চ তন্ত্রাদি গ্রন্থ হইতে আকৃষ্ট বা সংগৃহীত, যেমন সূর্য্য পৃথিবী হইতে এক গুণ রসাকর্ষণ করিয়া সহস্রগুণ বর্ষণ করেন তদ্রূপ রাজা প্রজা হইতে একগুণ কর গ্রহণ করিয়া বা লইয়া সহস্রগুণ উপকার করিবেন। তাহাকে বাটীহইতে খেদাইয়া তাড়াইয়া দূর বা বাহির করিয়া দিয়াছি। সে সে স্থান হইতে বাহির বা বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই খাটখান এখানহইতে সরাইয়া বা লাড়িয়া ওখানে রাখ। বাজার হইতে এক খান কাপড় আন। যাঁহাহইতে উৎপত্তি (হইয়াছে) তাঁহা-তেই নিবৃত্তি (হইবে)। হে পরমেশ্বর আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষাকর! সে বড় বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে বা রক্ষিত হইয়াছে।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

সম্বন্ধ কারকের প্রয়োগাদি।

এক শব্দের সহিত তৎসম্বন্ধীয় অথচ ভিন্ন বস্তুবোধক শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে ঐ আদি শব্দ (ষষ্ঠীবিভক্তি যোগে) সম্বন্ধ কারকীয় রূপে ব্যবহার করাযায়, ও তৎসম্বন্ধীয় শব্দ তদ্বাক্যস্থ ক্রিয়াদির অনুসারে যে কারকে ব্যবহার্য্য সেই রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, রামের পুস্তক, রামের ভৃত্যকে ডাক, তাঁহার পিতার গৃহ বিক্রীত হইয়াছে।

অনেক অব্যয় শব্দ যোগেও (প্রধান) শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত রূপ হয়, যথা, কোঠার উপর, ইহার পর, তোমার প্রতি, তাহার পাকে।

বই, বিনা, ব্যতীত, ব্যতিরিক্ত, ছাড়া, ভিন্ন, সহ,* হইতে, দিয়া, ও অপেক্ষা শব্দ, বিশেষ্য ও বিশেষ্যহীন বিশেষণের প্রথমান্তরূপের পর, ও সর্ব্বনামের বিভক্তি যোগার্থে পরিবর্ত্তিত (৯৪ হইতে ৭০৩ পৃষ্ঠা দেখ) রূপের পর ব্যবহৃত হয়, যথা, একর্ম্ম রাম বিনা (বই, ব্যতীত বা ভিন্ন) আর কেহ করিতে পারেনা। যদি বেচি তবে তোমা ছাড়া বেচিব না।

যে শব্দ সম্বন্ধ কারকে ব্যবহার করাযায় তাহা কি বিশেষ্য, বিশেষণ,† সর্ব্বনাম, ও ক্রিয়াবাচক শব্দ ইহার যে কোন প্রকার হইতে পারে, এবং তৎসম্বন্ধীয় শব্দ উক্ত যে কোন প্রকার এবং কোন২ অব্যয়ও হইতে পারে।

৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠায় দর্শিত দশম, একাদশ, ও দ্বাদশ প্রকার সংযুক্ত-ক্রিয়াপদবোধ্য ক্রিয়া করা যাহার আবশ্যক, বা উচিত, অথবা তাহা করিতে বা হইতে যে বাধিত কিম্বা যাহার প্রতি নিষেধ বা বিধি আছে, তদ্বোধক পদ দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমাকে বা তোমার সেখানে এক বার যাওয়া চাই। তোমাকে তাঁহার ধন্যবাদ করিতে হয়, অথবা তাহাকে তোমার ধন্যবাদ করিতে হয়,* সকলকেই বা সকলেরই মরিতে হইবে, তাঁহাকে বা তাঁহার ফৌজদারী আদালতে

---

* সহ শব্দ পদ্যেতে অথচ সমাসে ব্যবহৃত, যথা, উমাসহ মহেশের বিবাহ ঘটাও, দিয়া কখনং শব্দের কর্ম্মকারকীয় রূপের পর ব্যবহৃত হয়, যথা, ৪৪ পৃষ্ঠার টীকায় প্রকাশ।

† যেখানে বিশেষ্য উহ্য ও তদ্বিশেষণ ও তৎসম্বন্ধীয় শব্দ প্রকাশিত থাকে, সেস্থলে ঐ সম্বন্ধ সূচনার্থ ঐ বিশেষণই সম্বন্ধ কারকীয়রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, জ্ঞানির উপদেশ শুনিও, ভালর সহিত আলাপ করিও—অর্থাৎ জ্ঞানি ব্যক্তির উপদেশ শুনিও, ভাল লোকের সহিত আলাপ করিও, ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

হাজির হইতে হইয়াছিল, খ্রীষ্টান দিগকে বিধবা বিবাহ করিতে আছে, হিন্দুদের নাই।

এতদ্ভিন্ন:—কোন আধারে বা পাত্রে কোন কিছু থাকিলে, কিম্বা তাহা কোন বস্তু রাখিবার নিমিত্তে অথবা বিশেষ কোন ব্যবহারের নিমিত্তে নির্ম্মিত হইলে ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সূচনার্থ ঐ বস্তু বা ব্যবহার বোধক শব্দ সম্বন্ধকারকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, দুধের বাটী, তুলার গুদাম, বিচালির নৌকা, স্নানের চৌকী।

কিন্তু কোন বিশেষ বস্তু রাখিবার নিমিত্তে যদি কোন পাত্র নির্ম্মিত হয়; ও তৎকালে তাহাতে যদি তাহা নাথাকে, তবে ঐ বস্তুবোধক শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত-রূপে ব্যবহার করাযায়, অথবা তাহার বিভক্তিহীন আকারের পর রাখা বা রাখিবার শব্দ যোগ করাযায় ও তৎ পরে ঐ পাত্রের নাম ব্যবহার করাযায়, যথা, ঔষধের শিশি, ঔষধ রাখা শিশি,বা ঔষধ রাখিবার শিশি।

পরন্তু কোন পাত্র বা আধার কোন বস্তুতে পূর্ণ থাকিলে ঐ পাত্র বা আধারবোধক শব্দ তৎসংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বক প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এক কলসী ঘৃত, দুই নৌকা চাউল, এক ঘর তুলা।

কোন বক্তির বা বস্তুর গুণ ও বিশেষণ কোন ব্যক্তির বা বস্তুর সহিত সম্বন্ধ রাখিলে, তাহা যাহার সহিত সম্বন্ধ রাখে তৎসম্বন্ধকারকীয় রূপের পর তাহা ব্যবহৃত হয়, যথা, কৃষ্ণ সকলের মান্য, বা প্রিয়, হেয় বা নিন্দিত। সে পশুর সমান, ব্রাহ্মণেরা শুদ্রের পূজ্য।

তব্য, অনীয়, ও য় প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা তদ্রূপ অর্থ বোধক শব্দ, এবং আবশ্যক, উচিত, ও উপযুক্তাদি শব্দ যাহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করাযায় তদ্বোধক শব্দ সম্বন্ধকারকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এ তোমার কর্ত্তব্য করণীয় বা কার্য্য নয়, তিনি দানের যোগ্য বা উপযুক্ত পাত্র, তাহা করা তোমার আবশ্যক বা উচিত।

এবং উক্ত রূপ বাক্যে যে ক্রিয়া করা আবশ্যক তাহা প্রায় (ধাতুরূপে দর্শিত) দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দদ্বারা প্রকাশ করাযায়, যথা, সেখানে একবার যাওয়া তোমার উচিত বা আবশ্যক বা কর্ত্তব্য।

পদ্যেতে কখনই উচিত বোধক শব্দ যোগে চতুর্থ্যন্ত পদ ব্যবহৃত হয়, যথা, "রায় বলে কি হইবে ভাবিলে এখন। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥ জানিতে, চিনিতে, মানিতে, তোমায় প্রভু। উচিত যেমন তাহা না পারিলাম কভু"॥

ক্রিয়াবাচক শব্দ, ক্তান্ত ও কর্ত্তৃবোধক পদ এবং কতিপয় বিশেষ্যহীন বিশেষণ যৎসম্বন্ধীয় হয় তদ্বোধক শব্দ ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এখানে তাহার আগনন হইয়াছিল। এখানে তাঁহার পদার্পণে ও অবস্থানে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এ কাহার কৃত, এ বিদ্যাসাগরের

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

রচা বা করা, আজি আমার বেড়ান হইল না। আমি তোমার লিখা দেখিতে ও পড়া শুনিতে চাই। তাহার দেখা পাইলাম না। জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর। তিনি সকলের পালক। আমি কাহারও অনুগামী নই। যে ভাল করে ঈশ্বর তাহার ভাল করিবেন। মন্দের মন্দ অবশ্য হইবে। এ উত্তমের অধম অধমের উত্তম অথবা মন্দর ভাল।

সংস্কৃত ক্তান্ত পদবোধ্য কার্য্য যাহার কৃত তদ্বোধক শব্দ করণ কারকীয় রূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা, রঘুবংশ কালিদাসের বা কালিদাসকর্ত্তৃক রচিত; কিন্তু ক্তান্তপদের পরে হওন ধাতুমূলক ক্রিয়াপদ প্রকাশিত থাকিলে ঐ শব্দ করণকারকীয় রূপে বই সম্বন্ধ কারকীয় রূপে ব্যবহার করা যায় না, যথা রঘুবংশ কালিদাসকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে বই কালিদাসের রচিত হইয়াছে বলা যায় না।

সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক (বা অন্য) শব্দে করণ ধাতু যোগে নিষ্পন্ন যে সংযুক্ত ক্রিয়াপদ তন্মধ্যে ঐ শব্দকে ইচ্ছাক্রমে ঐ করণ ধাতুর কর্ম্ম করা যাইতে পারে, অথবা ঐ সংযুক্ত ক্রিয়ার কার্য্য যাহার উপর ব্যাপ্য তদ্বোধক পদকে ঐ সমুদয় সংযুক্ত ক্রিয়ার কর্ম্ম করা যাইতে পারে,—অতএব ঐ শব্দ প্রথমাবস্থায় সম্বন্ধ কারকীয় রূপে (১), এবং দ্বিতীয়াবস্থায় কর্ম্মকারকীয় রূপে (২) ব্যবহৃত হয়, যথা, রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন (১); অথবা রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করিয়া অধর্ম্মকে উন্মূলন ও ধর্ম্মকে সংস্থাপন করেন।

উক্ত রূপ শব্দ হওন ধাতু যোগে ব্যবহৃত হইলে তাহা ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপেই প্রায়, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি শব্দ (অসমাসে) সম্বন্ধ কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, এই ঔষধে তোমার রোগের উপশম হইবে। রাজা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এবং অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইতে পারে না।

জ্ঞান বা বোধার্থক শব্দে হওন ধাতুর প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষার্থক রূপ যোগে নিষ্পন্ন (সংযুক্ত) ক্রিয়ার কার্য্য যাহাতে ব্যাপ্ত হয় তদ্বোধক শব্দে ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, এ

আমার বা আমাকে বড় মন্দ জ্ঞান হইতেছে। আমাকে বা আমার বোধ হয় যে তিনিই এ কুমন্ত্রণার মূল।

কিন্তু যাহা বোধ বা জ্ঞান হয় তাহা মনুষ্য হইলে তদ্বোধক শব্দ কর্ম্মকারকে, ও যে বোধ করে তদ্বোধক শব্দ সম্বন্ধ কারকে ব্যবহৃত হইবে, যথা, উহাকে আমার ভাল বোধ ছিল।

অধিকরণ কারকের প্রয়োগাদি।

স্থিতি, গতি, হওন (বা জনন), উঠন, ও পতনার্থক ধাতু যোগে তদ্ব্যাপ্য আধার বোধক শব্দ অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হয়,—অধিকরণ কারক সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত হয়;—যথা, তিনি গৃহে আছেন, এই কথা যেন মনে থাকে, এই কলসিতে ঘৃত রাখ, সে বাড়িতে কত কাঙ্গালী ধরিতে পারে? তুমি কলিকাতায় কবে যাইবে? তার মনে বড় ক্লেশ হইয়াছে। ক্ষেতে শস্য জন্মিল না প্রজা কি করিবে? রাজা সিংহাসনে উঠিলেন বা আরোহণ করিলেন। আমারে কিছু দিলে জলে পড়িবে না।

উক্ত প্রকার নঞ্ অর্থক ক্রিয়াপদ যোগেও অধিকরণের প্রয়োগ হয়, যথা, তিনি গৃহে নাই, যত শিখাই কিছুই তাহার মনে থাকে না। সে বাটীতে অধিক লোক ধরিবেনা। আমি এক্ষণে কলিকাতায় যাইব না।

কালবোধক ও আধার বোধক শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এমাসের দশম দিবসে তাঁহার বাটীতে এক সভা হইবে। ধীরে২ চল, সমীপে আইস॥

ঠেকন, লাগন বা তদর্থক ধাতুর কার্য্য যাহাতে ব্যাপ্ত হয় তদ্বোধক শব্দ অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, নৌকা চড়ায় লাগিল, ঠেকিল বা আটকিল। সকল হইয়া এখন অতি অল্পেতে ঠেকিয়াছে। ঐ কথাটী তাহার মনে লাগিয়াছে বা ধরিয়াছে।

বেদনার্থক লাগন ধাতুর কার্য্য সমগ্র প্রাণিবোধক বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলে তদ্বস্তুবোধক শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, তাহাকে বড় লাগিয়াছে।

কিন্তু শরীরের এক দেশ বোধক পদার্থ ক্রিয়ার ব্যাপ্য হইলে অধিকরণ রূপেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা, তাহার মাতায় বড় লাগিয়াছে। সে আপন পায় আপনি কুড়ালি মারিয়াছে। আমার গায়ে হাত বুলাও।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

আবশ্যক ও উপযুক্তার্থক শব্দ এবং নিপুণ বা বিজ্ঞ ইতি বোধক, বা তত্তদ্‌ভাববাচক বা নঞ্‌ অর্থক শব্দ, যে বিষয়ে প্রয়োগ করাযায় তদ্বোধক শব্দ অধিকরণে ব্যবহৃত হয়, যথা, তাহাতে আমার আবশ্যক কি? তিনি একর্ম্মে বড় উপযুক্ত, বা পারগ, তিনি অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ বা অনিপুণ।

প্রকৃতার্থক যে ধাতু যোগে যে কারকের প্রয়োগ হয়, নঞ্‌ অর্থক সেই ধাতু যোগেও সেই কারকের প্রয়োগ হয়।

বিশেষ২ শব্দ বা ধাতুযোগে বিশেষ২ অব্যয়শব্দের প্রয়োগাদি।

(যে সে রূপ) মিল বা অমিল বোধক শব্দের পূর্ব্বে বা যোগে এবং কদাচিত্‌ পৃথক্‌ অর্থক শব্দ যোগেও সহিত বা তদর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং যে দুই বস্তুতে, ব্যক্তিতে, বা পক্ষে মিল বা অমিল হয়, বা থাকে বা করা-যায়, তদ্বোধক শব্দ দ্বয়ের এক পরবর্ত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে তাহা প্রথমান্ত-রূপে এবং অন্য সহিতের যোগে ষষ্ঠ্যন্তরূপে (১) নতুবা উভয়ই প্রায় ষষ্ঠ্যন্তরূপে (২) ব্যবহৃত হয়,* যথা,—কেন তুমি আপন ভ্রাতার সহিত বিরোধ কর (১)? তাহার সঙ্গে আমার প্রণয় বা সম্প্রীতি নাই (২)। ভাল আমি তোমার সঙ্গে তাহার মিল করিয়া দিব (২)। সুজনের সঙ্গে প্রেম সুখের সাগর। কুজনের সনে প্রীতি দুঃখের আকর॥ তিনি আপন ভ্রাতার সঙ্গে পৃথক বা ভিন্ন হইয়াছেন।

যে দুই পক্ষে মিল বা অমিল হয়, থাকে, বা করাযায়, তাহার প্রত্যেক পক্ষ এক মাত্র ব্যক্তি বা বস্তুবোধক হইয়া পরবর্ত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা নাহইলে বিকল্পে অধিকরণ রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে, যথা, তাহাতে উহাতে, অথবা তাহার সহিত উহার আগে যেমন মিল, প্রণয় বা প্রীতি ছিল, এক্ষণে তেমনি অমিল, অপ্রণয় বা অপ্রীতি হইয়াছে।

কিন্তু প্রত্যেক পক্ষই অনেক বোধক হইয়া পরবর্ত্তি ক্রিয়ারকর্ত্তা নাহইলে নিম্ন দর্শিত রূপে মধ্যে শব্দের যোগেও ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, তাহাদের ও উহাদের মধ্যে এখন বিরোধ যাইতেছে, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত উহাদের মিল করিয়া দিব।

দুই পদার্থে বা ব্যক্তিতে ভেদ বা অভেদ, বিশেষ বা অবিশেষ থাকা (বা নাথাকা) প্রকাশ করিতে হইলে তদুভয় বোধক শব্দ অধিকরণ রূপেই

---

* অর্থাৎ প্রথম শব্দ সহিতের যোগে ও দ্বিতীয় শব্দ মিল বা অমিল বোধক শব্দ সম্বন্ধে ষষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

প্রায় ব্যবহার করাযায়, যথা, হরিতে ও হরেতে* ভেদ নাই। ইহাতে উহাতে বিশেষ কি?

কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তু উপমেয়, তুল্য বা সদৃশ, বা পরিবর্ত্তিত হইলে, কিম্বা কোন বস্তুকে কোন বস্তুর সহিত উপমা দিলে, তুল্য করিলে, ঐ প্রথম শব্দ তৎসঙ্ক্রান্ত ক্রিয়ার অনুসারে রূপ প্রাপ্ত হয়, ও পর শব্দ সহিত বা তদর্থক শব্দের যোগে অথবা শুদ্ধ ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত (২) হয়। কিন্তু তদুভয় শব্দের মধ্যে সমুচ্চয়ার্থক শব্দ স্থাপিত হইলে উভয় শব্দই পরবর্ত্তি ক্রিয়ানুসারে একরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, অন্য কবি কালিদাসের সঙ্গে তুল্য হইতে পারেনা, অথবা অন্য কবি কালিদাসের তুল্য বা উপমেয় হইতে পারে না। অন্য কবিকে কালিদাসের সঙ্গে উপমা দেওয়া যাইতে পারে না, কালিদাস ও অন্য কবি সমান হইতে পারে না। কালিদাসকে আর অন্য কবিকে তুল্য বলা যাইতে পারেনা।

অথবা দুই বস্তু পরস্পর সমান বা সদৃশ হইলে অথবাদুই বস্তুতে পরস্পর সাম্য বা সাদৃশ্য হইলে তদ্বোধক শব্দদ্বয় প্রধানতঃ অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ইহাতে উহাতে তুল্য হইতে পারে না, ইহাতে উহাতে সাদৃশ্য নাই।

উপমা, সাদৃশ্য, তুল্যতা বা পরিবর্ত্তন বোধক শব্দ যোগে সহিত বা তদর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়, পরন্তু যাহার সহিত উপমা তুল্যতা সাদৃশ্য বা পরিবর্ত্তন হয় তদ্বোধক শব্দ সহিতাদির যোগে ষষ্ঠীবিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, কালিদাসের সহিত অন্য কবির উপমা, তুল্যতা বা সাদৃশ্য, হইতে পারেনা। অন্যের অবস্থার সঙ্গে স্বকীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন ইচ্ছা কিম্বা পরিবর্ত্তন করা অসন্তুষ্ট অজ্ঞানের কর্ম্ম।

কখন২ পরিবর্ত্তন বোধক শব্দ বা ধাতুযোগে,—যাহাতে কিছু পরিবর্ত্তিত হয় তদ্বোধক শব্দ অথবা উভয় শব্দই অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ণিন্ প্রত্যয় ঈ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, তোমার ঘড়িতে আমার ঘড়িতে বদল কর।

যে কোন রূপ তুষ্টি, আসুরক্তি বা অবধান বোধক, অথবা তদ্বিপরীতার্থ বোধক শব্দ (শুদ্ধ) করণ ধাতু ভিন্ন ব্যবহৃত হইলে, উপর, প্রতি, বা তদর্থক শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আমার প্রতি বা উপর তাঁহার বড় স্নেহ, তিনি তোমার প্রতি বা উপর বিরক্ত, বা রাগান্বিত আছেন, অথবা সন্তুষ্ট নন। তোমার প্রতি, পানে, বা দিগে তাহার বড় টান।

---

* এমত স্থলে ব্যবহৃত শব্দদ্বয় সংজ্ঞা হইলে কখন২ সমুচ্চয়ার্থ শব্দ ও প্রথম শব্দের বিভক্তি উহ্য থাকে, যথা, হরি হরে ভেদ নাই।

কিন্তু উক্ত শব্দসকল করণ ধাতু যোগে ব্যবহৃত হইলে তদ্ব্যাপ্য বস্তু বোধক শব্দ কর্ম্মকারকে অথবা প্রতি আদি শব্দ যোগে ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমার কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা কর, পিতামাতাকে বা পিতামাতার প্রতি ভক্তি কর, সন্তানের প্রতি বা সন্তানকে স্নেহ কর, দুঃখির উপর বা দুঃখিকে দয়া কর।

উক্তরূপ শব্দযোগে বিকল্পে, ও বিশেষে রুচিবোধক শব্দ যোগে নিত্য, তদ্ব্যাপ্য পদার্থবোধক শব্দসকল অধিকরণরূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা, তাহাতে অথবা তাহার উপর আমার ঘৃণা হইয়াছে, উহাতে বা উহার প্রতি আমার বড় স্নেহ। উহাতে বা উহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। তোমার যদি উহাতে রুচি না হয় তবে অমৃতে অরুচি বলিতে হইবে।

নির্ভর, ও অর্পণার্থক শব্দ বা ক্রিয়াযোগে সর্ব্বদা তদ্ব্যাপ্য বিষয় বোধক শব্দ অধিকরণ রূপে অথবা উপর শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তাঁহাতে বা তাঁহার উপর নির্ভর করিলেই প্রতুল হইয়াছিল। আমার সকল কর্ম্মের ভার তাঁহাতে (তঁহাকে) বা তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়াছি।

যে২ ধাতুযোগে তদ্ব্যাপ্য আধার বোধক শব্দ অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, (১৯৪ পৃষ্ঠা দেখ), তন্মধ্যে অনেক ধাতু যোগে উক্তরূপ শব্দ উপর শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্ত রূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা, মাটিতে বা মাটির উপর রাখ। সে পাহাড়ে বা পাহাড়ের উপর কিছু হয় না বা জন্মেনা। রাজা সিংহাসনে বা সিংহাসনের উপর উঠিলেন। আমার এক খান ঘুড়ি তোমাদের ছাতে বা ছাতের উপর পড়িয়াছে।

শব্দ সকলের যে২ স্থানে ও কারণে আর২ কারকীয়রূপে ব্যবহার দর্শান গিয়াছে তদ্ভিন্ন কারণে ও স্থানে ঐ সকলের ব্যবহার অধিকরণরূপেই প্রায় হইয়া থাকে।

সংস্কৃতে আধারকে চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন—অর্থাৎ, সামীপ্য, একদেশ, বিষয়, ও ব্যাপ্তি।—

সামীপ্যাধার—যথা, তিনি গঙ্গাতে বাস করেন—অর্থাৎ গঙ্গার সমীপে বাস করেন॥

একদেশ-আধার—যথা, এই বনে ব্যাঘ্র আছে—অর্থাৎ এই বনের এক দেশে ব্যাঘ্র আছে॥

বিষয়াধার, যথা,—তিনি ক্রীড়াতে অপটু—অর্থাৎ ক্রীড়া-বিষয়ে অপটু॥

ব্যপ্ত্যাধার, যথা,—শরীরেতে আত্মা আছেন—অর্থাৎ শরীর

ব্যাপিয়া আত্মা আছেন। দুগ্ধে ঘৃত আছে—অর্থাৎ দুগ্ধ ব্যাপিয়া ঘৃত আছে॥

অপ্রাণিবাচক শব্দ সাধন, হেতু ও ভেদার্থেও কখন২ অধিকরণয়ী রূপ প্রাপ্ত হয়।

সাধনার্থে—অর্থাৎ করণার্থে, যথা,—তিনি এখন চক্ষুতে দেখিতে পান না, কর্ণেও শুনিতে পান না—অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পান না, ও কর্ণ করণক শুনিতে পান না।

হেত্বর্থে যথা,—পিতৃ পুণ্যে পুত্র ভাগ্যবান্ হয়,—অর্থাৎ পিতৃ পুণ্য হেতু পুত্র ভাগ্যবান্ হয়।

ভেদার্থে, যথা,—অযোধ্যাতে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন,—অর্থাৎ দশরথ নাম ভেদে এক রাজা ছিলেন।

কর্ত্তৃবোধক শব্দসকল সাধারণ শব্দের ন্যায় তৎসঙ্ক্রান্ত শব্দের বা ক্রিয়ার অনুসারে যে কোন কারকে ব্যবহৃত হয় ও হইতে পারে, যথা, জগতের স্রষ্টাকে তাঁহার সৃষ্টিদ্বারা দেখিতে হইবে। উপাসনাকারির বাক্যে ভুলিও না।

কিন্তু ণিন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন কর্ত্তৃবোধক পদ প্রায়, ও আর২ কর্ত্তৃবোধক পদ অনেক স্থলে পূর্ব্বপদের সহিত সমাসে ব্যবহার করা-গিয়াথাকে, যথা, (পরমেশ্বর) পাপহারী, জগৎকর্ত্তা, অধমতারক। ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অসমাপক ক্রিয়াপদ॥

যে ধাতুর সমাপক ক্রিয়াপদযোগে যে শব্দ যে কারকে ব্যবহৃত হয়, ধাতুরূপে দর্শিত (কর্ত্তৃবোধক, ও ভ্রান্ত পদ ভিন্ন) সেই ধাতুর অসমাপক ক্রিয়াপদযোগেও সে শব্দ বিশেষ সূত্র বিনা সেই কারক প্রাপ্ত হয়।

ধাতুরূপে দর্শিত ণ বা ন-কারান্ত, আকারান্ত, ও ইবা ভাগান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দের আবশ্যকমতে, সাধারণ শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

বিশেষ বিবেচনা।

তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ ধাতুর মূলভাগে আ বা ওয়া মাত্র যোগে নির্ম্মি) তক্রিয়াবাচক শব্দ হওন আছি বা থাকন ধাতুর সহিত অন্বিত হইলে (প্রথমান্ত) কর্ত্তৃরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আসা যাওয়া না থাকিলে প্রণয় থাকেনা। আশা থাকিলেই আসা হয়, যে খানে আশা নাই

সেখানে কি আসা আছে? তাহাকে তোমার এমত কথাটা বলা ভাল বা উচিত হয় নাই। সেখানে যে যাওয়া সেই আসা, থাকা হইবে না।

উক্ত (দ্বিতীয় প্রকার) ক্রিয়াবাচক শব্দ সকর্ম্মক ক্রিয়ার ব্যাপ্য হইলে তদবস্থায় কর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আমি তোমার লিখা দেখিতে ও পড়া শুনিতে চাই।

দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ ধাতুর ন বা ণ-কারান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দ, উক্ত দুই স্থলে উক্ত দুই রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং আর২ শ্রেণিস্থ ধাতুর ঐ শব্দও কদাচিৎ এমত রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, আজি মৎস্য ধরাণ হইল না। আমি তাহার পড়ান শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছি।

উক্ত তিন প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ, তত্তৎ সম্বন্ধীয় কোন শব্দ থাকিলে সম্বন্ধকারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, তাহার বলনের ধরণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তোমার যাওয়ার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি, তিনি সেখানে যাইবার জন্যে ব্যস্ত হইয়াছেন।

উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ অধিকরণ হইলে তদ্রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, সেখানে যাওনে বা যাওয়াতে কোন দোষ নাই।

অধিকরণীয়রূপে ব্যবহৃত উক্ত ক্রিয়াবাচক শব্দত্রয় কখন ভাববিশেষে ভাবে সপ্তমী হয়, এবং ভাবেসপ্তমী হইলে তৎকর্ত্তা প্রথমান্ত বা ষষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ১৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ।

নতুবা, অর্থাৎ আর সকল অবস্থায়, তৎপ্রকৃত কর্ত্তা ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, উপরি দর্শিত উদাহরণ সমূহে প্রকাশ।

ন-কারান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দ অধিকরণরূপে কখন চতুর্থের অর্থবোধক হয়, যথা, তিনি তাহা করণে উদ্যত ছিলেন—অর্থাৎ করিতে উদ্যত ছিলেন।

কিন্তু উক্ত ক্রিয়াবাচক শব্দত্রয় যে সে রূপে ব্যবহৃত কেন হউক না, তাহা সকর্ম্মক হইলে তাহার কর্ম্ম কর্ম্মরূপেই ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমার তাহাকে এমত কথা বলা ভাল হয় নাই।

আর২ প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ সাধারণ শব্দের ন্যায় তৎসঙ্ক্রান্ত ক্রিয়াদির অনুসারে উপযুক্ত কারকে ব্যবহৃত হইয়াথাকে।

দুই ধাতু একত্র হইলে ভাবানুসারে প্রথম ধাতু চতুর্থ বা তুমুন্ রূপে ও দ্বিতীয় ধাতু কর্ত্তার উৎকর্ষাদি ও বক্তারভাবানুসারে যে রূপে ব্যবহার্য্য সেরূপেই ব্যবহৃত হয়, যথা, সে গান শুনিতে গিয়াছে, তাঁহার অনুমতি না লইয়া সেখানে যাইও না। তিনি ভোজন করিতে বসিয়াছেন এখন উঠিয়া আসিতে পারেন না। সে প্রহারিত হইয়া তাড়িত হইয়াছে।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

একই বস্তু বোধক সাধারণ ও বিশেষ সংজ্ঞা, এবং একই বস্তু বোধক দুই শব্দ এক (প্রকাশিত বা উহ্য) ক্রিয়াতে অন্বিত হইলে একই কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, গঙ্গা নদী, কবি কালিদাস, আম্র ফল; যিনি বিধি তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন। তিন এক এক তিন তিন ভিন্নন॥

তুমি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।

উক্ত প্রকার শব্দদ্বয়ের বা ত্রয়ের রূপ করিতে হইলে ঐ সকলকে এক গণ্য করিয়া কেবল শেষ শব্দে (তাহার শেষ বর্ণানুসারে) বিভক্তি যোগ করা যায়, যথা, দায়ভাগ কর্ত্তা জীমূতবাহনের ব্যবস্থা উত্তম। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরে অনেক গুণ ছিল।

এক বস্তু অন্য হইলে অথবা এক বস্তু কোন বিশেষণে বোধ্য যাহা তাহা হইলে তদুভয় বোধক শব্দ এক কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, ঈশ্বরেচ্ছায় অদীন দীন হয় দীন অদীন হয়। তিনি কিছু ব্যয়কুণ্ঠ হয়েন। লোক তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া জানে। আমি তাঁহাকে ভাল বা নীরোগি করিব।

বিশেষণ।

বিশেষণ স্বকীয় বিশেষ্যের অধীন হওয়াতে, বিশেষ্য যে সংখ্যা ও যে লিঙ্গবাচক ও যে কারকে ব্যবহৃত, তদ্বিশেষণ ও সেই সংখ্যা ও সেই লিঙ্গবাচ্য, ও সেই কারকীয় হয়।

কিন্তু বাঙ্গলা বিশেষণ তদ্বিশেষ্যের সহিত অর্থতঃসমলিঙ্গ, সমবচন, ও সমকারক হইয়াও আকারতঃপ্রথমাবস্থ থাকে, যথা, ভাল বালক, ভাল বালিকা, ভাল দ্রব্য, ভাল বালকরা, ভাল বালিকারা, ভাল দ্রব্য সকল। ভাল বালকের, ভাল বালিকার, ভাল দ্রব্যের। ভাল বালকদিগকে, ভাল বালিকাদিগকে, ভাল দ্রব্য সকল*।

অবিকল সংস্কৃত বিশেষণের প্রতি বিশেষ বিবেচনা।

স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্য এক বা বহুবচনীয় হউক, অথবা যে কোন কারকীয় হউক, তাহার বিশেষণ অবিকল সংস্কৃত হইলে সর্ব্বাবস্থায় এক বচনীয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ ধারণ করে, যথা, উপযুক্তা স্ত্রী, উপযুক্তা স্ত্রীরা,

* অর্থাৎ ভালরা বালকরা বা বালিকারা, ভালসকল দ্রব্যসকল, ভালর বালকের, বালিকার, বা দ্রব্যের; ভালদিগকে বা বালিকাদিগকে বলাযায় না।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

উপযুক্তা স্ত্রীকে, উপযুক্তা স্ত্রীদের। রূপবতী নারী, রূপবতী নারীকে, রূপবতী নারীদের।

পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গবাচ্য বিশেষ্যের (অবিকল সংস্কৃত) বিশেষণ অকারান্ত হইলে,উভয় লিঙ্গে ও বচনে ও তাবত্ কারকে (তৎসম্বন্ধীয়) সংস্কৃত বিভক্তি বর্জ্জিত হইয়া কেবল অকারান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—

একবচন।

	সংস্কৃত	বাঙ্গলা।
পুং কর্ত্তৃকারক	সুন্দরঃ পুরুষঃ	সুন্দর পুরুষ।
ক্লীব ঐ	সুন্দরম্ পুষ্পম্	সুন্দর পুষ্প।
পুং,ক্লীব কর্ম্ম	সুন্দরম্ পুরুষম্	সুন্দর পুরুষকে।
ইত্যাদি।		

বহুবচন।

পুং কর্ত্তৃ	সুন্দরাঃ পুরুষাঃ	সুন্দর পুরুষেরা।
ক্লীব ঐ	সুন্দরাণি পুষ্পাণি	সুন্দর পুষ্পসমূহ।
পুং সম্বন্ধ	সুন্দরাণাম্ পুরুষাণাম্	সুন্দর পুরুষদের।
ক্লীব ঐ	সুন্দরাণাম্ পুষ্পাণাম্	সুন্দর পুষ্পসমূহের।

অকার ভিন্ন অন্য বর্ণান্ত ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ উভয় বচনে ও সকল কারকে কেবল এক বচনীয় প্রথমান্তরূপে থাকে, যথা-গন্ধবৎ পুষ্প, গন্ধবৎপুষ্পসকলের, উপকারি ফল, উপকারি ফলসমূহ।

যে বিশেষণ পুংলিঙ্গ একবচন কর্ত্তৃকারকে ঈ-কারান্ত হয়, (৫৭, ৫৮ ও ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ) সে ঐ লিঙ্গ ঐবচন ও ঐ কারকীয় বিশেষ্য যোগে সেইরূপই থাকে; কিন্তু একবচনে অন্য কারকীয় ও বহুবচনে যে কোন কারকীয় বিশেষ্যের বিশেষণ হইলে কেবল ঐ ঈ-কার হ্রস্ব হয়, যথা, জ্ঞানীমনুষ্য, জ্ঞানিমনুষ্যকে, জ্ঞানিমনুষ্যেরা, জ্ঞানিমনুষ্যদের।

আদৌ বৎ বা মৎভাগান্ত বিশেষণের (৬২ ও ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ) পুংলিঙ্গ কর্ত্তৃকারকীয় একবচনে বৎ বান্ ও মৎ মান্ হয়, ও বহু-বচনে বন্ত ও মন্ত হয়, ও সম্বন্ধ কারকীয় একবচনে বৎ বন্ ও

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

মত্ মন্ হয়; এবং উভয়বচনীয় আর২ কারকে বিশেষ২ রূপ প্রাপ্ত হয়; এবং সমাসে বিভক্তি ত্যাগ করিয়া আদি রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাঙ্গলায় অসমাসে পুংলিঙ্গবাচ্য বিশেষ্যের বিশেষণ হইলে (আহার) উভয় বচনে ও তাবৎকারকে সামান্যতঃ পুংলিঙ্গ একবচন এবং কদাচিৎ বহুবচন প্রথমান্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ভাগ্যবান্ মনুষ্য ভাগ্যবান্ মনুষ্যেরা, অথবা ভাগ্যবন্ত মনুষ্য বা মনুষ্যেরা। শ্রীমান্ বা শ্রীমন্ত পুরুষ, বা পুরুষেরা, শ্রীমান্ বা শ্রীমন্ত পুরুষের বা পুরুষদের। এবং একবচন সম্বন্ধ কারকে কদাচিৎ উক্তরূপে কদাচিৎ প্রকৃতরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, হে ধীমন্ বা ধীমান্ পুরুষ; হে ভাগ্যবন্ বা ভাগ্যবান্। এবং সমাসে সংস্কৃতানুরূপে (আদিরূপে) ব্যবহৃত হয়, যথা, রূপবৎ পুরুষ বা পুরুষেরা, বুদ্ধিমৎ ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের।

কিন্তু যেহেতু বাঙ্গলায় অসমাসে উক্ত বৎ ও মৎ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ অশুদ্ধরূপেই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব পুংলিঙ্গে কর্ত্তৃকারকে বচন বিশেষে তৎকারকীয় রূপ বিশেষ ব্যবহার করিয়া, আর২ কারকে এবং উক্ত কারকেও বিশেষ্যের সহিত ঐ বিশেষণের সমাস করিয়া তাহার আদিরূপ ব্যবহার করিলে শুদ্ধ হয়, এবং অসুশ্রাব্যও হয় না।

সংখ্যাবাচকশব্দ বা সংখ্যাবাচকশব্দপূর্ব্বক পরিমাণ বা আধার বাচক শব্দ, (তদ্বিশেষ্য যে কোন বচনীয় ও কারকীয় কেন হউক না) সর্ব্বথা প্রথমান্ত থাকে, যথা, সহস্র মুদ্রা, সহস্র মুদ্রাতে, দুইমন দুগ্ধের পায়স্, এক নৌকা চাউলে আর কত ব্যাপার চাও?

দুই কিম্বা অধিক সংজ্ঞা ও, আর, এবং আদি সমুচ্চয়ার্থ শব্দের দ্বারা যুক্ত হইলে, তত্তৎ পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত সর্ব্বনাম ও তত্তৎ সঙ্ক্রান্ত ক্রিয়া বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণ বারাণসী গমন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের কোন সম্বাদ পাওয়াযায় নাই।

কিন্তু দুই বা অধিক সংজ্ঞা বা, কিম্বা, নতুবা, অথবা আদি শব্দদ্বারা একত্রে গ্রথিত হইয়াও অর্থতঃ বিযুক্ত হইলে, তৎসঙ্ক্রান্ত সর্ব্বনাম বা ক্রিয়া একবচনীয় হইবে, যথা, রাম কিম্বা শ্যাম যিনি আইসেন তাঁহাকে লইয়া আসিবে।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

বিশেষণ সর্ব্বনামের প্রয়োগ, লিঙ্গ ও বচন বিষয়ে সাধারণ বিশেষণের ন্যায়। কিন্তু কারক বিষয়ে বিশেষ এইযে বিশেষ্য উহ্য থাকিলে তদ্বিশেষ্যে প্রযুজ্য বিভক্তি যোগে (শুদ্ধ) বিশেষণ যেমন বিশেষ্যের ন্যায় রূপ করাযায়, বিশেষণ সর্ব্বনামের প্রায় তদবস্থা ঘটে না, এবং যদি কদাচিৎ ঘটে তবে, তাহা টা-আদি প্রত্যয় যোগভিন্ন কারকীয় রূপ প্রাপ্ত হয় না। ১০৬ পৃষ্ঠা দেখ॥

সর্ব্বনাম, যে লিঙ্গবাচক ও যে বচনীয় সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত, তদনুসারে সেই লিঙ্গবাচক ও সেই বচনীয় রূপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কারক বিষয়ে সংজ্ঞার সহিত তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্বনামের কোন স্থলে ঐক্য হয়; অনেক স্থলে হয় না।

পদবিন্যাস।

অথবা বাক্যরচনায় পদসমূহ স্থাপনের পারিপাট্য।

দুই বা অধিক পদ একত্র ব্যবহারে (বক্তার) অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে ঐ পদসমূহকে বাক্য বলাযায়, যথা, রাম বাটী গিয়াছেন, রাম শ্যামকে ধরিলেন, রাম ধৃত হইয়াছেন।

পরন্তু ঐ অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়া বক্তার ভাবের শেষ ও শ্রোতার সন্তোষ না জন্মিলে ঐ পদসমূহ অসম্পূর্ণ বই সম্পূর্ণ বাক্য বলাযায় না, যথা, রাম লিখেন, শ্যাম গত।—অর্থাৎ রাম কি লিখেন? শ্যাম কোথা বা কিরূপে গত হইলেন ইহা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা থাকিল।

দুই বা অধিক পদ ব্যবহারদ্বারা কোন অভিপ্রায়ের একদেশ প্রকাশ পাইলে তৎপদসমূহকে বাক্যাংশ বলিতে হইবে,যথা, যিনি জীব দিয়াছেন (১), যদি তুমি যাও (২), যখন পলাশির যুদ্ধ হয় (৩), যারজন্যে চুরি করি (৪), তিনিতাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক বা বন্ধন করিয়া (৫)।—অর্থাৎ উক্ত রূপে ব্যবহৃত পদসমূহের পর ক্রমে (১) তিনি আহার দিবেন, (২) তবে আমি যাইব (৩), তখন আমি বালক ছিলাম, (৪) সেই বলে চোর, (৫) অনেক মারিয়াছেন,এই রূপ পদসমূহ প্রকাশিত না হইলে বক্তার ভাবের শেষ ও শ্রোতার সন্তোষ হয় না, অতএব এমত পদ সমূহকে বাক্যাংশ বই সমগ্র বা সম্পূর্ণ বাক্য বলাযাইতে পারে না।

যে বাক্যের একঅংশদ্বারা এক ভাব এবং অংশান্তরের দ্বারা ভাবান্তর ব্যক্ত হয়, অথবা যে বাক্যে অধিক অংশ থাকে, এমত বাক্যকে সংযুক্ত বাক্যবলিয়া বিশেষ করাযাইতে পারে, যথা, নিমন্ত্রণে রাম যাইবেন, এবং আমিও পারিতো যাইব। যুবরাজ আপন পিতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া কারাগারে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

কিন্তু তথাপি যে কোন পদ সমূহ যে কোন ক্রমে একত্রে ব্যবহৃত হইলে ও ব্যাকরণশুদ্ধ হইলেই যে বক্তার অভিপ্রায় ব্যক্ত ও বাক্য হয় তাহা নহে, কিন্তু বিশেষ২ পদ, বিশেষে নিয়মে ও ক্রমে ব্যবহৃত হওয়া চাই, যথা, "নবদ্বীপ এক আমি হইতে নূতন আনিয়াছি গ্রন্থ"। এই পদসমূহ একত্রে ব্যবহৃত ও তদ্ব্যবহারে ব্যাকরণ ঘটিত অশুদ্ধ না হইলেও যথা ক্রমে ব্যবহৃত না হওয়াতে অভিপ্রায়ের অপ্রকাশ হেতু বাক্য হইলনা, কিন্তু "আমি নবদ্বীপ হইতে এক নূতন গ্রন্থ আনিয়াছি" এমত পরিপাটি ক্রমে বিন্যাস করিলে বাক্য হয়।

বাক্য বা বাক্যাংশের রচনায় বিশেষ২ পদের যথাক্রমে স্থাপনের নিয়ম।

আদৌ জ্ঞাতব্য এই যে এক কর্ত্তৃপদ ও তাহার সমাপিকা ক্রিয়া বোধক পদ ব্যতীত বাক্য হয় না, অতএব কর্ত্তৃ ও ক্রিয়া-বোধক পদ বাক্যের প্রধান অঙ্গ।

বাঙ্গলায় কর্ত্তৃপদ অগ্রেও ক্রিয়াপদ পরে ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম যাইতেছেন।

পরন্তু ঐ ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকিলে (অর্থাৎ ঐ ক্রিয়া সকর্ম্মক হইয়া কোন পদার্থে ব্যাপ্ত হইলে) তৎকর্ম্ম পদ কর্ত্তার পরে ও ক্রিয়ার পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, যথা, রাম শ্যামকে ধরিলেন।

নিম্ন দর্শিত রূপ বাক্যে কখন২ উক্ত ক্রমের ব্যতিক্রমও হইয়াথাকে, যথা, আগে আমাকে তিনি মারিলেন পরে আমি তাহাকে মারিলাম। তিনি শিখান আমাকে আমি শিখাই তাঁহাকে।

কৌতুকে, বা বিরক্ত ভাবে কথোপকথনে কখন২ ক্রিয়া অগ্রে, কর্ত্তা (উহ্য বা প্রকাশিত হউক) তৎপরে, এবং কর্ম্ম (থাকিলে) তদন্তে ব্যবহৃত হয়, যথা, চল্‌লেন্ শর্ম্মা, করে বস্‌লেন এক কীর্ত্তি।

অসমাপিকা ক্রিয়াবোধক যে ক্তান্তপদ তন্মাত্রকে কর্ত্তৃপদের উত্তর ব্যবহার দ্বারাও কখন২ বাক্য রচনা হইয়া থাকে, যথা, তিনি গত, ও হওয়াই।

কিন্তু এরূপ বাক্যে কেহ২ বোধ করেন যে ঐ ক্তান্ত পদের পর এক সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে,—অর্থাৎ তিনি গত (হইয়াছেন), ও হওয়াই (মানি) এমন বিবেচনা করেন, আবার কেহ২ তাহার অনাবশ্যক বোধে ঐ অসমাপক ক্রিয়াপদকেই এক প্রকার সমাপক বোধ করেন।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

এক ক্রিয়ার দুই কর্ম্ম থাকিলে (অথবা এক সম্প্রদান ও এক কর্ম্ম থাকিলে) তন্মধ্যে যাহার বিভক্তি লুপ্ত হয়, তাহাই প্রায় পরে ব্যবহৃত হয়, (৩৩ ও ৪২) পৃষ্ঠা দেখ, এবং সম্প্রদান বা বিভক্তিযুক্তকর্ম্মপদ তৎপরে স্থাপিত হয়, যথা, আমি তাহাকে কিছু বলিতে চাই। রাম শ্যামকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

কখন২ বাক্যের প্রথমাংশের শেষে যে শব্দপূর্ব্বক কোন শব্দ বা সর্ব্বনাম কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হইয়া তৎপরেই সেই শব্দ বা সর্ব্বনাম সেই কারকে বা কারকান্তরে ব্যবহৃত হয়, যথা, সকলের মান্য যে তিনি, তিনিও তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছেন, এত ধার্ম্মিক ছিলেনযে যুধিষ্ঠির সে যুধিষ্ঠিরকেও নরক দেখিতে হইয়াছিল।

বিশেষণ পদ সাধারণ রূপে স্বকীয় বিশেষ্যের পূর্ব্বেই (প্রায়) ব্যবহৃত হয়, অথবা যে পদ যে পদের অধীন বা সংক্রান্ত তাহা তৎপূর্ব্বেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা,কনিষ্ঠ যুবরাজ আপন বৃদ্ধ পিতাকে অত্যন্ত অপমান পূর্ব্বক দৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ ও মহা ঘোর কারাগারে রুদ্ধ করিয়া, বলে রাজ্যাধিকার ও সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন। এক দিবস তাঁহারা দুই বন্ধুতে ভ্রমণার্থ নির্গমন কালীন অনতিদূরস্থ এক কাত্যায়নীর মন্দিরে শ্রবণ মনোহর বীণাশব্দ শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক পরম সুন্দরী কন্যা বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা ভগবতী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতেছেন।

বিশেষ বিবেচনা।

কাল বা স্থান সম্বন্ধীয় ক্রিয়াবিশেষণ কখন২ তৎক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থাপিত না হইয়া বাক্যের প্রথমে স্থাপিত হয়, যথা, কালক্রমে বান্ধু ও পণ্ডিত হইবেন। এই গ্রামের প্রান্তভাগে এক আশ্চর্য্য মন্দির ছিল, তাহাতে এক যোগী তপস্যা করিতেন, এক্ষণে সে মন্দির নষ্ট ও সে যোগী অদৃষ্ট হইয়াছেন।

সংজ্ঞা বা সর্ব্বনাম সংক্রান্ত বিশেষণ, ঐ সংজ্ঞার বা সর্ব্বনামের পরেই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, রাম অতি শিষ্ট, তুমি বড় দুষ্ট, সে নির্লজ্জ।

আছি ও হওন ধাতুর পূর্ব্ব বা পরস্থিত বিশেষণ কখন২ তদ্বিশেষ্যের

পরেও ব্যবহার করা গিয়াথাকে, যথা, রাজা দশরথের চারিপুত্র ছিলেন, —তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ (ছিলেন) রাম, মধ্যম ভরত, তৃতীয় লক্ষ্মণ, কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন —অথবা রাম জ্যেষ্ঠ (ছিলেন,) ভরত মধ্যম, লক্ষ্মণ তৃতীয়, ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ।

বিদ্যা, পদ, বা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় অনেক বিশেষণ বিশেষ্যের পরবর্ত্তি হয়, যথা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দ যে শব্দের সম্বন্ধে তদ্রূপে ব্যবহৃত, তাহার পূর্ব্বেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, রামের বাড়ি, শ্যামের সহিত, রামের পিতার বাটী।

সম্বোধন পদ প্রায় বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয়, ও তৎপরে কর্ত্তৃ-কারকীয়পদ প্রকাশিত হয় বা উহ্য থাকে, যথা, রাম, তোমার শিক্ষক আসিয়াছেন। রাম, (তুমি) নাগরি লিখিতে জান?

সংস্কৃতে যদ্ ও তদ্ শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ—অর্থাৎ যে বাক্যে যদ্ শব্দ ব্যবহৃত সেই বাক্যে (ভাবের সম্পূর্ণতা নিমিত্তে) তদ্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদ্ ও তদ্ শব্দমূলক যত প্রকার শব্দ তাহাও প্রকারের বিশেষানুসারে* ক্রমে উক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাঙ্গলাতেও যদ্ বা যদ্ শব্দমূলক যে প্রকার শব্দ যে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, সেই বাক্যে শ্রোতার সন্তোষজনকরূপে ভাবের সম্পূর্ণতা নিমিত্তে তদ্ কিম্বা তদ্ শব্দমূলক প্রায় সেই প্রকার শব্দই* ব্যবহৃত হয়, যথা; নিম্ন দর্শিত দৃষ্টান্তও টীকার প্রণিধান করিলে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইবে।

---

* অর্থাৎ যদি যদ্ শব্দমূলক শব্দ সর্ব্বনাম হয়, তবে পরে ব্যবহৃত তদ্ শব্দ মূলক শব্দও সর্ব্বনাম হইবে, অপিচ পরস্পরে উৎকর্ষাপকর্ষাদিসূচনা ও লিঙ্গ ও সংখ্যা বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবে, কেবল কারক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবেনা,—যেহেতু প্রত্যেকে স্বং সঙ্ক্রান্ত ক্রিয়া বা শব্দানুরোধে বিশেষ কারকীয় রূপ প্রাপ্ত হয়। যদ্ শব্দ সমাসে ব্যবহৃত হইলে তদ্ শব্দও সমাসে ব্যবহৃত হইবে, এবং যদ্ শব্দমূলক শব্দ যেরূপ ক্রিয়া-বিশেষণ হইবে তদ্ শব্দমূলক শব্দও সেইরূপে ব্যবহৃত হইবে নতুবা তাদৃক্ সুশ্রাব্য হইবে না। যথা, "যৎকালীন তুমি গিয়াছিলে তখন বা তৎ-সময়ে বা সে সময়ে আমি বাটী ছিলাম না" বলিলে তাদৃক্ সুশ্রাব্য হয় না যাদৃক্ "তৎকালীন আমি বাটী ছিলাম না" বলিলে হয়; অতএব যদ্ ও তদ্ মূলক শব্দ সকল উপরি দর্শিত নিয়ম ও দৃষ্টান্তানুসারে ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

পরন্তু বিশেষে জ্ঞাতব্য এই যে যদ্ শব্দমূলক শব্দ বাক্যের প্রথমাংশে ও তদ্ শব্দমূলক শব্দ তৎপরাংশেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা, যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন। (অথবা জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি)। যাঁহারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত করেন তাঁহারা ধন্য অথবা তাঁহার দিগকে সাধু বলিয়া মানি। যেব্যক্তি এমত কর্ম্ম করিয়াছে সে বা সেব্যক্তি সব করিতে পারে।* যাহা মন্দ তাহা হেয়। যখন তুমি যাইবে, তখন আমিও যাইব। তিনি যবে যাইবেন, তবে আমিও যাইব। যৎকালীন তুমি সেখানে গিয়াছিলে, তৎকালীন আমি সেখানে ছিলাম না। যথা হরি তথা হর। তুমি যে স্থানে থাক, সে স্থানে বা সেখানে মনুষ্য থাকিতে পারে না। যেমত ধর্ম্ম তেমত ফল। রাম যেমন, শ্যাম তেমন নয়। যেমনটী দেখিবে তেমনটী লিখিবে। সে যেমন ভাল, এ তেমনি মন্দ। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়। যত্র বায়ু তত্র শীত।

কদাচিৎ তদ্ শব্দ মূলক সর্ব্বনাম ও বিশেষণ সর্ব্বনামও কোন২ ক্রিয়া-বিশেষণ বাক্যের প্রথমাংশে, ও যদ্ শব্দ মূলক সেইরূপ শব্দপরাংশে ব্যবহার করাযায়, যথা, সে যাহাহউক, কেন ভুল মনে কর তারে, যে সৃজন পালন করে সংহারে।

কদাচিৎ যদ্ শব্দমূলক শব্দ উহ্য থাকে, যথা, সকল প্রাণিকে দেখে আপনার মত, সেইসে পণ্ডিত হয় শাস্ত্রের সম্মত—অর্থাৎ যে সকল প্রাণিকে আপনার মত দেখে। কদাচিৎ তদ্ উহ্য থাকে, যথা, তুমি যাহা খাইতে চাও দিব—অর্থাৎ যাহা খাইতে চাও তাহা দিব।

কদাচিৎ তদ শব্দের আক্ষেপ বিনা যদ্ ব্যবহৃত হয়, যথা, যা বল কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

যদ্ শব্দ অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হইলে তদ্ শব্দের অপেক্ষা করে না, যথা, তিনি কহিলেন যে কল্য আসিবেন, পরন্তু আবশ্যক মতে তৎপূর্ব্বে তদ্ শব্দের ব্যবহার করাযায়, যথা, সে যে বাড়ি গিয়াছে।

তদ্ শব্দ মূলক শুদ্ধ সর্ব্বনাম যদ্ শব্দের অপেক্ষা করে না, যথা, তিনি অতি সুলোক।

কখন২ ভাষার রীতিক্রমে অর্থাবশেষে যদ্ ও তদ্ শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হয়, যথা, যেখানে সেখানে, যথা তথা, যত্র তত্র, যদা তদা, যেমন তেমন, যে সে, যার তার, ইত্যাদি।

---

* বাক্যের প্রথমভাগে যদ্ শব্দমূলক বিশেষণ সর্ব্বনাম পূর্ব্বক কোন শব্দ ব্যবহৃত হইলে, পরভাগে তদ্ শব্দমূলক শুদ্ধ সর্ব্বনাম অথবা তদ্ শব্দমূলক বিশেষণ সর্ব্বনাম ব্যবহার করিলেও হয়।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

এতদ্ভিন্ন—

যদি	ও	তবে	যদি তুমি যাও তবে আমি যাই।
যদ্যপি, যদিস্যাৎ, যদিও	ও	তথাপি, তথাচ, তত্রাপি	যদ্যপি, যদিস্যাৎ, বা যদিও তুমি আমার মন্দ করিয়াছ, তথাপি, তথাচ, বা তত্রাপি আমি তোমার মন্দ করিব না।
বরং, বরঞ্চ	ও	তথাপি, তত্রাপি, তবু	বরঞ্চ প্রাণ হারাইব তথাপি বা তবু মান হারাইব না।
			বরং শূন্য গোয়ালি ভাল তবু দুষ্ট গরু ভাল নয়।
হয়	ও	নয়	হয় যাও নয় থাক।
নয়	ও	নয়	নয় ভাল নয় মন্দ।
না	ও	না	সে না হিন্দু না মুসলমান।
অপেক্ষা হইতে, চেয়ে	ও	বরং, বরঞ্চ	উহা অপেক্ষা বরং বা বরঞ্চ ইহা ভাল।
			মন্দ পুত্র হওয়ার চেয়ে বরং পুত্র না হওয়া ভাল।

বিশেষ বিবেচনা।

কখন২ তবে শব্দের অব্যবহিত পরে যদি ব্যবহৃত হয়, যথা, "তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়"।

যথা ও তথা শব্দ সমুচ্চয়ার্থক হইলে পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কখন যদি শব্দ, কখন বা তবে শব্দ উহ্য থাকে, এবং কদাচিৎ দুই উহ্য থাকে, যথা, (যদি) তুমি যাও তবে আমি যাই, যদি তুমি মার (তবে আমিও মারিব, (যদি) তুমি মার (তবে) আমি মারিব।

কখন২ তবে শব্দের পরিবর্ত্তে তো বলাযায়, যথা, তুমি যাও তো আমি যাই।

কখন২ বাক্যের যে অংশে বরং থাকে সেই অংশ ব্যবহার করিলেই সমগ্র অভিপ্রায়ের আভাস পাওয়াযায়, যথা, বরং তোমার এখানে থাকা ভাল।

সমুচ্চয়ার্থক শব্দ সমূহ মধ্যে ও, আর, এবং, শব্দদ্বারা যত শব্দ (১) বা বাক্যাংশ (২) অথবা বাক্য (৩) একত্র গ্রথিত হয়, তাহার শেষ ভিন্ন প্রত্যেকের পর এক সমুচ্চয়ার্থক শব্দ (বাঙ্গলা ভাষার রীতিক্রমে) ব্যবহৃত হয়, যথা,—মনু ও অত্রি ও বিষ্ণু ও হারীত ও যাজ্ঞবল্ক্য ও উশনা ও অঙ্গিরা ও যম ও আপস্তম্ব ও সম্বর্ত্ত ও

কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি ও পরাশর ও ব্যাস ও শংখ ও লিখিত ও দক্ষ ও গোতম ও শাতাতপ ও বশিষ্ঠ ও নারদ (ইহারা) ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা। যেজন জানেনা; এবং লজ্জায় শিখেনা, তাহার মূর্খতা কখনো ঘুচেনা। রামকে যাইতে দেও, শ্যামকেও যাইতে দেও, কিন্তু কৃষ্ণকে যাইতে দিওনা।

কখন২ সুশ্রাব্যতা নিমিত্ত সমুচ্চয়ার্থক শব্দ এককালে উহ্য রাখাযায়, যথা, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন চারিভাই। যাউক প্রাণ, থাকুক মান। আমার স্থবিরাবস্থা উপস্থিত হইল—যে অবস্থাতে শরীর শীর্ণ, ইন্দ্রিয় জীর্ণ, লোচন গলিত, বাক্যস্খলিত, কেশ পলিত, মাংস লোলিত, দন্ত চলিত হয়।

কেহ২ উক্তরূপে প্রত্যেক শব্দের, বাক্যাংশের, বা বাক্যের পর সমুচ্চয়ার্থক শব্দ ব্যবহার না করিয়া, কেবল শেষ শব্দের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের পূর্ব্বে সমুচ্চয়ার্থক শব্দ ব্যবহার করেন, ও তাহা অসুশ্রাব্য হয় না, যথা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, ও সহদেব এই পাঁচ ভাই পঞ্চ পাণ্ডব। জীব এমনি মুগ্ধ যে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, বুদ্ধি থাকিতে অবোধ, ও মন থাকিতে বিস্মৃত।

পদ্যেতে (সুশ্রাব্যতা নিমিত্তে) সমুচ্চয়ার্থক উক্ত শব্দত্রয় প্রায় উহ্য থাকে।

এক কারকীয় দুই বা তদধিক সংজ্ঞা সমুচ্চয়ার্থক শব্দদ্বারা একত্র গ্রথিত হইলে, ইচ্ছাক্রমে কেবল শেষ শব্দের বিভক্তি রাখিয়া আর শব্দের বিভক্তি লোপ করা বা উহ্য রাখা যাইতে পারে, যথা, শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে অথবা শাক্তের ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে দ্বেষ সে কেবল গোঁড়ামি জন্য। রাম কিম্বা কৃষ্ণকে এখানে পাঠাইয়া দিও।

বিশেষ্য-হীন বিশেষণও উক্ত রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে (১), কিন্তু সর্ব্বনামের ব্যবহার (কর্ত্তৃকারক ভিন্ন) উক্তরূপে হয় না (২), যথা, জ্ঞানি, গুণি ও মানিকে আদর কর, অথবা জ্ঞানিকে, গুণিকে ও মানিকে আদর কর (১)। তোমাকে ও তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইবে বলাগিয়া থাকে, কিন্তু তোমা ও তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইবে এমত বলাযাইতে পারে না।

কখন২ (উহ্য বা প্রকাশিত) সমুচ্চয়ার্থ শব্দ দ্বারা শব্দসকল প্রথমান্ত রূপে একত্র গ্রথিত হইয়া পরে বহুবচনীয় এক সর্ব্বনাম অথবা ঐ সমুদয় বোধক অন্য কোন শব্দ ঐ সকল সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার অনুসারে যে কারকে ব্যবহার্য্য তদীয় বিভক্তি যোগে ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই চারি ভ্রাতৃরূপে নারায়ণ চারি অংশে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

সংস্কৃতে বাক্যের একাংশ (সকর্ম্মক বা অকর্ম্মক) ক্ত্বাচ্ পদ ব্যবহারদ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে প্রকাশ করিয়া, তৎপরঅংশ ঐ ক্ত্বাচের কর্ত্তাকে করণরূপে ব্যবহারদ্বারা কর্ম্ম বাচ্যে ব্যবহার করা-যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার রীতি ক্রমে এমত রূপ বাক্য রচনা হইতে পারেনা এবং হইলেও তাহা অপরিপাটি ও অসুশ্রাব্য বোধ হয়, যথা, পঙ্কে পতিতং (পথিকং) দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রোঽবদৎ, অহহ! মহাপঙ্কে পতিতোসি, অতস্তামহমুত্থাপয়ামীত্যুক্ত্বা শনৈঃ শনৈ-রুপগম্য তেন ব্যাঘ্রেণ ধৃতঃ স পান্থোঽচিন্তয়ৎ। এই বাক্যের অবিকল অনুবাদ যথা, পঙ্কে পতিত (পথিককে) দেখিয়া ব্যাঘ্র কহিল, হায় হায়! মহাপঙ্কে পতিত হইলে, অতএব আমি তোমাকে উঠাই, ইহা কহিয়া (ঐ ব্যাঘ্র) অল্পে২ নিকটে গিয়া সেই ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ধৃত ঐ পথিক চিন্তা করিল। এস্থলে উক্ত্বা ও উপগম্য অর্থাৎ কহিয়া ও গিয়া ক্রিয়াপদ কর্ত্তৃবাচ্য ও ব্যাঘ্র তাহার কর্ত্তা, ও তৎপর ভাগে ব্যবহৃত ধৃত পদ কর্ম্মবাচ্য, ও ব্যাঘ্রেণ পদ তাহার করণ; কিন্তু এমতরূপ রচনা সংস্কৃতে প্রচলিত থাকিলেও বাঙ্গলায় চলিত নাই, এবং চলিত হইলেও ললিত হয় না। অতএব প্রথমে ব্যবহৃত কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার অনুসারে পরবর্ত্তি ক্রিয়াকে কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহার করিলে ভাল হয়, যথা, ইহা কহিয়া (সেই ব্যাঘ্র) অল্পে২ নিকটে গিয়া সেই পথিককে ধরিল।

কিন্তু প্রথমাংশস্থ ক্ত্বাচের কর্ত্তাকে পরাংশস্থ কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার (করণ না করিয়া) উক্তপদ রূপে ব্যবহার করিয়া বাক্যের একাংশকে কর্ত্তৃবাচ্য ও অপরাংশকে কর্ম্মবাচ্যরূপে ব্যবহার করাযায়, যথা, সে চুরিকরিয়া কারাবদ্ধ হইয়াছে। তিনি সেখানে গিয়া বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন।

এবং কখন২ বাক্যের প্রথমাংশ ক্ত্বাচ্‌পদদ্বারা কর্ম্মবাচ্যে ও পরাংশ কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহার করাযায়, কিন্তু তাহাতেও ঐ প্রথমাংশস্থ কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার (কর্ম্মে) উক্তপদ পরাংশস্থ কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা হইবে, যথা, তিনি অপমানিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি,*

---

* ক্ত্বাচ্‌পদের, ও ভাবে সপ্তমী নয় যে চতুর্থ্ তাহার কর্ত্তা বা উক্তপদই প্রায় তদবাক্যস্থ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা বা উক্তপদ হয়।

বিশেষ বিবেচনা।

উক্ত রূপ বাক্যের শেষাংশে স্থিত ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে তাহার কর্ত্তা কখন২ ঐ ক্রিয়াচের কর্ত্তা হইতে ভিন্ন পদার্থ হয়, যথা, এখন আর ব্যাকরণ পড়িয়া কি হইবে। এত খাটিয়া শরীর টিকিবে কেন?

কখন২ বাক্যের প্রথমাংশে কর্ত্তৃবাচ্য ক্রাচ্ পদকে তৎকর্ত্তার প্রকাশ ব্যতীত ব্যবহার করিয়া শেষাংশে যাওন ধাতুযোগে নিষ্পন্ন কর্ম্মবাচ্য (১) বা ভাব বাচ্য (২) ক্রিয়া ব্যবহার করাযায়, যথা, "প্রশ্নবোধক বাক্যে কখন২ আবশ্যক কথাটী মাত্র প্রকাশ করিয়া বক্রী পদ উহ্য রাখা যাইতে পারে"(১)। কালি তাহাকে ধরিয়া আনা যাইবে (২)।

এক ক্রিয়াতে অন্বিত ভিন্ন২ শব্দ বা বাক্যাংশ সমান রূপে গ্রথিত হইলে পরিপাটি ও সুশ্রাব্য হয়, যথা, রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন; অথবা রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করিয়া, অধর্ম্মকে উন্মূলন ও ধর্ম্মকে সংস্থাপন করেন" এমত রচনা সুশ্রাব্য;—কিন্তু "রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টের দমন ওশিষ্টকে পালন করিয়া, অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মকে সংস্থাপন করেন" বলিলে যদিও অশুদ্ধ হয় না কিন্তু তথাপি তাদৃক্ সুশ্রাব্য হয় না।

এই রূপ এক সংযুক্ত বাক্যান্তর্গত ভিন্ন২ বাক্যাংশ সম বা প্রায় সম পরিমিত, ও ক্রিয়াপদ সমূহ সম বা প্রায় সমরূপ হইলে, যেমত সুচারু হয়, তাহা না হইলে তেমত হয় না, যথা, "ধন মধ্যে বিদ্যাধন শ্রেষ্ঠ;—যাহা দানে ক্ষয় পায় না, আদানে পাপ হয় না, রাজদণ্ডে হৃত হয় না, চৌর্য্যে অপহৃত হয়না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে মগ্ন হয় না, জ্ঞাতিকর্ত্তৃক বিভক্ত হয় না, ভৃত্যকর্ত্তৃক ভুক্ত হয় না, গোপনে গুপ্ত হয় না, মরিলেও মৃত হয় না" বলিলে যাদৃক্ সুশ্রাব্য হয়, তাদৃক্ "সর্ব্বধন মধ্যে বিদ্যা ধন অত্যুত্তম; যে বিদ্যাধন প্রদান করিলে বাড়ে, আদান করিলে পাপ হয় না, রাজদণ্ডে হৃত হয় না, চোরে অপহরণ করিতে পারে না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে ডুবেনা, জ্ঞাতিকর্ত্তৃক বিভক্ত হয় না, চাকরেরা খাইয়াফেলিতে পারে না, গোপন করিলে গুপ্ত থাকেনা, বিদ্বান্ মরিলেও বিদ্যা তার নষ্ট হয় না" বলিলে সুশ্রাব্য হয় না।

কোন রচনায় সাধু সংস্কৃত পদসমূহ ব্যবহার করিয়া তন্মধ্যে দুই এক অপর বা বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করিলে সুশ্রাব্য হয় না।

সংস্কৃত পদের সহিত অপর পদ সংযোগ করিলে সেই সংযুক্ত পদেরও ঐ দশা হয়।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

বিশেষ সংজ্ঞার ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত সর্ব্বনামের বিশেষণ থাকিলে তাহা তৎপরেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম সুবুদ্ধি, শ্যাম নির্ব্বোধ। তুমি শিষ্ট, তিনি দুষ্ট।

প্রশ্নবোধক বাক্য রচনা।

অনেক স্থানে সাধারণরূপ বাক্যই বক্তার উচ্চারণের ভাবানুসারে প্রশ্নবোধক হয়, যথা, তুমি যাবে?

কিন্তু স্পষ্টরূপে প্রশ্ন প্রকাশার্থে ক্রিয়ার পূর্ব্বে বা পরে কি শব্দ বা প্রত্যয় ব্যবহার করাযায়, যথা, তুমি কি যাবে? তুমি যাবে কি?

প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রথমেই কখন২ ক্রিয়া ব্যবহার করাযায়, যথা, যাবে তুমি? যাবে কি তুমি?

কিন্তু বাক্যের প্রথমে কি ব্যবহৃত হইলে অনেক স্থলে প্রশ্নবোধক না হইয়া কেবল তদ্‌বাক্যার্থকে দৃঢ়রূপে প্রকাশ করে, যথা, কি, তাহার এত স্পর্দ্ধা যে সে এমন কথা বলে।

যে বিষয়ে প্রশ্ন করাযায় তাহা পূর্ব্বে জানা থাকিলে জিজ্ঞাসক ক্রিয়ার পূর্ব্বে না* কিম্বা নাকি শব্দ ব্যবহার করে, যথা, তুমি না সেখানে গিয়াছিলে? রাজা কৃষ্ণনাথ নাকি গুলি খাইয়া মরিয়াছেন?

কখন২ ক্রিয়ার পরে নাকি ব্যবহার করাযায়, এবং তদবস্থায় নাকি-র উচ্চারণ শীঘ্র না করিলে উপরি উক্ত ভাবে প্রশ্নবোধ হয়, নতুবা শুদ্ধ প্রশ্ন বোধ হয়, যথা, "তুমি সেখানে যাবে না-কি"? এই বাক্যে বক্তার উচ্চারণানুসারে কখন এমত বুঝায় যে অবগতি হইল তুমি সেখানে যাবে, অথবা তুমি কি সেখানে যাবেনা?

বিশেষ পদ উহ্য থাকার বিবরণ।

আছি ধাতুর বর্ত্তমান কালীয় রূপ অনেক স্থলে, এবং হওন ধাতুর ঐ রূপ প্রায় সর্ব্বত্র অশ্রুতিশ্রাব্যতা দোষে (বথনে এবং লিখনেও) অপ্রকাশিত থাকে, যথা, "তোমার নাম কি আছে" "তিনি উত্তম লোক হয়েন" বলাযায় না, কিন্তু "তোমার নাম কি? তিনি উত্তম লোক" বলাগিয়াথাকে।

আছি ধাতুর ভূতকালীয় রূপও কখন২ উহ্য থাকে, যথা, যখন পলাশির যুদ্ধ হয়, তখন আমি কাশীতে (ছিলাম)।

---

* এমত স্থলে ব্যবহৃত না নঞ্ অর্থক হয়না।

কখন২ হওন ধাতুর বর্ত্তমান সামীপ্য ভূতকালীয় রূপ উহ্য থাকে, যথা, তিনি গত, আমার এখন বড় দুঃসময়,—অর্থাৎ তিনি গত হইয়াছেন, আমার এখন বড় দুঃসময় হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর বোধক বাক্যে কখন২ কেবল আবশ্যক কথাটী মাত্র প্রকাশ করিয়া বক্রীপদ সমূহ উহ্য রাখাযায়, যথা,

প্রং	নিবাস?—অর্থাৎ	তোমার	নিবাস কোথা (হয়)?
উং	শান্তিপুর	,,	আমার নিবাস শান্তিপুরে।
প্রং	এখানে?	,,	এখানে কি নিমিত্তে আসিয়াছ?
উং	কর্ম্মানুরোধে	,,	এখানে কর্ম্মানুরোধে আসিয়াছি।
প্রং	তোমরা?	,,	তোমরা কোন জাতীয়?
উং	সদ্গোপ	,,	আমরা সদ্গোপ (জাতীয়)

নানা প্রকার অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোধক, এবং সাদৃশ্য সূচক বাক্যের পদ সমূহ নিম্ন দর্শিত ক্রমে বিন্যস্ত হয়, যথা,—রাম অপেক্ষা বা হইতে শ্যাম বিজ্ঞ, শ্যাম অপেক্ষা কৃষ্ণ বিজ্ঞতর। তাহাদের অপেক্ষা (বা চেয়ে) রাম বড়; রাম সকলের বড় বা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। শান্তিপুরের চেয়ে নবদ্বীপ ছোট, নবদ্বীপ শান্তিপুর হইতে বা অপেক্ষা ছোট। ভরত রামের ছোট লক্ষ্মণের বড়। রাম সকল অপেক্ষা বা হইতে বিজ্ঞ বা বিজ্ঞতম, সকল অপেক্ষা, হইতে, বা সকলের চেযে বিজ্ঞ বা বিজ্ঞতম রাম। তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞ বা শ্রেষ্ঠ রাম, রাম তাহাদের সকল অপেক্ষা বা হইতে (বা সকলের চেয়ে) বিজ্ঞ বা শ্রেষ্ঠ। দেশের বড় রুসিয়া, দেশের মধ্যে রুসিয়া বড়। রুসিয়া সকল দেশ হইতে বড়। ও যেমন ভাল, এ তেমনি মন্দ। আমাদের কালিদাস যেমন, ইংরাজদের শেক্স্পিয়র তেমন। যেমন আমাদের কালিদাস, তেমনি ইংরাজদের শেক্স্পিয়র। বাল্মীকের তুল্য (মত বা ন্যায় ইত্যাদি) হোমর। হোমর বাল্মীকের তুল্য বা মত, ইত্যাদি।

অনুপ্রাস ও যমক।

সংস্কৃত অলঙ্কার সমূহের মধ্যে অনুপ্রাস ও যমক অধিক চলিত।—যমক পদ্যেতেই প্রায় প্রচলিত। অনুপ্রাস গদ্য পদ্য উভয়েই ব্যবহৃত।

অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ। অথবা, স্বর বৈসাদৃশ্যেঽপি ব্যঞ্জনসাম্যং অনুপ্রাসঃ।

অর্থাৎ দুই বা অধিক শব্দের স্বর বর্ণ সম বা বিষম হউক, ব্যঞ্জন বর্ণ সমান হইলে তদ্রূপ সমতাকে অনুপ্রাস বলাযায়,

যথা, ওহে দীন চির দিন রবেনা এদিন। দীন অদীন অদীন দীন দিন দিন॥ দুখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণ চিত হয়। হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়॥

বিশেষ বিবেচনা।

অনুপ্রাস আবার ছেক, ও বৃত্তি প্রভৃতি কএক প্রকার আছে, কিন্তু বাঙ্গলায় সে তাবৎ বিশেষ করিয়া জানিবার তাদৃক্ আবশ্যক নাই, কেবল এই মাত্র জানিলেই হইবে যে অনুপ্রাসার্থে দুই বা অধিক শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যার সমান হওয়ার আবশ্যক নাই, কিন্তু এক শব্দের (তাবৎ বা) কতিপয় হল বর্ণের সহিত শব্দান্তরের (তাবৎ বা) কতিপয় হল বর্ণের উচ্চারণ সমতাচাই, যথা, জীবন জীবন বিম্ব অম্বু হয় ক্ষণে। বা কমল দল জল চঞ্চল পতনে। ফুল্ল ফুল তুল্য জীব আজিকা প্রফুল্ল। জীর্ণ বিশীর্ণ স্খলিত গলিত কল্য। চিদ্রূপী চিদানন্দ চিন্তামণি যিনি। কাল কাল মহাকাল সর্ব্বকাল তিনি। জয় জয় জয়াবতী জলদ বরণী। জয় দেহ জয়ন্তিগো জগত্ জননী। শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশি শিরোমণি। শুভকর শুভঙ্করী শমন শমনী॥

যে নেপোলিয়ন্ স্বীয় বীর্য্যে, ও ধৈর্য্যে, ঔদার্য্যে, ও গাম্ভীর্য্যে, ভাবের মাধুর্য্যে, ও ব্যবহার চাতুর্য্যে, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, ও বিবেচনার তাৎপর্য্যে তাবৎ লোককে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন, যিনি অনেক রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন, অনেক রাজার দর্পচূর্ণ, অনেককে ব্যস্ত, ত্রস্ত, কম্পিত কলেবর করিয়াছিলেন, তিনি এক দীন হীন ক্ষীণাত্মজ সামান্য সৈন্য ছিলেন।

কিন্তু যদিও অনুপ্রাস বাক্যের অলঙ্কার বটে, তথাপি যে অনুপ্রাসে বাক্যের উচ্চারণকোমলতা ও অর্থের প্রসাদ গুণ নষ্ট হয়, তেমত অনুপ্রাসযুক্ত বাক্য সুললিত গণ্য হয় না।

যমক।

স্বর ব্যঞ্জন সংহতির পৃথগর্থে ক্রমে যে পুনরাবৃত্তি তাহার নাম যমক*।

যমক বাক্যের বা চরণের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে ব্যবহার করাযায়, এবং তদ্রূপ ব্যবহারক্রমে (প্রধানতঃ) আদ্য মধ্য বা অন্ত্য যমক বলাযায়।

---

* অর্থাৎ ভিন্নার্থক সমাকার পদের অথবা এক স্বার্থক পদের ও অন্য নিরর্থক শব্দের বা পদাংশের অবিরল বা বিরল ক্রমে যে পুনঃশ্রুতি তাহা যমক বলাযায়।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

আদ্য যমক, যথা,—

ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহারি বর্ণনে।

সাধনা করিয়া প্রেম, সাধ না পূরিল মম, মনোদুখ মনেতে রহিল।
বিধি হইয়া বিবাদী, বিধিমতে নিরবধি, সাধে বাদ সাধিতে লাগিল।

মধ্য যমক, যথা,—

পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধু ভব ভব সে ভরসা॥

দেখিয়া সকল, মহা কল কল, বিকল কন্দর্প কেতু।
উঠে কত দূর, হিয়া দুর দুর, কাঁপিয়ে ভয়ের হেতু॥
তার চারি ভীত, হেরে হৈল ভীত, কালী কালীকান্ত স্মরে।
কহিছে মদন, তুলহে বদন, এখন ভয়ে কিকরে॥

অন্ত্য যমক, যথা,—

কাতরে কিঙ্কর ডাকে তার ভব ভব।
হর পাপ হর তাপ কর শিব শিব॥

লেখা করে বুঝ বাছা ভূমে খড়ি পাতি।
পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ি পাতি॥
পাছে বল বনপোরে মাসী দেয় খোঁটা।
যটী টাকা দিয়েছিলে সব গুলি খোঁটা॥
শুনি স্মরে কবিরায় ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

উক্ত তিন রূপ যমকের মধ্যে আবার অনেক প্রকারভেদ আছে, তাহা বিশেষ করিয়া জানার তাদৃক্ আবশ্যক (বাঙ্গলাতে) নাই।

পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার।

এক শব্দ ব্যবহার করিয়া তদ্বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে ঐ বিপরীতার্থক শব্দসমূহমধ্যে যে কোন এক শব্দ ব্যবহার করিলে সুশ্রাব্য হয় না, কিন্তু বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিলে সুললিত শুনায়, যথা,

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

ভাল শব্দ ব্যবহার করিয়া তদ্বিপরীতার্থক মন্দ, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, বদ্ খারাব, ও অধম আদি শব্দ মধ্যে যে কোন শব্দ ব্যবহার না করিয়া ভাল-র পর মন্দ বলিলে ভাল হয়, এইরূপ উৎকৃষ্ট সঙ্গে অপকৃষ্ট; নেক্ সঙ্গে বদ্, সুখ সঙ্গে দুঃখ; সুলভ সঙ্গে দুর্লভ সুশ্রাব্য জন্য ব্যবহার করা গিয়াথাকে।

"আত্যন্তিক যে আত্মীয়তা সে কেবল সেই পরমাত্মার সঙ্গেই কর্ত্তব্য; যেহেতু সে যে সতের সঙ্গে প্রীতি; সে তো শঠের সঙ্গে নয় যে—ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে রোদন; ক্ষণে বিচ্ছেদ, ক্ষণে মিলন; ক্ষণে অনুরক্তি, ক্ষণে বিরক্তি; ক্ষণে রাগ, ক্ষণে রাগ; ক্ষণে সোহাগ, ক্ষণে বিরাগ; ক্ষণে সুখ, ক্ষণে দুঃখ হইবে"।

যতি ও বিরাম চিহ্ন।

পূর্ব্বে যতি ও বিরামের সূচনানিমিত্তে কেবল দাঁড়ি, অর্থাৎ। এই চিহ্ন ছিল। ইহা গদ্যেতে বাক্যের শেষে, ও পদ্যেতে চরণের অন্তে ব্যবহৃত হয়।

ইদানীন্তন রোমীয় যতিচিহ্ন অর্থাৎ, কামা। ; সিমিকোলেন্। : কোলেন্। ? প্রশ্নবোধক। ! আশ্চর্য্যাদি বোধক। ( ) পারেন্থিসিস্। { } ব্রেস্। " " কোটেষণ। - হাইফেন্। — ড্যাস। * ষ্টার অর্থাৎ তারা ইত্যাদি ইংরাজির অনুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। তদ্বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

, এই চিহ্নেরনাম কামা, ইহা বাক্যের ঐ ভাগদ্বয়ের বা সমূহের মধ্যে স্থাপিত হয় যাহার পরস্পরের মধ্যে ভাব ও অন্বয় বিষয়ক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে অথচ ঈষৎ যতি আবশ্যক করে, যথা, যে সংসার চিন্তা করিলে কেবল চিন্তা বাড়ে, সে সংসার চিন্তাকে চিত্তে স্থান না দিয়া, যাঁর চিন্তা করিলে কোন চিন্তা থাকেনা, সে চিন্তামণির চিন্তায় চিত্ত সমর্পণ কর। তথাচ, যেমন আহিরিণী রমণীগণ মস্তকে জীবনাধার ধারণ ও বহন করত, সঙ্গিনীসঙ্গে কত কৌতুকপ্রসঙ্গে যদ্যপি চঞ্চল ভাবে চলে, তথাপি তাহাদের শির স্থির থাকে, ও ঐ কুম্ভ প্রতি মন থাকে, তেমনি সুধাধার ধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করত, সংসার ব্যাপার যেকিছু করিতে হয় কর, কিন্তু সাংসারিক নানা উৎপাতেও যেন মন স্থির থাকে, রতি যেন ধর্ম্মে থাকে, মতি যেন সেই পরাগতি প্রতি থাকে। ভ্রাতঃ, কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি: বলদেখি এখন কোথা বা বেদব্যাস, কোথা বা কালিদাস, কোথাবা আর২ মহোদয় মহাশয় গণ! কিন্তু কোথা বা তাঁহাদের

কীর্ত্তি নাই, কোথা বা তাঁহাদের নাম নাই, অতএব কোথা বা তাঁহারা নাই: তদ্রূপ সৎকীর্ত্তি যে করা, সেই মর্ত্যের অমর হওয়া; মৃত্যুকে লজ্জাদেওয়া ও শমনকে দমন করা।

: এই কোলন্ নামক যতিচিহ্ন বাক্যের সেই প্রকার অংশদ্বয়ের বা সমূহের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, যে সকলের পরস্পর সম্বন্ধ সিমিকোলন্ চিহ্নদ্বারা পৃথক্কৃত বাক্যাংশ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ হইতে দূর,—কিন্তু তথাপি এমত অসংসৃষ্ট নহে যে ঐ অংশসকল পৃথক্ বাক্য রূপে গণ্য হইতে পারে, যথা, হে ভ্রান্ত! চেষ্টা না করিলে কি কিছু আপনি হইয়া থাকে: সুপ্ত সিংহের মুখে কি মৃগ স্বয়ং প্রবেশ করে? "জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" এই বাক্যের তাৎপর্য্য ইহা নয়, যে জীব কর্ত্তা আহার আনিয়া তোমার মুখে তুলিয়া দিবেন: তিনি তোমার আহারের নিমিত্তে বসুধাকে ফলোৎপাদিনী করিয়াছেন, এবং তোমাকে হস্ত পাদ বুদ্ধ্যাদি দিয়াছেন; এই তাঁর আহার দেওয়া: তোমাকে শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা ঐ ফল উপার্জন করিতে হইবে। কোথা দেখিয়াছ জীব চেষ্টা বিনা জীবিকা পাইয়া থাকে?।

কোলন্ প্রকৃতরূপে দুইস্থলে ব্যবহার করাযাইতে পারে—তাহার এক এই যে, বাক্যের এক অংশ স্বয়ং এক সমগ্র অভিপ্রায়ের প্রকাশক হইলেও, যখন তদ্বিষয়ক আরো বা বিশেষ বর্ণনার্থে, অথবা তদ্দৃষ্টান্তার্থে তৎপরে অংশান্তর যোগ করাযায়, তখন ঐ ভাগদ্বয়ের মধ্যে কোলন্ স্থাপিত হয়, যথা, উপরি দর্শিত দৃষ্টান্তে প্রকাশ।—অপর এই যে যখন কোন বিষয় আভাসে উল্লেখ করিয়া তাহার স্পষ্টতঃ বর্ণনা করা-যায়, কিম্বা তাহার দৃষ্টান্ত লিখা যায়, অথবা যখন কাহারো বক্তৃতার বা রচনার উল্লেখ করিয়া ঐ বক্তৃতা বা রচনা অবিকল লিখাযায়, তখন ঐ উল্লেখের পর এবং ঐ দৃষ্টান্তের, কিম্বা বক্তৃতার বা রচনার পূর্ব্বে কোলন্ স্থাপিত করাযায়, যথা, যদিও সংসার বিষ ফলময় বিষবৃক্ষ স্বরূপ, তথাপি তাহাতে দুই সুধাফল আছে: এক তার বিদ্যারূপ রসের আস্বাদন; অন্য তার সজ্জনের সঙ্গেতে মিলন। এক যোগী কর্ম্মফলে রাজ্যেশ্বর হইয়া অনুতাপ-পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ এই কথা কহিতেন: আত্ম চিন্তা মাত্র মোর আছিল তখন, সংসারের চিন্তাজ্বরে সংহারে এখন।

; এই সিমিকোলন্ নামক যতিচিহ্ন বাক্যের ঐ অংশদ্বয় বা সমূহকে বিভিন্ন করণার্থে ব্যবহৃত হয়, যদুভয়ের বা সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ, কামা চিহ্নে চিহ্নিত বাক্যাংশদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের ন্যায় ঘনিষ্ঠ নয়, অথচ কোলন্ দ্বারা বিভক্ত বাক্যাংশ দ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের ন্যায় অত অসংসৃষ্ট নয়, যথা, তৃণ অর্ণবের উপরে ভাসে; কিন্তু রত্ন তাহার অন্তরে বিরাজ করে। পুত্র নাই; পুত্র হইয়া মরিয়াছে; পুত্র মূর্খ হইয়াছে; এতত্ত্রয়ের মধ্যে

ল

আদ্যদ্বয় ভাল; অন্তিম ভাল নয়; যেহেতু আদ্যদ্বয়ে এক বার দুঃখ হয়; অন্তিম পদে২ দুঃখদেয়।

যে বাক্যাংশদ্বয়ের মধ্যে কোলন্ ব্যবহার করা উপযুক্ত, তন্মধ্যে সমুচ্চয়ার্থক শব্দ ব্যবহৃত হইলে তৎপূর্ব্বে ঐ কোলনের পরিবর্ত্তে সিমিকোলন্, অন্যথা কোলন্ ব্যবহার করাযায়, যথা, তৃণ অর্ণবের উপরে ভাসে; কিন্তু রত্ন তাহার অন্তরে বিরাজ করে। (অন্যথা) তৃণ অর্ণবের উপরে ভাসে: রত্ন তাহার অন্তরে বিরাজ করে।

হে ভ্রান্ত ভ্রাতঃ, এই কি আমাদের কর্ত্তব্য, যে—যিনি মন দিলেন তাঁহাকে মনে করিবনা; যিনি চক্ষু দিলেন তাঁহাকে দেখিব না: যিনি কর্ণ দিলেন তাঁহার কথায় কর্ণ দিব না; যিনি বুদ্ধি দিলেন তাঁহার অনভিমত বিষয়ে সে বুদ্ধি চালাইব: না, কখনো আমাদের এমত কর্ত্তব্য নয়: তবে এস আমাদের কর্ত্তব্য যাহা তাহা করি; আমরা যাঁর কৃত, এস তাঁর কৃতজ্ঞ হই: আমরা যাঁর কীর্ত্তি, এস সে কীর্ত্তিকুশলের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করি: আমরা যাঁর সৃষ্টিগৌরব, এস সে সৃষ্টিধরের গৌরব করি।

এক ক্রিয়া বা কথার সহিত ভিন্ন২ ভাব সূচক বাক্যাংশসমূহের অন্বয় থাকিলে ঐ প্রত্যেক বাক্যাংশের পর সিমিকোলন্ দেওয়া যায়, এবং কখন২ ঐ সিমিকোলনের পর—এই পরিমিত এক কসিও দেওয়াযায়, যথা, বাদী আপন আবেদন পত্রে লিখে যে—রাজা ইন্দ্রনারায়ণ রায় আপন স্ত্রী রাণী ইন্দ্রাবতীকে দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া মরেন; তদনুসারে রাণী আপন মৃত্যুর কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তাহাকে (অর্থাৎ বাদিকে) দত্তক গ্রহণ করেন; পরে সে দত্তক পুত্ররূপে রাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করে; এবং ঐ দত্তক পুত্রত্বস্বত্বে সেই রাণীর সকল বিষয়ের অধিকারী। কিন্তু বিচারকর্ত্তা বাদির ঐ আবেদন এই হেতুতে অগ্রাহ্য করিলেন যে—রাজা ইন্দ্রনারায়ণের দত্তক লইতে অনুমতি দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল না;—এবং পতির অনুমতি বিনা স্ত্রীর দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই;—এতাবতা বাদির দত্তক পুত্রত্ব সত্য হইলেও তাহা উক্ত অনুমতির অপ্রমাণে অসিদ্ধ;—এবং তদবস্থায় বাদী রাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিলেও বিষয়াধিকারী হইতে পারে না: অতএব বাদির আবেদন শ্রোতব্য নয়।

এক বাক্যে কোন বিষয় বা কথা লিখিয়া তাহার বিশেষ বর্ণনা তন্নিম্নে বাক্যান্তরে করিতে হইলে, ঐ বাক্যের শেষে : কোলন্ এবং ড্যাশ (অর্থাৎ—এই পরিমিত এক কসি) দেওয়া গিয়াথাকে, যথা, বিচারকর্ত্তা নিম্ন লিখিত হেত্তবাদে বিচার নিষ্পত্তি করিলেন:—

"বাদী দত্তক পুত্ররূপে আপন অধিকারিত্ব প্রকাশ করে: প্রতিবাদী বাদির দত্তক পুত্রত্ব মিথ্যা বলিয়া আপনাকে জ্ঞাতিরূপে ধনির উত্তরাধি-

কারি জানায়; কিন্তু যেহেতু বাদির অভিযোগ সপ্রমাণ হইল না; অতএব আজ্ঞা হইল যে বাদির দাওয়া ডিস্‌মিস হয়।

সেই ঋণ-পত্রে তিন নিয়ম করাগিয়াছে;—প্রথম এই যে, ধনী এক বৎসরের মধ্যে ব্যাজশুদ্ধ সকল টাকা পরিশোধ করিবে; দ্বিতীয় এই যে, এক কালে সকল দিতে না পারিলে যখন যত সঙ্গতি হইবে তাহা দিবে; তৃতীয় এই যে, ঐ নিয়মিত সময়ের মধ্যে সকল টাকা দিতে না পারিলে বন্ধকি বিষয়ে তাহার স্বত্ব লোপে উত্তমর্ণের অধিকার হইবে।

। রোমীয় বাক্য সমাপ্তি চিহ্ন। এইরূপ (নিরেট) এক বিন্দু মাত্র। ইহার ব্যবহার বঙ্গভাষায় হয় নাই। বঙ্গীয় বাক্য সমাপ্তির প্রাচীন চিহ্ন যে। দাঁড়ি আছে (ও যাহার উল্লেখ উপরে করাগিয়াছে) তাহাই ব্যবহার করাগিয়াথাকে। পরন্তু জ্ঞাতব্য যে গদ্যে বাক্যের শেষে এক। দাঁড়ি দেওয়াযায়, এবং পদ্যে (বাক্য শেষ হউক বা নাই হউক) প্রথম চরণের শেষে (তাহার প্রথমত্ব অথচ শেষ সূচনার্থে) এক দাঁড়ি, ও দ্বিতীয় চরণের অন্তে (উক্ত হেতুতে) দুই দাঁড়ি দেওয়াযায়।

? এই চিহ্নের নাম প্রশ্ন-চিহ্ন। ইহা প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে (তৎ সূচনার্থে) ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমার নাম কি? নিবাস কোথা? কি কর্ম্ম কর? এখানে কি জন্য আসিয়াছ?

! এই চিহ্ন আশ্চর্য্যতাদি সূচক। যে বাক্যে আহ্বান, হঠাৎ উপস্থিত কোন ভাব, বিপত্তি, বিস্ময়, বিলাপ, আক্ষেপ, বা যে কোন রূপ খেদ বা ঘৃণা প্রকাশ করাযায় তাহার শেষে এই চিহ্ন ব্যবহার করাযায়, যথা,—বন্ধো! আমি তোমার ব্যবহারে চমৎকৃত হইলাম! হে পরমেশ্বর! আমাকে রক্ষাকর! মহাভারত! তাহার আর নাম করিওনা! আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই!

যে বাক্যে প্রশ্নরূপে আশ্চর্য্যতাদি প্রকাশ করাযায়, তাহার অন্তে! এই চিহ্নই প্রায় দেওয়া গিয়াথাকে, যথা, ভ্রাতঃ কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি! বলদেখি এখন কোথা বা বেদব্যাস; কোথা বা কালিদাস; কোথা বা আর২ মহোদয় মহাশয় গণ! কিন্তু কোথা বা তাঁহাদের কীর্ত্তি নাই; কোথা বা তাঁহাদের নাম নাই, অতএব কোথা বা তাঁহারা নাই!

( ) এই দুই চিহ্নের নাম পারেন্থিসিস্। কোন বাক্যের যে অংশ তুলিয়া লইলে ঐ বাক্যের প্রকৃতার্থের হানি হয় না, অথচ তাহা থাকিলে ঐ বাক্যবোধ্য অভিপ্রায়ের প্রকাশ আরোস্পষ্ট ও বিশিষ্টরূপে হয়* সেই অংশ ( ) এই দুই চিহ্নের মধ্যে ব্যবহৃত হয়,—যথা, মনুষ্য জন্ম

---

* অর্থাৎ যেমত পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্প তুলিয়া লইলে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব যায় না, অথচ পুষ্পিত থাকিলে তাহা আরো শোভিত দেখায়, তদ্রূপ।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

পাইয়া যে অমনুষ্যত্বরূপে জীবন ধারণ সেই মরণ (ও সে জীবন হইতে বরং মরণ ভাল,) কিন্তু মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব করিয়া যে মরা সেই অচির বিনাশি জীবের চিরজীবী হওয়া। হওন ধাতুর বর্ত্তমান কালীয়রূপ প্রায় সর্ব্বত্র (লিখনে ও কথনেও অসুশ্রাব্যতা দোষে) অপ্রকাশিত থাকে।

" " এই চিহ্নের নাম কোটেষন্ অর্থাৎ উদ্ধৃতচিহ্ন। কোন গ্রন্থের বা বক্তৃতার কোন অংশ তুলিয়া লইয়া অবিকল সেই লেখক বা বক্তার উক্তিতে ব্যবহার করিতে হইলে তাহার প্রথমে " এইরূপ দুই উলটা কামা, ও শেষে " এইরূপ দুই সোজা কামা দেওয়া যায়,* যথা, ভট্টাচর্য্য লিখেন "প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে; নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে"। কখন২ গ্রন্থকর্ত্তা বা বক্তার নাম উল্লেখ বিনা তাঁহার কোন প্রসিদ্ধ কথা গ্রহণ করিয়া উক্ত চিহ্নদ্বয়ের মধ্যে লিখাগিয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহা ঐ লেখকের নিজের কথা না বুঝাইয়া অন্য ব্যক্তির বুঝায়—যথা, ভ্রাতঃ, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। নল যুধিষ্ঠিরাদি পুণ্যাত্মা চতুষ্টয়ের এক্ষণে যদিও সে শরীর নাই; ও সে বিভব নাই, তথাপি স্ব২ সৎকীর্ত্তিতে এমত স্মরণীয় হইয়া আছেন, যে লোকে প্রভাতে উত্থান কালেই কহে "পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী, পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ"॥

{ এই চিহ্নের নাম ব্রেস্। যখন অনেক কথার সহিত এক সাধারণ পদের অন্বয় করাযায় তখন ঐ সাধারণ পদের বারম্বার ব্যবহার না করিয়া ঐ কথা সমূহের পর { ব্রেস্ দিয়া তাহার পর ঐ সাধারণ পদের ব্যবহার করা যায়, যথা, ২০ ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

- এই হাইফেন্ চিহ্ন সংযুক্তপদের মধ্যে ব্যবহার করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগের অবয়ব পৃথক্ রাখাযায়, যথা, ছত্র-ধারী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, মন-চোরা। করিয়া-ছিলাম।

পাঁতির শেষে এক পদের কিয়দংশ পড়িয়া পর পাঁতির প্রথমে অবশিষ্টাংশ পড়িলে পাতির শেষস্থ অংশের পর (অংশান্তরের সহিত তাহার সম্বন্ধ সূচনার্থ) হাইফেন্ - চিহ্ন ব্যবহার করাযায়।

যে স্থলে এক বাক্যার্থ সম্পূর্ণ না হইতে হঠাৎ তাহা ভঙ্গ হইয়া অন্য অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়, অথবা যে স্থলে বাক্যের ভাব অনপেক্ষিতরূপে

---

* কখন২ উক্তরূপ বাক্যের প্রথমে ও শেষে উক্তরূপ এক২ কামাও ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

ফিরিয়া যায়, কিম্বা যে স্থলে বাক্যের প্রথম বা শেষ ভাগের সহিত আর২ ভাগের সম্বন্ধ বা অন্বয় থাকে, সেস্থলে (তৎসূচনার্থে) এই — ড্যাশ্ নামক চিহ্ন ব্যবহার করাযায়।

মূল রচনার নীচে বা পার্শ্বে তাহার টীকা লিখিত হইলে ঐ মূলে ও টীকায় পরস্পর সম্বন্ধ দর্শনার্থ উভয়েতে ক্রমে *, †, ‡, §, ‖, ¶, এই চিহ্ন সকল ব্যবহার করাযায়।

* এইরূপ দুই তিন তারা চিহ্ন যে স্থলে ব্যবহৃত হয় সেখানে বোধ করিতে হইবে যে তত্রস্থ কোন পদ কদর্থকতাদি দোষজন্য বর্জ্জিত হইয়াছে, অথবা আদর্শে ছিল না, যথা, ** শম্ভুশিরে ** চন্দ্রকলা। বড় শোভিল ছাড়হ ঠাটছলা ॥

কোন২ বর্ণের বা পদ্যে কোন পদের বর্জন সূচনার্থে এলিপ্‌সিস্ নামক এই পরিমিত —— কসি ব্যবহার করাযায়, যথা, স——র, নাড়ী ধরি স্থানে২ করয়ে ভ্রমণ। আমি কাঁপি——জ্বরে সে বলে উল্বণ ॥

এক পংক্তিতে কোন কথা লিখিয়া তন্নিম্ন পংক্তিতে ঐ কথার নীচে এই" চিহ্ন অথবা তৎপরিমিত এক কসি দিলে উপরি লিখিত কথা ঐ (চিহ্ন বা কসির) স্থলে উহ্য বুঝায়, যথা, ১৫ ও ২৩২ পৃষ্ঠা দৃষ্টে প্রকাশ হইবে।

সমাস।

অর্থাৎ একাধিক পদের একীকরণ।

১ দুই বা অধিক পদ স্ব২ বিভক্তি লোপপূর্ব্বক, (ও তন্মধ্যবর্ত্তি সমুচ্চয়ার্থক শব্দ থাকিলে তাহা ত্যাগপূর্ব্বক,) সন্ধি পাইলে সন্ধিসূত্রে একত্রে গ্রন্থনদ্বারা এক পদ গণ্য হইয়া শেষে (আবশ্যক মতে) বিভক্ত্যাদি যুক্ত হইয়া থাকে। এমত সংযোগের নাম সমাস।

২ পরন্তু বিশেষে জ্ঞাতব্য এই যে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ সকলের সমাসে সংস্কৃত বিভক্তি লুপ্ত হইলে সংস্কৃতে আদৌ (অর্থাৎ বিভক্তি যোগ বিনা) যদবস্থছিল তদবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এবং শেষ পদ সংস্কৃতে সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত হয়, এবং বাঙ্গলায় এক-বচনীয় প্রথলান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া তদন্ত্য অনুস্বার বিসর্গাদি ত্যাগ এবং আবশ্যকমতে বাঙ্গলা বিভক্তি যোগ করাযায়।

বাঙ্গলাতে অনেক সংস্কৃতপদের সহিত সংস্কৃত বা বাঙ্গলা পদের সমাস করাগিয়াথাকে, এবং সংস্কৃতানুরূপে বাঙ্গলাপদের সহিত অনেক বাঙ্গলা-

পদের, এবং অন্য ভাষাহইতে গৃহীত বিশেষ২ পদেরও সমাস করাগিয়া-থাকে, কিন্তু উভয়তঃ সংস্কৃত পদে সমাস হইলে যাদৃশ সুশ্রাব্য হয় তাদৃশ তদন্যথায় হয় না।

সমাস ছয় প্রকার :—দ্বন্দ্ব, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, তৎ-পুরুষ, ও বহুব্রীহি।

দ্বন্দ্ব সমাস।

মধ্যবর্ত্তি সমুচ্চয়ার্থক শব্দ লোপে সমকারকীয় ভিন্নার্থক (অথচ পরস্পর অন্বয় বিশিষ্ট) একাধিক পদের উক্তরূপে যে ঐক্য তাহা দ্বন্দ্ব সমাস কথিত হয়, যথা, রাম আর লক্ষ্মণ (সমাসে)=রামলক্ষ্মণ। জ্ঞাতি ও কুটুম্বরা (সমাসে)=জ্ঞাতি-কুটুম্বরা।

দ্বন্দ্ব সমাস তিন প্রকার—অর্থাৎ, ইতরেতর, সমাহার, ও এক শেষ দ্বন্দ্ব।

বহু পদকে একপদ করিয়া তদন্তে বহুবচনীয় বিভক্তি যোগ করিলে তদ্রূপ সংযোগকে ইতরেতর দ্বন্দ্ব বলাযায়, যথা, আত্মীয় ও বন্ধু=আত্মীয়বন্ধুরা। জ্ঞাতিরা এবং কুটুম্বেরা ইহাদের (সমাসে)=জ্ঞাতিকুটুম্বদের। জ্ঞাতি ও আত্মীয় ও বন্ধু ইহা-দিগকে (সমাসে)=জ্ঞাতিআত্মীয়বন্ধুদিগকে (হয়)।

বহুপদের একবচনীয়রূপে এক পদ হওয়ার নাম সমাহার দ্বন্দ্ব, যথা, জ্ঞাতি ও কুটুম্ব=জ্ঞাতিকুটুম্ব। পীঠ ও ছত্র ও উপানহ =পীঠছত্রোপানহ।

সমস্যমান আর২ পদকে লোপ করিয়া (বা উহ্য রাখিয়া) কেবল প্রধান পদের বহুবচনরূপে প্রকাশ দ্বারা আর২ পদেরও যে প্রকাশ তাহার নাম এক শেষ দ্বন্দ্ব, যথা, আমি ও তুমি এই পদদ্বয় আমরা পদে প্রকাশ করাযায়, দুর্যোধন ও তৎপক্ষজনগণ দুর্যোধনেরা পদে বুঝায়।

কর্ম্মধারয় সমাস

(প্রায় সংখ্যাবাচক ভিন্ন) বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের একীকরণের নাম কর্ম্মধারয় সমাস, যথা, পরম+আত্মা=পরমাত্মা, নীল+

উৎপল=নীলোৎপল। তৎ+রূপ=তদ্রূপ। সত্+চিৎ+আনন্দ =সচ্চিদানন্দ।

কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, ও তৎপুরুষ সমাসে—সখি (বা সখা) শব্দ সমস্যমান পদসমূহের শেষ পদ হইলে,—এবং রাত্রি শব্দ সর্ব্ব, পুণ্য, বর্ষা, দীর্ঘ, সংখ্যাবাচক ও (কালের) একদেশ বাচক পূর্ব্ব, পর, অপরাদি শব্দ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে,—অন্ত্য স্বরকে অকারে পরিবর্ত্ত করে, যথা, প্রিয়+সখি= প্রিয়সখ; সর্ব্ব+রাত্রি=সর্ব্বরাত্র, এই রূপ পুণ্যরাত্র, দীর্ঘরাত্র, পঞ্চরাত্র, পূর্ব্বরাত্র; ইত্যাদি।

উক্ত সমাস ত্রয়ে অহন্ ও রাজন্* শব্দের ন্ লুপ্ত হয়, যথা, ধর্ম্ম+রাজন্ =ধর্ম্মরাজ, পর্ব্ব+অহন্=পর্ব্বাহ।

কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে মহৎ শব্দ মহা হয়,যথা, মহৎ+বিজ্ঞ=মহাবিজ্ঞ। মহৎ+আশয়=মহাশয়।

সর্ব্ব শব্দের পর এবং পূর্ব্ব, পর, অপর, মধ্য ও সায় ইত্যাদি (কালের) এক দেশ বোধক শব্দের পর, এবং সংখ্যাত ও সংখ্যাবাচক শব্দের পর অহন্ শব্দ অহ্ন হয়, যথা, সর্ব্ব+অহন্=সর্ব্বাহ্ন, পূর্ব্ব+অহন্=পূর্ব্বাহ্ন, সায়+অহন্=সায়াহ্ন, সংখ্যাত+অহন্=সংখ্যাতাহ্ন।

একাধিক এই অর্থে এক শব্দ পরবর্ত্তি দশ শব্দের সহিত সমাসে একা হয়, যথা, এক+দশ=একাদশ। দ্বি, ত্রি, ও অষ্ট শব্দ দ্ব্যধিক, ত্র্যধিক, ও অষ্টাধিক ইত্যর্থে দশ, বিংশতি, ও ত্রিংশৎ শব্দের পূর্ব্বে নিত্য, এবং চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, ও নবতি, শব্দের পূর্ব্বে বিকল্পে, দ্বা, ত্রয়স্, ও অষ্টা হয়, যথা, দ্বি+দশ=দ্বাদশ, ত্রি+বিংশতি=ত্রয়োবিংশতি, অষ্ট+ত্রিংশৎ=অষ্টাত্রিংশৎ, দ্বি+চত্বারিংশৎ=দ্বাচত্বারিংশৎ বা দ্বিচত্বারিংশৎ। ইত্যাদি।

অশীতি শব্দের পূর্ব্বে দ্বি, ত্রি, ও অষ্ট শব্দের স্থানে দ্বা, ত্রয়স্ ও অষ্টা আদিষ্ট হয় না, যথা, দ্বি+অশীতি=দ্ব্যশীতি।

বিংশতি আদি দশকবোধক শব্দের এক-ঊন ইত্যর্থে শুদ্ধ ঊন শব্দ তত্তৎপূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, যথা, ঊনবিংশতি, ঊনত্রিংশৎ ইত্যাদি। ৭৪, ৭৫, ৭৬, পৃষ্ঠা দেখ।

যে পদের অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে ক্† থাকে তাহা,ও (সংখ্যার)পূরণী বিশেষণ, আখ্যাবোধক শব্দ, জানিনী বর্জিয়া ঈ-কারান্ত জাতি বা স্বাঙ্গ বাচক‡ পদ, এবং ণ্ ইত্ গিয়াছে এমত তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত পদ, (স্ত্রীলিঙ্গবাচ্য বিশেষ্যের

---

* (অথবা রাজা শব্দের অন্ত্য আ অ হয়)

† অর্থাৎ তদ্ধিত বা অক প্রত্যয়ের ক্। ‡ ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

বিশেষণ হইলে) পুম্বদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গবাচ্য রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, রসিকা+ভার্য্যা=রসিকভার্য্যা, পঞ্চমী+ভার্য্যা=পঞ্চমভার্য্যা, সীতা+স্ত্রী =সীতস্ত্রী,* ব্রাহ্মণী+ভার্য্যা=ব্রাহ্মণভার্য্যা, সুকেশী+ভার্য্যা=সুকেশভার্য্যা।

দ্বিগু সমাস।

পূর্ব্ববর্ত্তি সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত পদান্তরের যে সংযোগ তাহার নাম দ্বিগু সমাস, যথা, ত্রি-ভুবন। তিন+মহনা= তে-মহনা। চারি+রাস্তা=চৌ-রাস্তা†।

তৎপুরুষ সমাস।

পূর্ব্ববর্ত্তি দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদের বিভক্তি লোপে পর পদের সহিত যে সমাস তাহার নাম তৎপুরুষ।

পরন্তু বিভক্তি সমূহের মধ্যে যে বিভক্তি লোপদ্বারা তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন হয় সেই বিভক্তির নামপূর্ব্বক তৎপুরুষ সমাস বিশেষ করাযায়, যথা, দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপে নিষ্পন্ন সমাস দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাযায়। এই রূপ তৃতীয়া ও চতুর্থী আদি তৎপুরুষ সমাস।

ভিন্ন২ তৎপুরুষ সমাসীয় পদসাধনের উপদেশ।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

কর্ম্মকারকীয় বিশেষ্য পদের বা (কদাচিৎ) তদ্রূপে ব্যবহৃত বিশেষণ পদের সঙ্গে ধাতুরূপে দর্শিত দ্বিতীয় প্রকার (সকর্ম্মক) ক্রিয়াবাচক শব্দের, কিম্বা ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় দর্শিত সংস্কৃত ধাতুসকলের মধ্যে কোন সকর্ম্মক

---

* অর্থাৎ সীতানাম্নী স্ত্রী।

† দ্বিগু ও বহুব্রীহি সমাসে দুই, তিন, ও চারি শব্দের স্থানে ক্রমে দো (বা দু), তে, ও চৌ আদিষ্ট হয়।

‡ তৎপুরুষ সমাসস্থ পদদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পদ প্রায় শব্দ হয়।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

ধাতুর, অথবা কোন কর্ত্তবোধক পদের সংযোগকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাযায়, যথা, ছেলে-কে ধরে এই অর্থে ছেলেধরা হয়।

চুল-কে ছাটে	,,	চুলছাটা ,,
ক্ষতি-কে করে	,,	ক্ষতিকর ,,
খ্রীষ্টধর্ম্ম-কে অবলম্বন করে	,,	খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

এই সমাস করণ-কারকীয় পদের সহিত (তদ্বিভক্তি বর্জন পূর্ব্বক) প্রায় ক্তান্তপদ সংযোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা, হস্ত-কৃত—অর্থাৎ হস্তকরণক কৃত। শীতার্ত্ত—অর্থাৎ শীত-দ্বারা আর্ত্ত।

চতুর্থী তৎপুরুষ॥

(পূর্ব্ববর্ত্তি) সম্প্রদান-কারকীয় পদের সহিত প্রায় সংস্কৃত পদেরই সংযোগ হইয়া চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলাযায় যথা, বিষ্ণুকে+দত্ত=বিষ্ণুদত্ত; ব্রাহ্মণকে+দাতব্য=ব্রাহ্মণদাতব্য।

পঞ্চমী তৎপুরুষ॥

(পূর্ব্ববর্ত্তি) অপাদান কারকীয় পদের সহিত (যে কোন রূপে হউক, স্থানান্তরীকৃত ইতি অর্থবোধক) সংস্কৃত ক্তান্তপদের যে সংযোগ তাহা পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস, যথা, বিপদ্ হইতে+উত্তীর্ণ=বিপদুত্তীর্ণ (১), পদ হইতে+চ্যুত=পদচ্যুত (২), সাগর হইতে+উত্থিত=সাগরোত্থিত (৩)।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

শব্দ মাত্রেরি প্রায় পূর্ব্ববর্ত্তি ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত সংযোগ করাযায়, এবং এমত সংযোগকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলাযায়, যথা, গুরুর+পুত্র=গুরুপুত্র (৪), রসের+আকর্ষণ=রসাকর্ষণ (৫),

---

সংস্কৃত।—

১ বিপদঃ+উত্তীর্ণঃ=বিপদুত্তীর্ণঃ। ২ পদাৎ+চ্যুতঃ=পদচ্যুতঃ। ৩ সাগরাৎ+উত্থিতঃ=সাগরোত্থিতঃ। ৪ গুরোঃ+পুত্রঃ=গুরুপুত্রঃ। ৫ রসস্য+আকর্ষণং=রসাকর্ষণং।

BANGODARSHAN.COM

কামারের+দোকান=কামারদোকান (৬), প্রেমের+বাজার=প্রেমবাজার (৭), মুসলমানের+পাড়া=মুসলমান্‌পাড়া (৮), উমার+সহ=উমাসহ (৯), শিবের+সহিত=শিবসহিত (১০), রাজার+সভা=রাজসভা (১১), দেবগণের+রাজা=দেবরাজ (১২)।

কখন২ মধ্য ব্যবহিত (নিমিত্তাদি) পদ লুপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ও পরপদ একীকৃত হয়, যথা, বিয়াপাগলা (১৩)—অর্থাৎ বিয়ার নিমিত্তে পাগল। ঘোড়াবেয়ে—অর্থাৎ ঘোড়ার জন্যে বায়ুগ্রস্ত।

সপ্তমী তৎপুরুষ।

এই সমাসে ক্তান্তপদ বা ক্রিয়াবাচক শব্দ কিম্বা ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় দর্শিত বিশেষরূপ সংস্কৃত ধাতু পূর্ব্ববর্ত্তি সপ্তম্যন্ত পদের সহিত সংযুক্ত হয়, যথা, গৃহে+জাত, (সমাসে)=গৃহজাত, গ্রামে+স্থিত=গ্রামস্থিত, ঘরে+গড়া=ঘরগড়া, গৃহে+আগমন=গৃহাগমন।

এইরূপ ক্ষেত্রে জন্মে এই অর্থে ক্ষেত্রজ, জলেতে চরে এই অর্থে জলচর।

অব্যয়ীভাব সমাস।

অব্যয়ের সহিত শব্দের যে যোগ তাহার নাম অব্যয়ীভাব সমাস, যথা, প্রতি-দিন, অনু-ক্ষণ, যথা-শক্তি, জন-প্রতি। বাঙ্গলাতে অব্যয়ীভাব সমাসের ব্যবহার অতিঅল্প।

বহুব্রীহি সমাস।

সমস্যমান দুই বা বহু পদ স্বকীয়ার্থ না বুঝাইয়া যখন তত্তৎ পদার্থ বিশিষ্ট যে তাহাকে বুঝায়, তখন তদ্রূপ সংযোগকে বহুব্রীহি সমাস বলাযায়, যথা, বহুব্রীহি শব্দে বহু আছে ব্রীহি

সংস্কৃত।—

৬ কার্ম্মকারস্য+কার্য্যালয়ঃ=কর্ম্মকারকার্য্যালয়ঃ। ৭ প্রেম্নঃ+আপণঃ=প্রেমাপণঃ। ৮ যবনস্য+পল্লী=যবনপল্লী।

৯ উময়াসহ=উমাসহ। ১০ শিবেন+সহিতঃ=শিবসহিতঃ। সংস্কৃতে সহার্থক শব্দযোগে পূর্ব্বপদ তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু বাঙ্গলায় ষষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, উপরি দৃষ্টান্তে প্রকাশ। ১১ রাজ্ঞঃ+সভা=রাজসভা, ১২ দেবানাং+রাজা=দেবরাজঃ।

১৩ বিবাহায় বা বিবাহার্থং+উন্মত্তঃ=বিবাহোন্মত্তঃ।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

যাহাতে এমত ক্ষেত্র বা আধার বুঝায়, পীতাম্বর শব্দে পীত অম্বর বিশিষ্ট যে কৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝায়। নীলোজ্বলবপুঃ শব্দে উজ্বল নীল শরীরবিশিষ্ট কৃষ্ণকে বুঝায়।

বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদ বিস্তর স্থলে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

বহুব্রীহি সমাসে পদস্থাপনের ক্রম।

বহুব্রীহি সমাসস্থ পদদ্বয় বা কতিপয় মধ্যে শেষ পদ বিশেষ্য শব্দ এবং কদাচিৎ বাঙ্গলা ক্তান্তপদও হয়। প্রথম পদ বিশেষ্য শব্দ, বিশেষণ, অব্যয়, সংস্কৃত ক্তান্ত বা ক্রিয়াবাচক শব্দ হয়। এবং ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তি কোন পদ থাকিলে তাহা প্রায় বিশেষণ হয়, যথা পদ্ম-লোচন, মহামতি, দশানন, দুর্মেধা, হাতকাটা, ছিন্নহস্ত, রূপবৎ-যুবভার্য্যা।

কিন্তু উপমেয় ও উপমান পদে সমাস হইলে উপমান বোধক পদ প্রথমে ব্যবহৃত হয়, যথা, চন্দ্রোপম বদন (যাহার) এই সমাসে চন্দ্রবদন হয়, বানর বৎ বা তুল্য মুখ যাহার তদর্থে বানরমুখ।

লিঙ্গ।

বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন (সংযুক্ত) পদ সকল বিশেষণ হওয়াতে তত্তদ্ বিশেষ্য যে লিঙ্গবাচক সেই লিঙ্গবাচ্য রূপ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই রূপ প্রাপ্তিতে ঐ সমাসস্থ শেষ পদমাত্র বিশেষ্যের লিঙ্গানুসারে রূপ প্রাপ্ত হয়,অন্য পদ আদিরূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, শ্যামবর্ণ (পুরুষ), শ্যামবর্ণা (স্ত্রী), শ্যামবর্ণ (বস্ত্র), লব্ধপ্রতিষ্ঠ (পুরুষ), লব্ধ প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী), লব্ধ প্রতিষ্ঠ (কুল)। সু-রূপ (পুরুষ), সুরূপা (স্ত্রী), সু-রূপ পুষ্প। যুব ভার্য্য, (অর্থাৎ যুবতী ভার্য্যা বিশিষ্ট পতি)। গুণবৎপুত্রা (অর্থাৎ গুণবান্ পুত্রবিশিষ্টা স্ত্রী)*।

---

* উপরি দর্শিত সমাসস্থ পদ কতিপয় আদৌ বর্ণ, প্রতিষ্ঠা, রূপ, ও ভার্য্যা ও পুত্র ছিল। বর্ণপদ স্বভাবতঃ পুংলিঙ্গ হইয়াও, স্ত্রীপদের বিশেষণে বর্ণা হইল, এবং ক্লীবলিঙ্গ বাচক বস্ত্রপদের বিশেষণে বাঙ্গলায় রূপান্তর না হইয়াও অর্থতঃ ক্লীবলিঙ্গ

বিশেষ বিবেচনা।

বহুব্রীহি সমাস্থ শেষপদ আদৌ স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্য হইলে, ও তৎপূর্ব্বে একাধিক বিশেষণ সংযুক্ত থাকিলে, সাধারণ মতে ঐ তাবৎ বিশেষণ আদি রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, গুণবতী+যুবতী+ভার্য্যা=গুণবৎ যুব ভার্য্যা। এবং মতভেদে কেবল শেষ বিশেষণ আদিরূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, গুণবতী যুব ভার্য্যা এবং কস্যচিৎ মতে কোন বিশেষণই আদিরূপ হয় না, যথা, গুণবতী যুবতী ভার্য্যা। কিন্তু শেষ মত ভাষ্য বিরুদ্ধতাহেতু অতি বিরল।

বিশেষ লক্ষণ।

সকৃথি ও অক্ষি শব্দ বহুব্রীহি সমাসস্থ শেষ পদ হইলে স্বাঙ্গার্থে তদুভয়ের ই-কার (পুংলিঙ্গে) অকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, পুণ্ডরীক+অক্ষি=পুণ্ডরীকাক্ষ, দীর্ঘ+সকৃথি=দীর্ঘসকৃথ অস্বাঙ্গে—যথা, দীর্ঘ সকৃথি শকট।

দ্বি ও ত্রি শব্দের পর মূর্দ্ধন্ শব্দের ন্ লুপ্ত হয়, যথা, দ্বিমূর্দ্ধ।

সু, উৎ, সুরভি, ও পূতি শব্দ যোগে গন্ধ শব্দের অন্ত্য অকার ই-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, সুগন্ধি, উদ্গন্ধি, সুরভি-গন্ধি, পূতিগন্ধি।

পূর্ব্ববর্ত্তি উপমান বাচক শব্দ যোগে গন্ধ শব্দের অ বিকল্পে ই হয়, যথা, ঘৃতগন্ধি, বা ঘৃতগন্ধ, পদ্মগন্ধি বা পদ্মগন্ধ।

বহুব্রীহি সমাসের শেষ পদ হইলে ধর্ম্ম শব্দের অন্ত্য অ, ও আদৌ মন্ ভাগান্ত শব্দের অন্ ভাগ (স্ত্রী ও পুংলিঙ্গে) প্রায় আকার হয়, যথা, বিধর্ম্মা (স্ত্রী), অ+কর্ম্মন্=অকর্ম্মা (পুরুষঃ), ও ক্লীব লিঙ্গে ঐ আ হ্রস্ব হয়, যথা, নির্+কর্ম্মন্=নিষ্কর্ম্ম (ব্রহ্ম)।

বাচ্য হইল। প্রতিষ্ঠা আদৌ স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্য হইয়াও পুংলিঙ্গ বাচক পুরুষ-ও ক্লীবলিঙ্গ বাচক কুলপদের অনুরোধে (তত্তৎলিঙ্গ সূচনার্থে) প্রতিষ্ঠ হইল। রূপ শব্দ স্বভাবতঃ ক্লীবলিঙ্গ বাচক, কিন্তু স্ত্রী শব্দের বিশেষণে তল্লিঙ্গ বাচক আকার প্রাপ্ত হইল, ক্লীব লিঙ্গবাচক পুষ্প শব্দের বিশেষণে পূর্ব্বাবস্থই থাকিল, এবং পুরুষ পদের বিশেষণে পূর্ব্বরূপ থাকিয়াও ফলতঃ পুংলিঙ্গ বাচক হইল। ভার্য্যা স্বতঃ স্ত্রী-লিঙ্গ বাচক হইয়াও পুরুষ পদের অনুরোধে পুংলিঙ্গ বাচ্য রূপ ভার্য্য হইল। পুত্র-পদ স্বতঃ পুংলিঙ্গ হইয়াও স্ত্রীলিঙ্গপদের বিশেষণে তদ্বোধক রূপে পুত্রা হইল। এবং শ্যাম, লঙ্ক, ও যুবতী পদ স্বং আদিরূপ প্রাপ্ত হইল।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

দুর্, ও সু, এবং নঞ্ অর্থক অ পূর্ব্বক প্রজা, এবং ঐ সকল, ও মন্দ ও অল্প শব্দ পূর্ব্বক মেধা শব্দের আ সংস্কৃতে পুং ও স্ত্রী লিঙ্গে অস্ হইয়া ঐ অস্ আঃ হয়, এবং ক্লীব লিঙ্গে অঃ হয়, কিন্তু বাঙ্গলায় (পরপদের সহিত সন্ধি বা সমাস না হইলে) তদ্বিসর্গ লুপ্ত যথা,—

(সংস্কৃত) সু-মেধাঃ (বাঙ্গলা) সু-মেধা।
,, অ-প্রজাঃ ,, অ-প্রজা।

আর২ অস্ভাগান্ত শব্দেরও সামান্যতঃ ঐ রূপ হইবে, যথা, নির্+তেজস্=নিস্তেজাঃ (পুরুষঃ)। নির্+তেজস্=নিস্তেজঃ (ঔষধং)।

কোন পদ ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ হইলে তাহার অন্ত্য দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়।

বহুব্রীহি সমাসস্থ শেষ পদ ঋ-কারান্ত, অথবা স্ত্রীলিঙ্গসূচক ঈ বা ঊ-কারান্ত হইলে তদন্তে ককারকের আগম হয়, যথা, অ-মাতৃক, সস্ত্রীক।

উরস্, বয়স্, সর্পিস্, করণ, কর্ম্মন্,—ন্, আত্মন্—ন্, পূর্ব্ব, মূল, পুত্র, অন্ অথবা স পূর্ব্বক অর্থ, এবং আর কতিপয় শব্দের পর প্রায়, এবং মনস্ ও নির্ পূর্ব্বক অর্থ ও যশস্, ও আর কতিপয় শব্দের পর বিকল্পে স্বার্থে ক হয়, যথা, বৃঢ়+উরস্=বৃঢ়োরস্ক, অধিক+বয়স্=অধিকবয়স্ক, প্রিয়+সর্পিস্=প্রিয়সর্পিষ্ক, কুঠারকরণক, অ+কর্ম্ম অকর্ম্মক, তদাত্মক, জ্ঞানপূর্ব্বক, ধাতু+মূলক, অ+পুত্র=অপুত্রক, অন্+অর্থ=অনর্থক, স+অর্থ=সার্থক, অন্য+মনস্=অন্যমনস্ক, বা অন্যমনাঃ হমৎ+যশস্=মহাযশাঃ বা মহাযশস্ক॥

স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্যের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াও (সমাসে) পুম্বদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গ বাচ্য রূপ প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ বিধি—উপ্ প্রত্যয় যোগে ঊকারান্ত শব্দের, (তদ্ধিত বা অক প্রত্যয় যোগে) যে শব্দের অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে ক থাকে তাহার, পূরণী বিশেষণ, ও আখ্যাবোধক শব্দের, ও মানিনী

ভিন্ন জাতি বা স্বাঙ্গবাচক ঈ-কারান্ত শব্দের, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে পুম্বদ্‌ভাব হয়না, যথা, বামোরু ভার্য্যা, রসিকা ভার্য্যা, পাচিকা-ভার্য্যা, পঞ্চমী-ভার্য্যা, সীতা-ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী-ভার্য্যা, সুকেশী-ভার্য্যা, ব্রাহ্মণ মানিনী।

বাম, লক্ষ্মণ, সহিত, সংহিত, ও উপমান বাচক শব্দ পূর্ব্বক উরু শব্দের উ স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ হইয়া তাহার আর পুম্বদ্ভাব হয় না যথা, বাম+উরু+ভার্য্যা=বামোরুভার্য্যা।

সংস্কৃতে আপ্, ঈপ্ ও ঊপ্ যোগে নিষ্পন্ন আ, ঈ, আর ঊ-কারান্ত শব্দের আ, ঈ এবং ঊ, আর সমাসপদে অন্তস্থিত গো শব্দের ও, অপ্রধানত্বে হ্রস্ব হয়, যথা, কালী+তনূ=কালতনুঃ (পুরুষঃ বা স্ত্রী)। ত্যক্তা+মায়া=ত্যক্তমায়ঃ (পুরুষঃ)। ত্যক্ত-মায়া (স্ত্রী)। শুভ্র+গৌঃ=শুভ্রগুঃ।

কিন্তু ইয়স্ প্রত্যয় পূর্ব্বক ঈ-কারের হ্রস্ব হয় না, যথা, বহু প্রেয়সী (পুরুষ)।

সংস্কৃত বা অবিকল সংস্কৃত নয় এমত হলন্ত, কিম্বা অ, ই বা ঈ, উ বা ঊ-কারান্ত পদ বহুব্রীহি সমাসের শেষ পদ হইলে তাহার সেই অ, ই বা ঈ এ-কারে, এবং উ বা ঊ ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, গঙ্গা+জল=গঙ্গাজলে, খাট+চুল=খাটচুলে, বা খাটচুলো। কাণ+তুলসী=কাণ-তুলসে। কটা+চক্ষু*=কটাচখো।

বহুব্রীহি সমাসস্থ শেষ পদের প্রথম ভাগ আকারান্ত হইলে ঐ আকার একারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, ঠেঙ্গা+হাত=ঠেঙ্গাহেতে, চিরুণ+দাঁত=চিরুণদেঁতে।

বহুব্রীহি সমাসে পা, মুখ, দুই, তিন, ও চার শব্দ ক্রমে পেয়ে, মুখো, দো, তে ও চৌ হয়, যথা, দোপেয়ে, তেমুখো, চৌমাতা।

বিশেষ বিবেচনা।

বহু ব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন পদবোধ্য বস্তু বা গুণ বিশিষ্ট যে তদ্বোধক পদের ব্যপদেশ স্থলবিশেষে ১ করণ, ২ অপাদান, ৩সম্বন্ধ, বা ৪ অধিকরণ কারকীয় রূপে হয়, যথা, ১ লোহা পিটানযায় যে হাতুড়ির দ্বারা এমত পদ সমূহের সমাসে লোহা পিটান হাতুড়ি হয়, ২ মাখন তোলা গিয়াছে যে দুগ্ধ হইতে এই কএক পদ সমাসে মাখনতোলা দুগ্ধ; ৩ বাঁকা গাল যাহার এই কএক পদ সমাসে গালবাঁকা, চন্দ্রের ন্যায় বদন যে কন্যার সে চন্দ্রবদনা কন্যা। ৪ ঔষধ মাড়াযায় যে খলে এই কএক পদের সমাসে ঔষধমাড়াখল হয়।

* চক্ষু শব্দ বাঙ্গলায় সামান্যতঃ চখ্ রূপে ব্যবহৃত হয়।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

কিন্তু উক্তরূপ সমাসে বিশেষ্য পদের যে কোন কারকে ব্যপদেশ কেন হউক না, তাহা আবার তৎসঙ্ক্রান্ত ক্রিয়ানুসারে যে কারকে ব্যবহার্য্য সেই কারকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, একটা লোহাপিটানহাতুড়ি আন। মাখনতোলাদুগ্ধের স্বাদ নাই। ঐ গালবাঁকা ছোঁড়াকে ডাকতো। আমার ঔষধমাড়া খলখান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর একখান ঔষধমাড়া খলের আবশ্যক হইয়াছে।

ষট্ সমাস।

পরিমাণ বোধক শব্দ শুদ্ধ পরিমাণমাত্রের বোধক হইলে কোন্ন অংশে পরিবর্ত্তিত হয় না, যথা, দশ-শের ঘৃত, দুইশত মুদ্রা, বিশ হাত কাপড়। কিন্তু, মন, শের, ছটাক, হাত, গজ, বুরুল, ও আঙ্গুল শব্দ যোগে নিষ্পন্ন সমাসীয় পদ কোন পাত্রের বা পরিমাপক কোন দ্রব্যের বিশেষণ হইলে ক্রমে মনি বা মুনি, শেরা, ছটাকে, হাতি, গজা, বুরুলে ও আঙ্গুলে হয়, যথা, দুইমনি (বাটখারা), হাজার মনি (নৌকা) পাঁচশেরা (ভাড়), পাঁচ ছটাকে (বাটী), আটহাতি (নল), বিশগজা (থান), আটার-বুরুলে (হাত)।

মন, শের, পোয়া, ছটাক, ও হাত শব্দ এক শব্দের সহিত সমাস প্রাপ্ত হইলে এক শব্দ বিকল্পে লুপ্ত হয়, ও তদর্থসূচনার্থে মন শব্দ মুনকে হয়, শের—শিরকে হয়, পোয়া—পোয়াকে, ছটাক—ছটাকে, ও হাত—হাতকে হয়, যথা, মুনকে বাটখারা;—অর্থাৎ একমনি বাটখারা, ইত্যাদি।

(তৎপুরুষ সমাসে) অক্ষি শব্দ চক্ষু না বুঝাইলে অক্ষ হয় (১), নতুবা পূর্ব্বাবস্থই থাকে (২), যথা, গো+অক্ষি=গবাক্ষ (১), বিপ্র+অক্ষি=বিপ্রাক্ষি (২)।

(কর্ম্ম ধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে) কু শব্দ রথ, ও স্বরাদি শব্দের পূর্ব্বে কত্ (বা কদ্) হয় (১), উষ্ণ, ও অগ্নি শব্দের পূর্ব্বে (ঈষদর্থে) কব বা কা হয় (২), এবং পথ ও পুরুষ শব্দের পূর্ব্বে কা হয় (৩), যথা, কু+রথ=কদ্রথ, কু+আকার=কদাকার (১), কু+উষ্ণ=কবোষ্ণ, কু+অগ্নি=কাগ্নি (২), কু+পুরুষ=কাপুরুষ।

(প্রধানতঃ কর্ম্মধারায় ও বহুব্রীহি সমাসে) নাভি, পিণ্ড, পত্নী, পক্ষ, বন্ধু, গন্ধ প্রভৃতি* শব্দের পূর্ব্বে, সমান শব্দ নিত্য স হয়, এবং রূপ, নাম, গোত্র, স্থান, বর্ণ বয়স্, বচন, ধর্ম্ম, জাতীয়, উদর্য্য, শব্দের পূর্ব্বে বিকল্পে স হয়, যথা, সমান+নাভি=সনাভি, সমান+পিণ্ড=সপিণ্ড। সমান+পত্নী=সপত্নী। সমান+পক্ষ=সপক্ষ। সমান+বর্ণ=সমানবর্ণ বা সবর্ণ। সমান+গোত্র=সমানগোত্র বা সগোত্র।

* অর্থাৎ, জ্যোতিঃ, জনপদ, রাত্রি, লোহিত, কুক্ষি, বেণী, ব্রহ্মচারী, তীর্থ।

সংস্কৃতে সমাসের প্রথম ভাগ হইলে, তদ্ শব্দ তিন লিঙ্গে এবং উভয় বচনেই (বিভক্তি ত্যাগান্তে) তৎ হয়; যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দ বিভক্তি লোপান্তে বহুবচনে তদবস্থই থাকে, এক বচনে ত্বৎ ও মৎ হয়, এবং আর২ সংস্কৃত পদ বিভক্তি ত্যাগে প্রকৃতিরূপ প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গলাতে এইরূপ সমাসনিষ্পন্ন পদসকল এক বচনীয় প্রথমান্তরূপে গ্রহণ করিয়া তদন্তে অনুস্বার ও বিসর্গ থাকিলে তাহা ত্যাগ এবং (আবশ্যকমতে) বাঙ্গলা বিভক্তি যোগ করিয়া ব্যবহার করা গিয়াথাকে, যথা,—

সমস্যমান পদ। সমাসনিষ্পন্ন পদ।

	সংস্কৃত		বাঙ্গলা।	
স°	+বিষয়ঃ =	তদ্বিষয়ঃ	তদ্বিষয়*	অর্থাৎ সে বিসয়।
সা	+ভূমিঃ =	তদ্ভূমিঃ	তদ্ভূমি	— সে ভূমি।
তদ্	+পুষ্পং =	তৎপুষ্পং	তৎপুষ্প	— সে পুষ্প।
তেন বা তয়া	+দত্তং =	তদ্দত্তং	তদ্দত্ত	— তৎকর্ত্তৃক দত্ত।
তৈঃ বা তাভিঃ	+নির্ম্মিতং =	তন্নির্ম্মিতং	তন্নির্ম্মিত	— তাঁহদেরকর্ত্তৃক ইত্যাদি নির্ম্মিত।
তস্মাৎ	+উৎপন্নং =	তদুৎপন্নং	তদুৎপন্ন	— তাহাহইতে উৎপন্ন।
তস্য বা তস্যাঃ	+ভ্রাতরঃ =	তদ্ভ্রাতরঃ	তদ্ভ্রাতারা	— তাহার ভ্রাতারা।
তেষাং বা তাসাং	+বস্তু =	তদ্বস্তু	তদ্বস্তু	— তাহাদের বস্তু।
তেভ্যঃ বা তাভ্যঃ	+গৃহীতং =	তদ্গৃহীতং	তদ্গৃহীত	— তাঁহাদেরহইতে গৃহীত।
ত্বয়া	+দত্তং =	ত্বদ্দত্তং	ত্বদ্দত্ত	— তোমাকর্ত্তৃক দত্ত।
ময়া	+উক্তং =	মদুক্তং	মদুক্ত	— আমাকর্ত্তৃক উক্ত।
যুষ্মাভিঃ	+ক্রীতং =	যুষ্মদ্ক্রীতং	যুষ্মদ্ক্রীত	— তোমাদেরকর্ত্তৃকক্রীত।

*অনন্তর এই নিষ্পন্নপদসকল (আবশ্যক মতে) বাঙ্গলা বিভক্তিযোগে রূপ করাগিয়াথাকে, যথা, তদ্বিষয়ের ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

সমস্যমান পদ			সমাসনিষ্পন্ন পদ।		
			সংস্কৃত	বাঙ্গলা	
অস্মাভিঃ	+কৃতং	=	অস্মদ্‌কৃতং	অস্মদ্‌কৃত অর্থাৎ অস্মদাদিকর্ত্তৃক কৃত।	
তব	+পুত্রং	=	ত্বৎপুত্রং	ত্বৎপুত্রকে	— তোমার পুত্রকে।
মম	+পত্নী	=	মৎপত্নী	মৎপত্নী	— আমার পত্নী।
যুষ্মাকং	+ভূমিঃ	=	যুষ্মদ্‌ভূমিঃ	যুষ্মদ্‌ভূমি	— যুষ্মদাদির ভূমি।
অস্মাকং	+দেশে	=	অস্মদ্দেশে	অস্মদ্দেশে	— আমাদের দেশে।
পিতুঃ*	+গৃহং	=	পিতৃগৃহং	পিতৃগৃহ	— পিতার গৃহ।
ভ্রাত্রা*	+দত্তং	=	ভ্রাতৃদত্তং	ভ্রাতৃদত্ত	— ভ্রাতৃকর্ত্তৃক দত্ত।

কিন্তু উক্তরূপ নিষ্পন্ন পদসকল সিদ্ধ হইয়াছে যে২ রূপ পদের সমাসে সমস্যমান তদ্রূপ পদের ব্যবহার বাঙ্গলায় হয় না, অর্থাৎ সমাসার্থে স+বিষয়ঃ, সা+ভূমিঃ তেন বা তুয়া+দত্তং তৈঃ+ধৃত ইত্যাদি রূপ পদের ব্যবহার বাঙ্গলায় নাই।

আর২ ভাষাতেও সমাস হইয়া থাকে, কিন্তু এমত সুনিয়মে হয় না, এবং তাহাতে সমাস রচনার সংস্কৃতবৎ সুনিয়মও অদ্যাপি হয় নাই। তন্মধ্যে পারসী, আরবী, ইংরাজী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষার সমাসনিষ্পন্ন অনেক পদ বাঙ্গলাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা,—

পাং খোশ্‌চেহরা, খানা-জঙ্গী।
আং আলী-মেজাজ্‌, মাশ্‌-তদারক্‌।
পাং আং খুব্‌-সুরত্‌,
ইং গবর্ণমেণ্ট-হৌস্‌, রাইটিং-বাক্স।
হিং **স্নত্ত-দান, সুখ-দান, জম-মানা জগ-মাত্তা।**

আবার ভিন্ন২ বিজাতীয় ভাষার পদদ্বয়ে সমাস হইয়া বাঙ্গলায় চলিতেছে, যথা, ডাক্তর-খানা, গাড়ি-খানা, ডিক্রী-জারী, বাজার-ভাও, কুলি-বাজার, বিল-সরকার, ঘোড়-সোয়ার, ইত্যাদি।

---

* পিতুঃ ও ভ্রাত্রা পদ পিতৃ ও ভ্রাতৃ শব্দের সম্বন্ধ ও করণ কারকীয় রূপ, এস্থলে বিভক্তি লোপে ঐ আদিরূপ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ ও ভ্রাতৃ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পদ্য।

পরিমিত বর্ণে গ্রথিত এবং বিশেষ ছন্দে বিন্যস্ত যে বাক্যাংশ বা বাক্য তাহা চরণ বা পাদ। সংস্কৃতে উক্তরূপ চারি চরণে এক শ্লোক হওয়াতে পদ্য চতুষ্পদী বলাগিয়াথাকে। বাঙ্গলাতেও সংস্কৃত শ্লোকানুসারে চারি চরণের ন্যূন প্রায়* ব্যবহৃত না হওয়াতে বাঙ্গলা পদ্যও চতুষ্পদী বলিলে বলা-যাইতে পারে।

(সংস্কৃত) পদ্য বৃত্ত ও জাতি এই দুই প্রকারে দ্বিধা।—অক্ষর সংখ্যাত যে পদ্য সে বৃত্ত, মাত্রানুসারে রচিত যে পদ্য তাহা জাতি। বৃত্ত আবার সম, অর্দ্ধসম, ও বিষম এই তিন নাম ভেদে তিন প্রকার। যে শ্লোকের চারি পদ সমান তাহা সম বৃত্ত।

যে শ্লোকের তৃতীয় চরণ আদি চরণের সমান, ও চতুর্থ চরণ দ্বিতীয় চরণের সমান তাহা অর্দ্ধসমবৃত্ত, যথা,

তারা সব সখী গণ।
প্রবেশ করিল কামিনীর নিকেতন॥
এথা কহিছে মদন।
শুক মুখে শুনে সারী মুদিয়ে নয়ন॥

---

* দৃষ্টান্ত বা কথার কথাদিতে কখন এক চরণ কখন বা দুই চরণ ব্যবহার করাগিয়া থাকে, যথা, "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"।
কিন্তু তিন বা অন্য বিযুক্ত সংখ্যক চরণের ব্যবহার প্রায় নাই॥

যে শ্লোকের চারি চরণই পরস্পর অসমান; তাহা বিষম বৃত্ত, যথা,

অলস অবশ দুহু অঙ্গ অচেতন ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজীল হাস বাস পরি সম্ভ্রম রসবতী বাহিরে যায়ে॥
সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল নমমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দরি লাজ কর কোন কাযে॥

বাঙ্গলাতে সমবৃত্ত বই অর্দ্ধসম ও বিষমবৃত্ত পাদের রচনা প্রায় নাই।

সংস্কৃতে অনেক ছন্দ বর্ণের গুরুত্ব ও লঘুত্বের সংখ্যা অথচ অক্ষরের সংখ্যানুসারি, এবং অবশিষ্ট শুদ্ধ মাত্রানুসারি*।

বাঙ্গলায় উক্ত দুই প্রকারে কতিপয় সংস্কৃত ছন্দোঽনুসারেই কেবল কিছু পদ্যরচনা হইয়াছে; কিন্তু (অক্ষরের গুরুত্ব ও লঘুত্ব ভেদ, ও মাত্রার গণনা বিনা) শুদ্ধ অক্ষরের সংখ্যানুসারে অনেক ছন্দে অনেক পদ্যরচনা হইয়াছে॥

লঘু-গুরু-ভেদ॥

দীর্ঘ স্বর স্বভাবতঃ গুরু ও হ্রস্ব স্বর স্বতঃ† লঘু হওয়াতে হল বর্ণসঙ্গে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত উভয় অবস্থাতেই ক্রমে গুরু ও লঘু গণিত হয়। পরন্তু লঘুবর্ণ অনুস্বার বা বিসর্গ যুক্ত হইলে, অথবা সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি হইলে গুরু হয়, এবং পাদের অর্থাৎ চরণের অন্ত্য বর্ণ বিকল্পে লঘু ও গুরু হয়‡। —অর্থাৎ স্বভাবতঃ লঘু হইলে ছন্দোঽনুসারে ইচ্ছামতে লঘু বা গুরু রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং স্বতঃ গুরু হইলেও ইচ্ছামতে গুরু বা লঘু কল্পনা করাযাইতে পারে॥

এক লঘু বর্ণ উচ্চারণের দ্বিগুণ সময়ে এক গুরু বর্ণ উচ্চারিত হয়।

---

* এক হ্রস্ব বা লঘু বর্ণে এক মাত্রা গণ্য। এক দীর্ঘ বা গুরু বর্ণে দুই মাত্রা গণ্য। এবং এক প্লুত বর্ণে তিন মাত্রা গণ্য॥

† ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ, বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণঃ সংযোগপূর্ব্বশ্চ, তথা পাদান্তগোঽপি বা।

ঋ বা ৠ, ঌ বা ৡ যুক্ত (হল) বর্ণ কখন২ সংযুক্ত বর্ণ কল্পিত হওয়াতে তৎপূর্ব্ববর্ণ স্থল বিশেষে গুরু গণ্য হয়।

মিত্রাক্ষরাদি ॥

মোহমুদ্গরাদি কতিপয় শ্লোক ভিন্ন, সংস্কৃত পদ্যে এক চরণের সহিত চরণান্তরের মিত্রাক্ষরে মিল নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রত্যেক দুই চরণের পরস্পরে কেবল অক্ষরের সংখ্যা ও কদাচিৎ গুরুত্ব লঘুত্ব বিষয়ে ঐক্য থাকে এমত নহে, কিন্তু প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের বা পদের শেষ বর্ণ পরস্পর একজাতীয় বা এক রূপে মিলে,* এবং তদ্রূপ মিলবিশিষ্ট শেষ বর্ণকে মিত্রাক্ষর বলাযায়।

মিত্রাক্ষরহীন পদ্য অদ্যাপি বাঙ্গলায় রচিত হয় নাই, হইলেও সুশ্রাব্য হয় না।

কতকগুলি ছন্দের এক চরণে দুই কিম্বা অধিক ভাগ থাকে; ঐ সকল ভাগের নাম পদ, এক চরণের শেষ ভিন্ন আর২ পদ পরস্পর অক্ষরের সংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে (প্রায়) মিলে, এবং শেষ পদ তদ্‌যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত ঐরূপে মিলে। উক্ত রূপ তিন পদ বিশিষ্ট চরণ ত্রিপদীচ্ছন্দ বলাযায়, চারি পদ বিশিষ্ট চতুষ্পদী বা চৌপদী, এবং তদধিক পদ বিশিষ্ট হইলে পদের সংখ্যা উল্লেখপূর্ব্বক পদী বলাযায়।

অধিকন্তু, কোন ত্রিপদী চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয়২ বা তন্ন্যূন অক্ষর থাকিলে তাহা বিশেষে লঘু ত্রিপদী বলাযায়, অষ্টাক্ষরের অন্ন্যূন থাকিলে দীর্ঘ ত্রিপদী বলাযায়; এবং চৌপদী আদি চরণও এইরূপে বর্ণসংখ্যার ন্যূনাধিক্যানুসারে লঘু ও দীর্ঘ কথিত হয়, ইহার সবিশেষ বর্ণনা যথাস্থলে হইবে॥

বিশেষ বিবেচনা।

মিত্রাক্ষর সংযুক্ত বা অসংযুক্ত হউক সর্ব্বাংশে একরূপ বা পরস্পর সমান হইলে শ্রেষ্ঠ হয়, যথা,—

শরণ্য যে জন তাঁর লওরে স্মরণ।
বরেণ্য যে ধন তাঁর কররে বরণ॥

* সমস্যাদিতে চারিচরণেই প্রায় সমমিত্রাক্ষর থাকে; এবং কখন২ এক নাচাড়ীর সকল চরণে সমান মিত্রাক্ষর থাকে।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

অসৎ হইয়া যদি হইতে চাও সৎ।
দ্বিধাভাবে এক ভাবে ভাব সেই সৎ॥

বিরহ সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত, কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়, এই ফল বিরহিণীর শাপে॥

হর গুণ বর গুণ হইল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইল জামাই॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চ প্রেতনিরমিত বসিবার মঞ্চ॥
বর দেখি হিমালয় হইল হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥

কিন্তু কবিরা অনেক স্থলে শ, ষ, ও স-কারকে পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করেন, এবং জ-কার ও য-কারকে উভয়তঃ, ণ-কার ও ন-কারকে পরস্পর, এবং অ আ ভিন্ন এক জাতীয় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরকে অন্যোন্য মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা,—

দেখি পুরি বর্দ্ধমান্, সুন্দর চৌদিগে চান্, ধন্য২ গৌড় এদেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর, ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥
কৈলাস শেখর, অতি মনোহর, কোটি শশি পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সর গণের বাস॥

এখন এতেক সখীর মাজ।
বড় লাজ বঁধু ছাড় এ কায॥
নিরঞ্জন নিরাময় করহ স্মরণ।
কি জানি প্রাণ বিহঙ্গ পলাবে কখন॥
নিরুপম সে রূপ কি রূপে কব আমি।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী॥

কতিপয় কবি (অক্ষমতাবশতঃ বা অযত্নপূর্ব্বক) এমত সংযুক্তঅক্ষর-দ্বয়কে পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করিয়াছেন যদ্‌উভয়ের সকল ভাগ পরস্পর এক বা সমান নয়,কেবল সামান্যতঃ এক বা প্রায় এক রূপে উচ্চারিত হয়। এবং এক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণে পরস্পর, ণ বা ন-কারে ও ম-কারে, ড় ও র-কারে, এবং একস্থলে সংযুক্ত অন্যস্থলে অসংযুক্তাবস্থ এক অক্ষরকে, এবং আর কতিপয় হলকে পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

ফুল্ল ফুল তুল্য জীব আজিকা প্রফুল্ল।
জীর্ণ বিশীর্ণ স্খলিত গলিত কল্য॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

শুন ওহে শুন বিধি, তাহার বিরহে যদি, পঞ্চত্ব হইল তনু শুন তবে কথাটী।

জ্ঞানী হও গুণী হও হইবেক মান।
কীর্ত্তি কর স্মরণীয় হইবেক নাম॥
আছে নানামত, যে বন্ধন যত, সকলি হয় স্খলন।
কিন্তু প্রেমডোরে, যেই বান্ধাপড়ে, নাহিক তার মোচন॥
চামর ঢুলায় তারে ভরত শত্রুঘ্ন।
যোড় হাতে স্তব করে পবননন্দন॥
ঘর বড় এতবড় আইবড় ঝি।
বিবাহ না হলে পরে লোকে কবে কি॥
লাজব্রতী যতি কল্প হতেছে নির্লজ্জ।
অবলা সে জ্বালা কিসে করিবেক সহ্য॥

এক চরণের অন্তে বস্তুতঃ হসন্ত এবং অন্য চরণের অন্তে অনুচ্চারিত অকারান্ত হল বর্ণ পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করা গিয়াথাকে, যথা,

সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত্ কিঞ্চিত্।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥

এক চরণের বা পদের অন্তে উচ্চারিত অকারান্ত ব্যঞ্জন, এবং তদ্ যুগ্ম চরণের বা পদের অন্তে (৯ ও ১০ পৃষ্ঠায় দর্শিত নিয়মানুসারে) অনুচ্চারিত অকারান্ত ব্যঞ্জন ব্যবহার করিয়া, এবং ঐ উচ্চারিত অকারের অনুরোধে ঐ অনুচ্চারিত অকারের উচ্চারণ করিয়া ঐ (স্বর ব্যঞ্জন যুক্ত) বর্ণদ্বয়কে পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করাগিয়া থাকে (১)। এবং উভয় চরণের বা পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনদ্বয় উভয়েই অনুচ্চারিত অকারান্ত হইলেও যদি পূর্ব্ববর্ত্তি স্বরের অসমত্ব নিমিত্ত পরস্পরের সুমিল না হয়, তবে ঐ অনুচ্চারিত অকারদ্বয়ের উচ্চারণ করিয়া তাদৃশ মিত্রাক্ষরদ্বয়ের মিল করাগিয়াথাকে (২), যথা,—

তাই বলি জীব শুন, হও সদা এক মন,(১) দ্বিমনেতে নহে সিদ্ধ কর্ম্ম।
দ্বিমন হইলে জীব, বিফল হইবে সব, (২) বৃথা হবে এ দুর্লভ জন্ম॥*

---

* প্রথম চরণে প্রথম পদের শুন শব্দে নকারের পর অ-কার উচ্চারিত; কিন্তু দ্বিতীয় পদে মন শব্দের নকারের পর অ-কার সচরাচর অনুচ্চারিত হইয়াও শুন শব্দের সহিত মিলের নিমিত্তে উচ্চারিত হইল। দ্বিতীয় চরণে প্রথম পদে জীব শব্দের অকার ও দ্বিতীয় পদে সব শব্দের অন্ত্য অকার উভয়েই অনুচ্চারিত ছিল কিন্তু এস্থলে মিলের নিমিত্তে উচ্চারিত হইল।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

দুই পদের বা চরণের অন্তস্থ একজাতীয় স্বরদ্বয় অসংযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হইলে শুদ্ধ তন্মাত্রে মিত্রাক্ষর হয়, কিন্তু সংযুক্ত হইলে যে ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত তাহা উভয় চরণে বা পদে সমান হইলে তবে প্রকৃত রূপে মিত্রাক্ষর হয়, যথা,—

সর্ব্বশাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে।
করুণা সাগর বিনা কেবা কৃপা করে॥

কিন্তু নিম্ন চরণদ্বয়ের শেষাক্ষর যদিও সমান, তথাপি ঐ বর্ণ যাহাতে যুক্ত তাহা অসমান অর্থাৎ য় আর ব হওয়াতে ঐ আকারদ্বয় মিত্রাক্ষর রূপে গণ্য হইলনা, ও তদ্দ্বারা চরণেরও মিল হইল না, যথা,—

ধাতুময়ী মোরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া।
ভক্তি ভাবে গৃহে রাখি প্রত্যহ পূজিবা॥

কিন্তু কোন২ কবি কখন২ অসমান হল বর্ণে সমান স্বর যোগে মিত্রাক্ষর করিয়া চরণ বা পদ মিলাইয়া দেন, যথা,—

ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝি।
বিবাহ না হলে পরে লোকে কবে কি॥

মিত্রাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ।

এক মিত্রাক্ষরের পূর্ব্ব স্বর অন্য মিত্রাক্ষরের পূর্ব্ব স্বরের সহিত সমান না হইলে তদ্রূপ বর্ণযুক্ত চরণ দ্বয়ের সুমিলন হয় না, যথা অধঃপ্রদর্শিত ষট্ চরণে প্রকাশ:—

দেব দৈত্য শঙ্খ লৈল গদা অনুপম।
যত রত্ন লৈল তার কত কব নাম॥
শ্বেত রক্ত নীল পদ্ম নলিনী কুমুদ।
জল মধ্যে স্থানে স্থানে শোভে কোকনদ॥
যত কহে হাত ধরিয়া ধনী।
চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

অতএব নিম্ন লিখিত কএক চরণ সুমিলিতরূপে গণ্য, যথা,—

শরণ্য যে জন তাঁর, লওরে শরণ।
বরেণ্য যে ধন তার, কররে বরণ॥
ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশী বাসি লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে।
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে॥

মিলিত চরণ বা পদদ্বয়ের মধ্যে এক চরণ বা পদের শেষাক্ষর নঞ্ অর্থক না, অথবা সম্বোধন সূচক কোন চিহ্ন হইলে (৪৭ পৃষ্ঠা দেখ) তদ্যুগ্ম চরণের শেষেও ঐ না, বা সম্বোধন চিহ্ন ব্যবহৃত, এবং তৎ পূর্ব্ববর্ত্তি বর্ণ উভয় চরণে মিত্রাক্ষর রূপে মিলিত হইলে এমত মিলকে সুমিল বলাযায়, যথা,—

শুন সুবদনি ওহে, ঝটিতি প্রবিশ গৃহে, বাহিরে ক্ষণেক আর থেকো না লো থেকো না।
গ্রহণের কাল পেয়ে, রাহু আসিতেছে ধেয়ে, উহা পানে আর চেয়ে দেখো না লো দেখো না॥
ও তো নিজে মূর্খ রাহু, পসারি আসিছে বাহু, কায কি উহার ভয়, রেখো না লো রেখো না।
হেরি তব মুখ শশি, পাছে কি গ্রাসিবে আসি, অনর্থ পরের দায়ে, ঠেকো না লো ঠেকো না॥

শিব গেহিনি, শিব দেহিনি, শিব মোহিনি, শিব সোহিনি, গো।
গিরি বাসিনি, দুখ নাশিনি, মৃদু হাসিনি, মধু ভাষিণি, গো॥

পদ্যে বর্ণ গণনার নিয়ম।

সংস্কৃতে স্বরের সংখ্যানুসারে পদ্যরচনা হওয়াতে, স্বরহীন ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া ধর্ত্তব্য হয় না।

ছন্দ বিশেষে এক গুরু বর্ণ দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হয়।

বাঙ্গলাতে অবিকল সংস্কৃতছন্দের বর্ণ গণনা স্বরের সংখ্যানুসারে হয়, কিন্তু বাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত যে২ ছন্দ তাহাতে এক

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

অসংযুক্ত স্বর বা হল, স্বরযুক্তহল, অথবা দুই বা অধিক হলে সংযুক্ত বর্ণ এক বর্ণ গণিত হওয়াতে, এক হসন্তবর্ণও এক বর্ণ গণিত হয়, যথা,—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
অ স ৎ হ ই য়া য দি হৈ তে চা ও স ৎ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
এ ক চি ত্তে এ ক ভা বে ভা ব সে ই স ৎ॥

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
দেখি পুরি বর্দ্ধমান্, সুন্দর চৌদিগে চান্, ধন্য ধন্য
২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬
গ উ ড় এ দে শ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
ডা কৃ ডা কৃ হাঁ কৃ হাঁ কৃ মা ল্ সা ট্ সা র।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার॥

উক্ত কএক চরণের মধ্যে প্রথম চরণে তৃতীয় ও চতুর্দশ, ও দ্বিতীয় চরণে চতুর্দ্দশ বর্ণ বস্তুতঃ স্বরহীন, এই রূপ তৃতীয় চরণের অষ্টম ও ষোড়শ বর্ণ, ও চতুর্থ চরণের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ বর্ণ স্বর হীন হওয়াতে সংস্কৃত পদ্যে বর্ণ বলিয়া গণ্য নয়, কিন্তু বাঙ্গলায় অন্য যে কোন বর্ণের সঙ্গে সমান রূপে এক বর্ণ গণিত হইয়া ছন্দ মিলিত হয়, যথা উক্ত দৃষ্টান্তে হইল।

অতএব হসন্ত বর্ণ সংস্কৃতে ছন্দের নিয়মিত সংখ্যক অক্ষরের অপেক্ষা বাড়তি রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাতে ছন্দঃপতন হয় না, কিন্তু বাঙ্গলায় বাড়তি বর্ণের ব্যবহারে প্রায়ই ছন্দঃ পতন হয়। তবে যেখানে সে দোষ না ঘটে এমত বোধ হয়, সেখানে ব্যবহারো করা যাইতে পারে, যথা,—

রজনী বাসর, মাস সংবৎসর, দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাই ভেদ, সুখ দুঃখ একাকার॥

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সংস্কৃতছন্দের প্রকার ভেদ।

তোটক

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে দ্বাদশ স্বর থাকে, তন্মধ্যে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ গুরু, অবশিষ্ট লঘু, যথা,—

দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।
কবি রাজ কহে যত গৌড় জনে॥

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

এই ছন্দও দ্বাদশ স্বরবিশিষ্ট, কিন্তু বিশেষ এই যে তন্মধ্যে, প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও শদম লঘু, বক্রী গুরু, যথা,—

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

দ্রুতগতি বা ত্বরিতগতিচ্ছন্দঃ।

দ্রুতগতিচ্ছন্দে দশ স্বর—তন্মধ্যে পঞ্চম ও দশম গুরু, অবশিষ্ট লঘু, যথা,—

কনক ছটাজিনি বরণা। চমরছটা কচরচনা॥
ভণতি যথা গতি মতি না। কবি মদনে দ্রুত গতি না॥

গজগতি চ্ছন্দঃ।

গজগতিতে আট স্বরথাকে;—তাহার চতুর্থ ও অষ্টম গুরু, যথা,—

তুমি ধনী গুণবতী। ইহজনে কর মতি॥
মদন মোহন কৃতী। ভণতিহে গজগতি॥

পজ্ঝটিকাচ্ছন্দঃ।

এই জাতিচ্ছন্দে ষোড়শ লঘুস্বর থাকা চাই;—তত্সমুদায় স্বভাবতঃ লঘু হউক অথবা এক লঘুতে এক, ও এক গুরুতে দুই লঘু গণিত হইয়া ষোড়শ লঘুস্বর পূর্ণ হউক, যথা,—

১ ২ ৩-৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯-১০ ১১ ১২ ১৩-১৪ ১৫-১৬
শ শি শে খ র শিব শ ম্ভু শি বে শ।
১ ২ ৩-৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯-১০ ১১ ১২ ১৩-১৪ ১৫-১৬
ক ম লা ক র ক ম লা হি ত বে শ॥

মদনঃ প্রবদতি সকরুণ বাণীঃ।
কতি কতিশঃ প্রণমতি পটুপাণীঃ॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং॥
হে হরি হর হর দুষ্কৃতি ভারং॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

অনুষ্টুপচ্ছন্দঃ।

এইছন্দের প্রত্যেক চরণে অষ্টস্বর থাকে,—তন্মধ্যে পঞ্চম সকল চরণে, এবং সপ্তম দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে প্রায় লঘু হয় ও ষষ্ঠ বর্ণ প্রায় সকল চরণে গুরু, যথা,—

আইল নৃপবালিকা। মন্মথশিখিজ্বালিকা॥
কামবিশিখপালিকা। মদনহৃদয়লালিকা॥

গাম্ভীর্য্যে রতনাকর। স্থৈর্য্যে হিমধরাধর।
ক্রোধে যেমন কালাগ্নি। ক্ষমাতে সদৃশ ক্ষৌণী॥

বাঙ্গলায় যেমন পয়ার, সংস্কৃতে তেমনি অনুষ্টুপচ্ছন্দ অতিসহজ ও সচরাচর প্রচলিত।

সংস্কৃতে একাক্ষর হইতে ষড়্‌বিংশত্যক্ষর পর্য্যন্ত (নানাপ্রকার) ছন্দ আছে, তন্মধ্যে কেবল উপরি দর্শিত কএক ছন্দ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট অনেক ছন্দ ব্যবহার করিলে করাযাইতে পারে। পরন্তু যদি বর্ণের গুরুত্ব লঘুত্ব বা মাত্রার পরিমাণে ছন্দ রচনা করিলে সংস্কৃতচ্ছন্দোনুরূপ সুললিত না শুনায়, তবে শুদ্ধ তদ্‌বর্ণসংখ্যানুসারে ছন্দ করাযাইতে পারে, এবং তদ্রূপ ছন্দের সংস্কৃত নাম ব্যবহার্য্য না হইলেও কেবল অক্ষর সংখ্যানুসারে বৃত্তি বা ছন্দ বলাযাইতে পারে, যথা,—

দিগক্ষরাবৃত্তি।

হৃষ্ট চিত্তে শিষ্ট দুই জন। পূজার করিল আয়োজন॥
কাঞ্চীরে কলিরে দিয়ে বলি। মদনে কহিছে স্তবাবলি॥

শম্ভু শুভঙ্কর শঙ্কর হে। পাদতলাশ্রিত কিঙ্কর হে॥
ভীম ভবাম্বুধি ভাবন হে। দীন সুদুঃখ বিদারণ হে॥

ত্রয়োদশ অক্ষরাবৃত্তি।

কিঙ্করে করুণা কুরু খরকর হে।
মদনে সম্মদ দেহি দিবাকর হে॥

বাঙ্গলা ছন্দের প্রকার ভেদ।

পয়ার।

পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ বর্ণ থাকে;—তন্মধ্যে অষ্টম ও নবমের মধ্যে (উচ্চারণ সুগমতা জন্য) প্রায় এক যতি থাকে, যথা,—

চন্দ্র সবে ষোল কলা, হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ, চৌষট্টি কলায়॥

পদ্মিনী মুদয়ে আখি, চন্দ্রকে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে পদ্মিনী আখি মেলে॥

শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি, সে মুখ সুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ, অন্তরে কালিমা॥

ভঙ্গ পয়ার।

এই ছন্দের (প্রত্যেক) প্রথম চরণ অষ্ট বর্ণ বিশিষ্ট এক পদের দ্বিরুক্তিতে দুই পদে ষোড়শ বর্ণবিশিষ্ট হয়, ও দ্বিতীয় চরণ সাধারণ পয়ারের ন্যায় চতুর্দ্দশ অক্ষরবিশিষ্ট, যথা—

চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া, চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক, শুনি চমকিত লোক।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

একাবলীচ্ছন্দঃ।

একাবলী একদশঅক্ষরা। এই ছন্দে প্রত্যেক চরণের ষষ্ঠ ও সপ্তম অক্ষরের মধ্যে (উচ্চারণ সুগমতা জন্য) প্রায় যতি থাকে, যথা,—

সেই বিশ্বনাথ, বিশ্বের সার।
ভব নাম ভব, করিতে পার॥
শুনিয়া ব্যাসের, হইল রোষ।
ভারত কহিছে, এ বড় দোষ॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দঃ*।

দীর্ঘ ত্রিপদী চরণস্থ তিন পদের প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রেত্যেকে অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে মিলিত, তৃতীয় পদ দশবর্ণযুক্ত এবং যুগ্ম চরণের তৃতীয় পদের সহিত অক্ষরে ও মিত্রাক্ষরে মিলিত হয়, যথা,—

পতি শোকে রতি কাঁদে (১), বনাইয়া নানা ছাঁদে (২), ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে (৩)।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির পড়য়ে ধারে, কামঅঙ্গভস্ম লেপি অঙ্গে॥
বিরহ সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত, কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়, এই ফল বিরহিণীর শাপে॥

দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী।

এই ছন্দের প্রত্যেক প্রথম চরণে দুই পদ থাকে. তৎ প্রত্যেক পদ দশ বর্ণ বিশিষ্ট ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে মিলিত, এবং দ্বিতীয় চরণ সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীর মত ষড়্‌বিংশতি বর্ণবিশিষ্ট, তিনপদে বিভক্ত, ও শেষ পদ প্রথম চরণের শেষ পদের সঙ্গে মিত্রাক্ষরে মিলিত, যথা,—

চোর লয়ে কোতোয়াল যায় (১), দেখিতে সকল লোক ধায় (২)।
বালক যুবক জরা (১), কাণা খোঁড়া করে ত্বরা (২), গবাক্ষেতে কুল বধূ চায় (৩)।
কেহ বলে এ চোর কেমন, এখনি চুরি করিল মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে, ভারত কহিছে ছলে, পতি নিন্দ আপন আপন॥

লঘুত্রিপদীচ্ছন্দঃ।

যে চরণের প্রথম দুই পদে ছয়২ এবং শেষ পদে আট অক্ষর থাকে তাহাই সচরাচার লঘু ত্রিপদী চ্ছন্দ বলাগিয়া থাকে, যথা,—

কৈলাস ভূধর (১), অতি মনোহর (২), কোটি শশি পরকাশ (৩)।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সর গণের বাস॥
তরু নানা জাতি, লতা নানা ভাতি, ফুলে ফলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, বিবিধ পশু শোভিত॥

* ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক, সার অসার সংসারে॥

তরল ত্রিপদী।

তরল ত্রিপদী চরণ লঘু ত্রিপদীর ন্যায়, কেবল তাহার শেষ পদে তদপেক্ষা এক অক্ষর অধিক এই মাত্র বিশেষ, যথা,—

শুনি সর্বিশেষ, করিলা প্রবেশ, হাতে স্বর্গ পায় প্রায় রে।
কহিছে মদনে, নৃপের সদনে, দেখিবে চল তথায় রে॥

কেচিৎ কবি প্রথম ও দ্বিতীয় পদে পাঁচ২ ও তৃতীয় পদে সাত বর্ণ ব্যবহার করিয়া তদ্রূপ চরণকেও লঘু ত্রিপদী কহিয়াছেন, যথা,—

চঞ্চল চল, মণিকুণ্ডল, কিঙ্কিণি কল নাদং।
রাজিত রজঃ, পদ নীরজ, মদন ব্রজ পাদং॥

লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী।

ইহার প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ ক্রমে দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদীর ন্যায়, কেবল দীর্ঘ হইতে লঘুতে প্রত্যেক পদে দুই অক্ষর ন্যূন মাত্র, যথা,—

ওরে বাছা ধুমকেতু (১), মাবাপের পুণ্য হেতু (২)।
কেটে ফেল চোরে (১) ছেড়ে দেহ মোরে (২), ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু (৩)॥
কোটাল কহে এ নয়, দোহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে, যাহার যে ঘটে, ভারত উচিত কয়॥

ললিতচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক ললিত চরণে চারিপদ থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরস্পর অক্ষরের সংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে মিলে। এবং চতুর্থ পদ তদ্যুগ্ম চরণের ঐ পদের সঙ্গে উক্ত রূপে মিলে; পরন্তু তৃতীয় পদ পূর্ব্বপদদ্বয়ের সহিত অক্ষরের সংখ্যাবিষয়ে মিলে কিন্তু মিত্রাক্ষর বিষয়ে কখন মিলে কখন মিলে না। ললিত ছন্দও লঘু দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার, যথা নিম্ন দর্শিত দৃষ্টান্ত দৃষ্টে বিশেষে বিদিত হইবে,—

দীর্ঘললিতচ্ছন্দঃ ।

জয় মৃত্যুঞ্জয় জায়া (১), মহেশমোহিনি মায়া (২), হয়ে গোদাবরি গয়া (৩) অবনিতে এসেছ (৪) ।
ওগো শিব প্রেম পাত্রি (১), জীবের কৈবল্য দাত্রি (২), মদনের মুক্তি কর্ত্রী (৩), হয়ে মাগো বসেছ (৪) ॥

বিধু তো কলঙ্কী বলে (১), কলঙ্ক ধরেছে গলে (২), আমি মলে তার আর (৩), কি অধিক পুষিবে (৪) ।
ভুজঙ্গের সঙ্গে থাকা (১), অঙ্গে তার বিষ মাখা (২), সে চন্দনে দৈলে দেহ (৩), কেবা তারে রুষিবে (৪) ॥
নিজে কাম দগ্ধকায় (১), আমারে দহিতে চায় (২), এ সহজ দোষে তায় (৩), কেবা তারে দুষিবে (৪) ।
জগৎ প্রাণ নাম ধরে (১), প্রাণ যদি মার মোরে (২), তব এ কলঙ্ক বায়ু (৩), কেবা নাহি ঘুষিবে (৪) ॥

লঘু ললিতচ্ছন্দঃ ।

নয়ন কেবল (১), নীল উতপল (২), মুখ শতদল (৩), দিয়া গঠিল (৪) ।
কুন্দে দন্ত পাঁতি (১), রাখিয়াছে গাঁথি (২), অধরে নবীন (৩), পল্লব দিল (৪) ।
শরীর সকল (১), চম্পকের দল (২), দিয়া অবিকল (৩), বিধি রচিল (৪) ।
তাই ভাবি মনে (১), তবে কিকারণে (২), পাষাণেতে তব (৩), মন গঠিল (৪) ॥

চতুষ্পদী বা চৌপদী ।

চৌপদী চরণ দীর্ঘ হউক বা লঘু হউক, তাহার প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পদ অক্ষরসংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে পরস্পর মিলে, এবং চতুর্থ পদ তদ্ যুগ্ম চরণের চতুর্থ পদের সঙ্গে অক্ষরের সংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে মিলে । কিন্তু পূর্ব্বপদত্রয় হইতে চতুর্থ পদের অক্ষরসংখ্যা ন্যূন হয়, যথা নিম্নদর্শিত দৃষ্টান্ত কতিপয়ে প্রকাশ ।

দীর্ঘচতুষ্পদীচ্ছন্দ অক্ষরের সংখ্যানুসারে কএক প্রকার, যথা,—

হরগৌরী রূপ ।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

দোঁহার আধ আধ আধ শশী, শোভাদিল বড় মিলিয়া বসি, আধ জটা জুট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা, আধগলে শোভে গরল কালা, আধই সুধামাধুরি রে॥
এক হাতে শোভে ফণি ভূষণ, এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ, আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তাম্বুল পূরি রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়, হর গৌরী বিয়া হইল সায়, সবে বল হরি হরি রে॥

প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই, উঠ চল যাই সই, কি হইবে থাকিলে।
তবেতো হইবে সুখ, হেরিব তাহার মুখ, সহিব এতেক দুখ, প্রাণে সখি বাঁচিলে॥

কুলের মাথায় বাজ, তেয়াগিয়া লোকলাজ, ভজিব সে ব্রজরাজ, লয়ে চল চল।
দেখিব সে শ্যাম রায়, বিকাইব রাঙ্গাপায়, ভারত ভাবিয়া তায়, ভাবে ঢল ঢল॥
মিছা দারা সুতলয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে, যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের, ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে॥

লঘুচতুষ্পদীও কএক প্রকার, যথা,।—

আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি উহারে।
যোগিনী হইয়া, উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া, সাগর পারে॥

(জয়) ত্রিলোক তারক, ত্রিলোক পালক, ত্রিলোক নাশক, মহেশ্বর।
(জয়) সরোরুহাশ্রিত, বিধি প্রতিষ্ঠিত, পুরন্দরার্চিত, পুরন্দর॥

হে বহু ভাষিণি, দৈত্য বিনাশিনি, যুদ্ধ বিলাসিনি, ত্রাহি শিবে।
হে মৃদু হাসিনি, ঘোর নিনাদিনি, তারয় তারিণি, মাংহি ভবে॥
(জয়) কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানব, ঘাতন।
(জয়) পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন, রঞ্জন॥

কুসুমের ভার, রাখে চারিধার, কি কহিবতার, শোভা।
যুবক যুবতী, পুলক মূরতি, রতি পতি মতি, লোভা॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

মালঝাঁপ ছন্দ॥

মালঝাঁপ চরণও চৌপদী।—ইহার প্রথম দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পদে চারি অক্ষর করিয়া থাকে, এবং চতুর্থ পদে ছন্দ লঘু হইলে দুই, দীর্ঘ হইলে তিন অক্ষর থাকে, যথা,—

লঘু মালঝাঁপ।

কোতয়াল, যেনকাল, খাঁড়া ঢাল, ঝাঁকে।
খরিবাণ, খরশাণ, হান হান, হাঁকে॥
ভারতের, গোবিন্দের, চরণের, আশ।
পরিণাম, হরিনাম, আর কাম, পাশ॥

স্তনভারে, একে নারে, চলিবারে, ললনা।
তাহে অতি, সে যুবতী, মৃদুগতি, চলনা॥
নিশিযোগে, সুখভোগে, সে কি যোগে, যাইত।
মনোরথ, যদি রথ, সে মন্মথ, না দিত॥

তূণকচ্ছন্দঃ।

তূণক চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে চারি২ অক্ষর ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে মিল থাকে, ও শেষ পদে সাত অক্ষর তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষরের মধ্যে এক যতি থাকে, যথা,—

মৈল দক্ষ (১), ভূত যক্ষ (২), সিংহনাদ, ছাড়িছে।
ভারতের (১), তূণকের (২), ছন্দবন্দ, বাড়িছে।

মালতীচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক মালতী চরণ পঞ্চদশ বর্ণ বিশিষ্ট, এবং তাহার শেষ বর্ণ প্রায়সম্বোন চিহ্ন বা নঞ অর্থক অক্ষরই হইয়া থাকে, যথা,—

ওলো ধনি পুন আর একটিবার চাও লো।
বাঁচি কি না বাঁচি তাতে দেখে যাই তাও লো॥
কেন না শুনেছি পুরাতন লোকে কয় লো।
জলেতে কাটয়ে জল বিষে বিষ ক্ষয় লো॥

রমণী জনম যেন আর কেহ লয় না।
যদি লয় তবু যেন কুলবধূ হয় না॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

যদি কুলবধূ হয় প্রেম যেন করে না।
যদি করে যেন পরাধীনা হয়ে মরে না॥

চামরচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক চামর চরণও পঞ্চদশ অক্ষর বিশিষ্ট, যথা--

ভূপ মৈঁ তেহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর যায় কে।
ভূপকে সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায় কে॥
রাজপুত্রী-কী কথা বিশেষ মৈঁ সুনায় কে।
একমেঁ হাজার লাখ্ মৈঁ বোলা বনায় কে॥

কুসুমমালিকাচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক কুসুমমালিকা চরণ ষোড়শ বর্ণসম্পন্ন, যথা,—

যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাশে আকাশে ভাস্কর দেখে॥
হৈল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
দৃষ্টিকরে সে অপূর্ব্ব পুরি তুষ্ট অতিশয়॥

পঞ্চপদী পদ্য নাচাড়ীতে প্রায় নাই, ধুয়াতে কখন২ রচিত হয়, যথা,—

শিবগেহিনি, শিবদেহিনি, শিবরোহিণি, শিবমোহিনি,
শিবসোহিনি গো।
মৃদুহাসিনি, মধুভাষিণি, খঞ্জনাশিনি, গিরিবাসিনি,
ভারতাশিনি গো॥

বন্দনা, স্তব, বা নামাবলি আদি কোন বিশেষ ছন্দে রচণা করিয়া কখন২ জয় শব্দ চরণের প্রথমে অথবা সম্বোধন বোধক কোন চিহ্ন প্রথমে বা শেষে অতিরিক্ত (কিম্বা কদাচিৎ অনতিরিক্ত) রূপে ব্যবহার করাযায়, যথা,—

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর, দিগম্বর।
জয় কৃতান্তকেশব, কুবেরবান্ধব, ভবাজ ভৈরব, পরাৎপর॥
জয় পিনাক পণ্ডিত, পিশাচমণ্ডিত, বিভূতিভূষিত, কলেবর।
জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত, উমেশপর্ব্বত, সুতাবর॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

ভীম ভবাম্বুধি ভাবন হে। ভক্ত ভবাগতিভঞ্জন হে।
মদনাশ্রিত পাদসুপঙ্কজ হে। ক্ষুব্ধমনোমকরধ্বজ হে॥

হে—হরসুত, বহু গুণযুত, হর দুষ্কৃতি ভারং।
হে—গণপতি, কুরুসম্প্রতি, দুর্গতি অবহারং॥

দেহি সুবিধি, হে গুণনিধি, ভববারিধিনাবং।
হে গজমুখ, ভবসম্মুখ, ত্যজ বৈমুখ ভাবং॥

কখন২ ত্রিপদীচ্ছন্দে প্রথম চরণের কেবল শেষ পদটী রচিত হয়, যথা,—

হর হর মমদুখ হর।
হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ, হিমকরশেখর শঙ্কর॥

উর লক্ষ্মি কর দয়া।
ব্রহ্মার জননী, বিষ্ণুর ঘরণী, কমলা কমলালয়া॥

ত্রিপদী, চৌপদী, ও পঞ্চপদী ধুয়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ কখন সুরের বিশেষানুসারে অন্যরূপে অর্থাৎ গীতানুরূপে রচিত হয়, যথা।—

জয়, দেবি জগন্ময়ি, দীন দয়াময়ি।
শৈলসুতে, করুণানিকরে।
জয়, চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি।
দুর্গবিঘাতিনি, মুখ্যতরে।

গীতও এক প্রকার পদ্য বটে, কিন্তু তাহার সকল চরণে অক্ষরের সংখ্যা কদাচিৎ সমান হয়, কিন্তু সুরের বিশেষানুসারে কোন চরণ খর্ব্ব কোন চরণ দীর্ঘ হয়, এবং কোন চরণ একপদী কোন বা ত্রিপদী বা অধিকপদী হয়। গীতের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষরে মিলিত, এবং আর২ বিষয়েও প্রায় সমান হইয়া থাকে; শেষ চরণ ধুয়ার সঙ্গে মিত্রাক্ষরে মিলে, মধ্যে এক চরণ থাকিলে তাহা ধুয়ার সঙ্গে মিত্রাক্ষরে মিলে, দুই থাকিলে পরস্পর অথবা ধুয়ার সঙ্গে মিলে, এবং অধিক থাকিলে দুই২ করিয়া অথবা ধুয়ার সঙ্গে মিলে।

বৈঠকী গীত মাত্রেরি প্রায় প্রথম চরণ ধুয়া হইয়া থাকে।

বাঙ্গলাতে সংস্কৃতানুসারে এক পদ্যগ্রন্থ অনেকচ্ছন্দে রচিত

হয়। কিন্তু তথাপি (বিশেষ এই যে) এক নচাড়ীতে* যত চরণ থাকে, তাহা একছন্দে রচিত হয়, ও তাহার শেষে প্রায় গ্রন্থকর্ত্তার নামে ভণিতা থাকে।

অধিকাংশ পদ্যগ্রন্থ এরূপে রচিত, যে শুদ্ধ পাঠকরা যাইতে পারে অথচ বিশেষ সুরে গাওয়া যাইতে পারে।

যে পদ্যগ্রন্থ গাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেক নাচাড়ীর উপরেই প্রায় গীতরূপে রচিত এক কবিতা থাকে,—তাহার নাম ধুয়া; ঐ ধুয়া অগ্রে গীত হয়, এবং পরেও নাচাড়ীর প্রত্যেক বা বিশেষ২ চরণের পরে গীত হয়।

পদ্যস্বতন্ত্রতা।

পদ্যে মাত্র ব্যবহার্য্য পদের নির্দ্দেশ।

কতক গুলি পদ আছে যাহা পদ্যেই কেবল ব্যবহার করা যায়, যথা :—

হেরণ, ভণন, পয়ান, হেন, হেরো, হিয়া, যেবা, কোন্‌ক্ষণে, নট, ভায়, উচ, মো-সবার, তোমা-ধন, ভালি, কিয়া, বিমরিষ ইত্যাদি।

অনট প্রত্যয়ান্ত (সংস্কৃত) শব্দ সমূহের মধ্যে যে সকল গদ্যেতে ধাতু-রূপে চলিত নাই তাহার অধিকাংশ পদ্যে ধাতুগণ্য এবং (১২৮ পৃষ্ঠায় দর্শিত) ধাতুরূপে ব্যবহৃত অনট প্রত্যয়ান্ত পদের ন্যায়রূপ করা যায়, যথা, দলন—দলিলে; মর্দ্দন—মর্দ্দিয়া;—বিতরণ—বিতরিয়া ইত্যাদি।

না ভাগান্ত ক্রিয়া বাচক শব্দের না ভাগ ত্যাগপূর্ব্বক অবশিষ্ট ভাগকে এবং অ-কারান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দকে এবং কদাচিৎ অন্যশব্দকেও ধাতু করিয়া (প্রথম শ্রেণিস্থ ধাতুর) বিভক্তি যোগে রূপ করা যায়, যথা—

বিবেচনা	হইতে	বিবেচিয়া,	বর্ণনা	হইতে	বর্ণিতে,
ভৎর্সনা	,,	ভৎর্সিব,	বন্দনা	,,	বন্দিলাম
কল্পনা	,,	কল্পিয়া;	লাঞ্ছনা	,,	লাঞ্ছিয়া
বঞ্চনা	,,	বঞ্চিল;	প্রকাশ	,,	প্রকাশিতে
প্রবোধ	,,	প্রবোধিয়া;	প্রণাম	,,	প্রণামিয়া
কুলুপ	,,	কুলুপিল;	বিস্তার	,,	বিস্তারিয়া

পদ রূপকরাগেল, এবং আর অনেক রূপ সিদ্ধ হয়।

সামান্য কথোপকথনে অনেক কথা যেরূপ সঙ্ক্ষেপ করিয়া বলাযায় সেরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত পদও পদ্যেতে ছন্দের নিমিত্তে

---

* পদ্য গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদের নাম নাচাড়ী।

আবশ্যক মতে ব্যবহার করাযায়। উক্তরূপ সঙ্ক্ষেপের নিয়ম, যথা।—

১ ক্রিয়াপদের মধ্যস্থ ই (ব্যঞ্জনের পর ও স-কারের পূর্ব্ববর্ত্তি না হইলে) লুপ্ত হয়, যথা,—

বলিব—বল্‌ব, ধরাইব—ধরাব, করিলাম—কর্‌লাম।

২ হি ক্রিয়াপদের মধ্যে থাকিলে লুপ্ত হয়, এবং অন্তে থাকিলে তাহার শুদ্ধ হ্‌ লুপ্ত হয়, যথা, কহিব—কব,* সহি—সই।

পদমাত্রের মধ্যস্থিত ইও বা উয়া ভাগ ও-কারে, এবং ইয়া ভাগ একারে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, যথা, বলিও—বলো, পটুয়া—পটো; ধরিয়া—ধরে, মুটিয়া—মুটে।

ইয়া-বিশিষ্ট পদে অন্যস্বর না থাকিলে ঐ ইয়া সামান্যতঃ ইঁয়ে বলা যায়, যথা, গিয়া—গিঁয়ে, নিয়া—নিঁয়ে।

ইয়া, ইও, বা উয়া ভাগান্ত পদে আ-কার থাকিলে ঐ আকার একারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, মারিয়া—মেরে, যাইও—যেও, মাঠুয়া—মেঠো।

প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণিস্থ ক্রিয়াপদের আদি স্থিত আই এ হয়, যথা, পাইলাম—পেলাম।

ক্রিয়া পদস্থ আইয়া বা ওয়াইয়া ভাগ ইয়ে হয়, যথা, বেড়াইয়া—বেড়িয়ে, ধরাইয়া—ধরিয়ে, খাওয়াইয়া—খাইয়ে, শোওয়াইয়া—শুইয়ে, দেওয়াইয়া—দিয়ে† ।

সংযুক্তরূপ বর্ত্তমান আর অপূর্ণ ভূত কালীয় (ক্রিয়া) পদস্থ চতুর্থের ইতে ভাগ হলপূর্ব্বক হইলে লুপ্ত হয়, এবং স্বরপূর্ব্বক হইলে চ্‌ হয়, অথবা ইতে ভাগের শুদ্ধ ই লুপ্ত হয় যথা, করিতেছে—কর্‌ছে, কর্‌তেছে; বলিতেছিলাম—বল্‌ছিলাম বল্‌তেছিলাম; হইতেছে—হচ্ছে, হতেছে; যাইতেছি—যাচ্ছি, যেতেছি।

ক্রিয়াপদের অন্তেস্থিত হে, য়্‌ হয়, যথা,—কহে—কয়্‌

হেন্‌ ন্‌ ,, রহেন—রন

হিস্‌ {ইস্‌ ,, কহিস্‌—কইস্‌

{স্‌ রহিস—রস্‌

হা, ওয়া, ,, সহা—সওয়া

---

* কলিকাতার ও তদন্তঃপাতি লোক ক্রিয়াপদের মধ্যস্থ হি ভাগের কেবল হ্‌ মাত্র লোপ করে, যথা, রহিলাম—রইলাম, কহিব—কইব।

† ওয়াইয়া ভাগের পূর্ব্ববর্ত্তি ও উ হয়, এবং এ ই হয়।

ইহা, উহা, ও তাহা শব্দ ক্রমে এ, ও, তা হয়, যথা, ইহাকে—একে, উহার—ওর, তাহাতে—তাতে।

প্রথম পুরুষ বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াপদের অন্তেস্থিত না সামান্যরূপে নে হয়, যথা, পারিনা—পারিনে।

পদান্তরে সংযোগবিনা ব্যবহৃত নাই সামান্যতঃ নে হয়, যথা, তিনি সেখানে নাই বা নেই। নঞর্থবাচি হয়, যথা, যাইনাই—যাইনি।

সামান্য কথোপকথনে কখন২ দুই তিন পদ একত্রে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, যথা,—খা আসিয়া—খেসে, পড়িয়াদেখগিয়া—পড়েদেখগে।

এতদ্ভিন্ন, ছন্দ আদির অনুরোধে অনেক পদকে বিশেষ রূপে সঙ্ক্ষেপ করাযায়, এবং সে বিশেষ রূপ গদ্যেতে প্রায় ব্যবহৃত হয় না, উক্তরূপ সঙ্ক্ষেপের নিয়ম যথা,—

সংযুক্ত রূপ বর্ত্তমান কালীয় পদস্থ চতুর্থের তে ভাগ লুপ্ত হয়, যথা,—করিতেছে—করিছে, বলিতেছে—বলিছে।

প্রথম শ্রেণিস্থ ধাতুর ক্ত্বাচ্ পদের ইয়া ভাগ কখন লুপ্ত কখন বা ইয়ে ভাগে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা,—করিয়া—করি, বা করিয়ে।

ইলাম বিভক্তি ইনু হয়, যথা, করিলাম—করিনু।

পদের মধ্যস্থিত অকারপূর্ব্বক ই আর উ ক্রমে ঐ-কারে আর ঔ-কারে সঙ্ক্ষিপ্ত হয় যথা, হইল—হৈল, লইতে—লৈতে; (সহিতে)সইতে—সৈতে হউক—হৌক,।

কতকগুলি পদ অনিয়মিত রূপে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, যথা, নাপারিব—নারিব বা নার্‌ব, করিল—কৈল, মরিল—মৈল, না-হইবেক—নহিবেক, ইত্যাদি।

ছন্দোনুরোধে কতকগুলি পদে বর্ণবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ,—

ত্ন, গ্ন, ম্ন, ক্ত ও রেফাদি যুক্ত অনেক বর্ণের মধ্যে অ-কারের আগম হয়, যথা, রত্ন—রতন, মগ্ন—মগন, জন্ম—জনম, ভক্তি—ভকতি, উৎপল—উতপল, প্রাণ—পরাণ, মর্ম্ম—মরম, ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ বর্ত্তমান কালীয় অসংযুক্তরূপ ক্রিয়াপদের অন্ত্য এ-কারের পূর্ব্বে অয় ভাগের আগম হয়, যথা,—করে—করয়ে, কাটে—কাটয়ে।

দ্বার শব্দ—দুয়ার হয়, এত—এতেক, অত—অতেক, তত—ততেক, যত—যতেক, এবং কত—কতেক হয়, ইত্যাদি।

বিভক্তিযুক্ত সংস্কৃত পদ বাঙ্গলা গদ্যেতে প্রায় চলিত নাই,

কিন্তু তাহার অধিকাংশ পদ্যেতে মধ্যে২ ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে, যথা,—১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

কোন২ পণ্ডিত কবি বাঙ্গলাছন্দে সংস্কৃত পদ গ্রন্থনদ্বারা স্তব বন্দনাদির রচনা এরূপে করিয়াছেন যে তাহা এক প্রকার সংস্কৃত বলাযাইতে পারে, যথা,—মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড ভানু ভাস্কর হে।
কাতরে বিতর কৃপা, দিবাকর হে॥
কালিয় দমন, কংস নিসূদন, কেশি মথন, কংসারে।
নূতন নীরদ, নীল কলেবর, নন্দ নন্দন, নরকারে॥

জয়, ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর।
জয়, সুরারিনাশন, বৃষেশবাহন, ভুজঙ্গভূষণ, জটাধর॥

কখন২ বাঙ্গলাছন্দে এমত অবিকল সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন যে তাহা সংস্কৃত বই বলাযাইতে পারে না, যথা,—
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে, স্ফুটতি নলিনীজালং।
ভ্রমদ কলাপে, বিহিত বিলাপে, সীদতি রহসি বিশালং॥
শ্রীকবি মদনো, ধৃতহরিচরণো, রচয়তি রহিত বিষাদং।
বিহিত সুসজ্জাং, পরিহর শয্যাং, নৃপসুত স্মর হরিপাদং॥

জয় চামুণ্ডে২, জয় চামুণ্ডে২।
কর কলিতাসি বরাভয় মুণ্ডে॥
লট পট কেশে, সুবিকট বেশে, হুতদনুজাহুতি মুখশিখি কুণ্ডে।
কলিমলমথনং, হরিগুণকথনং, বিরচয় ভারত কবিবরতুণ্ডে॥

কোন২ কবি রচনা কৌশল বা বৈচিত্র্য প্রকাশমানসে বাঙ্গলাছন্দে বাঙ্গলা পদমধ্যে হিন্দী মিসাইয়াছেন, অথবা শুদ্ধ হিন্দী গাঁথিয়াছেন, যথা,—দুহুভুজ পাশ-হি দুহজন বন্ধন। চিরদিন ভুক পিয়াসা। ঘন২ ভুরু কামান টানে। ব্যাঘ্রগুলা কত কোক বিদারে। মাভৈরিতি যুবরাজ ফুকারে॥ ঢুঁড়ত ঘুরত পল্বল নারে। রোয়ত শূকর মেঘ গভীরে॥

ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মাণ সে বুহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায়॥

ঢাল দিয়া তলবার দিয়া, জর পোষকিয়া, সব্কাব্য পঢ়ায়া।
ভট্ট হো অব্ভণ্ড ভয়া, কবিতাই ভটাই মেঁ দাগ চঢ়ায়া॥

কবিরা যে সকল পদ হিন্দী বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ শুদ্ধ হিন্দী নয়, যথা—

হোশিয়ার পদকে হুঁসার করিয়াছেন, ভয়া বা ভৈলা পদকে ভেল লিখিয়াছেন, পিয়াস শব্দ স্থলে পিয়াসা বলিয়াছেন।

মহাকবিপ্রয়োগ।

কোন২ বড় কবি (স্থল বিশেষে) কোন২ পদ এরূপে ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহা ব্যাকরণসিদ্ধ নয় এবং সচরাচর ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও নয়, যথা।—

দেয়	পদস্থলে	দেই	নিভাইল	পদস্থলে	নিভায়ল
নেয়	,,	নেই	আমি বা মুই	,,	মুহি
খেলে	,,	খেলই	তুমি বা তুই	,,	তুহি
দংশে	,,	দংশই	দুই	,,	দুহ
না কহিও	,,	না কহ	কাপুরুষতা	,,	কাপুরুষতাই
বারয়ে	,,	বারই	ইত্যাদি।—		

আর২ দুই এক কবিও মহাকবিপ্রয়োগ প্রমাণে তদনুরূপে উক্তরূপ পদ গাঁথিয়াছেন ও গাথিয়া থাকেন।

পদ্যে পদবিন্যাস।

পদবিন্যাসের যে নিয়ম ও ক্রম বর্ণনা করাগিয়াছে তাহা বিশেষে গদ্যের নয় কিন্তু গদ্য-পদ্য-সাধারণ। তথাচ বিশেষে জ্ঞাতব্য এই যে উক্ত নিয়মক্রমে বিন্যস্ত কোন বাক্যে বা বাক্যাংশে যদি ছন্দ হয় এবং পদ্য শুনায় (অর্থাৎ তাহতে যদি সেই অনির্ব্বচনীয় পদ্য ভাবটী পাওয়া যায়) তবেই তাহা পদ্য নতুবা সংখ্যাত বর্ণে পদ্যের নিয়মক্রমে গ্রথিত গদ্য মাত্র। অতএব শ্রবণে পদ্য শুনাইলে পদবিন্যাসের সাধারণ নিয়মক্রমে চরণ গাঁথা যাইতে পারে, নতুবা পদসমূহ যে রূপে সাজাইলে ছন্দ হয় ওপদ্য শুনায় সেই রূপে গাঁথাযায় ও যাইতে পারে।

পয়ারাদি সহজ ছন্দে পদসকল অধিক উলটা পুলটা হয় না, কিন্তু ত্রিপদী আদি যেসকল ছন্দে ত্রকচরণে অনেক পদ ও মিত্রাক্ষর থাকে, এবং তোটকাদি যে সকল ছন্দে গুরুত্ব লঘুত্ব ভেদ অথচ মিত্রাক্ষরের অবশ্যকতা তাহাতে ঐ সকল অনুরোধ হেতু পদবিন্যাসের নিয়ম প্রায় রক্ষা হয় না।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

যথা,—কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্রধরণীমাঝ, কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহুমুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে, যাঁর যশে হয়ে অভিমানী॥

এই পদ সমূহ যথাক্রমে বিন্যাসে "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ধরণী মাঝে সুরেন্দ্র, (তাঁহার) রাজধানী কৃষ্ণনগরেতে। যাঁর যশে অভিমানী হয়ে অগ্নি সিন্ধুমুখে, (ও) শশী রাহুমুখে ঝাঁপ দেয়" এই বাক্য হয়; কিন্তু ত্রিপদী ছন্দের অনুরোধে উক্ত চরণদ্বয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে গ্রথিত হইয়াছে। আর২ ছন্দেও এইরূপ জ্ঞেয়।

অন্ত্য যমকের একপ্রকার অনুরূপে কখন২ প্রকৃতার্থক ঐ নঞ্ অর্থক পদের দ্বিরুক্তি করাযায়, এবং ঐ দ্বিরুক্তির মধ্যে কদাচিৎ সম্বোধন-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

অতএব এমনি দিন যাবেনা যাবেনা।
গেলে দিন ফিরে দিন পাবেনা পাবেনা॥
চপলা চঞ্চলা শ্রী সে অচলা হবেনা।
প্রাণ পণ করিলেও রবেনা রবেনা॥

বায়ুর দাক্ষিণ্য যত, হইয়াছি অবগত, সুধাকরে সুধাকত, জেনেছি হে জেনেছি।
মদনের ফুলবাণ, তাও জেনেছি হে প্রাণ, পিকরব মধু যত শুনেছি হে শুনেছি॥
তোমার বিরহে সখা, কার না পেয়েছি দেখা, যেজন যেমন সবে, চিনেছি হে চিনেছি।
সহিয়া এ সবদুখ, ফাটে নাই এই বুক, তাই এবে মিথ্যাবাদি,হতেছি হে হতেছি॥

দশম পরিচ্ছেদ।

চিহ্ন-বিবরণ।

---

৭ এই চিহ্ন এক প্রকার শুণ্ড সদৃশ হওয়াতে গণেশের শুণ্ড সূচক হয়। পূর্ব্বকালে পত্রাদির উপরে ঈশ্বরের নামের পূর্ব্বে গণেশের উদ্দেশে ৭ এই চিহ্ন লিখার রীতি ও নীতি ছিল এই আশাতে যে সিদ্ধিদাতা গণেশ লেখকের এতাদৃশ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তাহার লিখিত বিষয় সুসিদ্ধ করিবেন। এক্ষণেও অনেকে ঐ চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

৺ এই চিহ্ন (অর্দ্ধ ইন্দু ও বিন্দুর আকার ধারণ নিমিত্ত) চন্দ্রবিন্দু নামিত হইয়াছে। ইহা অসংযুক্ত স্বর বা স্বরযুক্ত হলের উপর স্থাপিত হইয়া ঐ সমগ্র অক্ষরের উচ্চারণকে সানুনাসিক করে, যথা, আঁড়া, বাঁশ।

৺ এই চিহ্নের নাম ঈশ্বর। ইহা বিশেষণ রূপে দেবতা (১) পুণ্য তীর্থ বা স্থান (২) এবং মৃত ব্যক্তিসকলের (৩) নামের পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, যথা, ৺ জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের (৩) ৺ বারাণসীধামে (২) ৺ গঙ্গালাভ (১) হইয়াছে।

৩ চিহ্নে চিহ্নিত দৃষ্টান্তে বোধ হয় যে সত্য যুগে মনুষ্যসকল নিষ্পাপি হওয়াতে জীবনান্তে ঈশ্বরে লীন হইয়াছে এই কল্পনায় তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের নামের পূর্ব্বে ৺ ঈশ্বর চিহ্ন পরমপদ প্রাপ্তি সূচকরূপে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এক্ষণে এই ৺ চিহ্নে তাবৎ মৃত ব্যক্তির নামই চিহ্নিত হওয়াতে ইহা কেবল তাহাদের মৃত হওয়া বই ভাবান্তরের বোধক হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে কোন মৃত ব্যক্তির নাম ঐ পরমপদ প্রাপ্তি সূচনারূপ মর্য্যাদা পূর্ব্বক উল্লেখ করিতে হইলে তাঁহার নামের পূর্ব্বে **স্বর্গীয়, বৈকুণ্ঠবাসী** বা তৎসদৃশ কোন বিশেষণ পদের প্রয়োগ করিতে হয়, যথা, স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বৈকুণ্ঠ বাসিনী রাণী ভবানী।

লেখক পত্রাদিতে এবং কোন ব্যক্তি নিজ পরিচয়ে আপন নামের পূর্ব্বে শ্রী, এবং উল্লেখিত জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে শ্রী বা শ্রীযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তিকে পত্র লিখে তাহার নামের পূর্ব্বে প্রায় শ্রীযুক্ত, শ্রীমৎ (বা শ্রীমান্) ব্যবহার করে।

শ্রী*—যখন কোন ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় তখন তাহা বিশেষণ রূপে গণ্য ও তাহার অর্থ শ্রীমান্, ভাগ্যবান্, বা লক্ষ্মীবান্। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কি লক্ষ্মীবন্ত কি লক্ষ্মীছাড়া সকল লোকেই আপন নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করাতে, শ্রী এক্ষণে সর্ব্বত্র শ্রীমান্ ইত্যাদি না বুঝাইয়া, যে ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত তাহার জীবিতাবস্থামাত্র সূচক চিহ্ন রূপে গণ্য।

যে ব্যক্তিকে পত্রাদি লিখাযায় তিনি অতি মান্য হইলে তাঁহার নামের পূর্ব্বে শ্রীলশ্রী অথবা শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের নামের পূর্ব্বে শ্রী, শ্রীমত্ ও শ্রীমান্ স্থলে শ্রীমতী, শ্রীযুক্ত স্থলে শ্রীযুক্তা ব্যবহৃত হয়। এবং ঐ স্ত্রীলোকের নাম ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহার পূর্ব্বে শ্রীমতী শব্দের ষষ্ঠ্যন্তরূপ শ্রীমত্যাঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

* শ্রী সামান্যতঃ ও অজ্ঞানতঃ খ্রী বা ৺ রূপেও লিখিত হইয়া থাকে।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

যে পত্রে মৃত্যুসংবাদ নাই তাহার পৃষ্ঠে এই ৺— শ্রীমুখ নামক চিহ্ন দেওয়া গিয়া থাকে, এবং ইহার নীচে স্থল বিশেষে এক হইতে পাঁচ কসি ব্যবহার করাগিয়া থাকে। কসি ব্যবহারের মূল ও বিশেষ বিবরণ এই যে পূর্ব্বকালে যে ব্যক্তিকে পত্র লিখা যাইত তাহার নামের পূর্ব্বে বররুচির পত্রকৌমুদীতে লিখিত এই শ্লোকানুসারে এক হইতে ছয় শ্রী পর্য্যন্ত লিখা যাইত, যথা,—"ষড় গুরোঃ স্বামিনঃ পঞ্চ, দ্বে ভৃত্যে চতুরো রিপৌ। শ্রীশব্দানাং এয়ং মিত্রে; হ্যেকৈকং পুত্রভার্য্যয়োঃ"। অর্থাৎ গুরুর নামের পূর্ব্বে ছয় শ্রী, স্বামির নামের পূর্ব্বে পাঁচ শ্রী, ভৃত্যের নামের পূর্ব্বে দুই, রিপুর নামের পূর্ব্বে চারি, মিত্রের নামের পূর্ব্বে তিন, এবং পুত্র বা ভার্য্যার নামের পূর্ব্বে এক শ্রী ব্যবহার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমান কালে শিরোনামে এক মাত্র শ্রী লিখিয়া বক্রী যে কএক শ্রী লিখা রীতি ছিল তাহার পরিবর্ত্তে তৎসংখ্যক কসি পত্রের পৃষ্ঠে শ্রীমুখের নীচে দেওয়া রীতি হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভিন্ন ভাষাহইতে গৃহীত শব্দের ব্যবহারোপদেশ।

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত পদ সমূহের অধিকাংশ সংস্কৃত হইতে নীত,* কিয়দংশ প্রাকৃত, হিন্দী, পারসী, আরবী, ইংরাজি ইত্যাদি ভাষা হইতে চলিত হইয়াছে,† এবং অবশিষ্ট সুতরাং বাঙ্গলা।

ভিন্ন ভাষাহইতে যে সকল কথা বাঙ্গলায় ব্যবহৃত তাহা প্রায় বিশেষ্য শব্দ, বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দ, এবং প্রথমে এক-বচন কর্ত্তৃকারকীয় অর্থে ও অধিকাংশ অবিকল সেই রূপে গৃহীত,

---

* ণ, ঋ, ঋূ, ঌ, ৡ, ং, ঃ যুক্ত পদ সকলই প্রায় সংস্কৃত মূলক।

† এবং অদ্যাপি অনেক নীত ও চলিত হইতে পারে।

অনন্তর প্রয়োজন মতে শেষবর্ণানুসারে বাঙ্গলা বিভক্ত্যাদি যোগে বাঙ্গলারূপে রূপান্তরিত (শব্দরূপ দেখ), যথা,—

সংস্কৃত	পিতা	বাঙ্গলা	পিতা,
,,	ব্রহ্মা	,,	ব্রহ্মা,
,,	উপকারী	,,	উপকারী,
,,	কামিনী	,,	কামিনী,
,,	গুণবান্	,,	গুণবান্,
,,	রূপবতী	,,	রূপবতী,
,,	বুদ্ধিমান্	,,	বুদ্ধিমান্,
আরবী قلم	কলম্	,,	কলম্,
,, حاكم	হাকিম্	,,	হাকিম্,
পারসী دوات	দোয়াৎ	,,	দোয়াৎ,
,,	শিকার্	,,	শিকার্,
ইংরাজি Rail	রেল্	,,	রেল্,
,, Pencil	পেন্‌সিল্	,,	পেন্‌সিল্,
হিন্দী মিঠাইওয়ালা	মিঠাইওয়ালা	,,	মিঠাইওয়ালা,
,, পহেলা	পহেলা	,,	পহেলা,
প্রাকৃত	ঘর	,,	ঘর, ইত্যাদি।

এবং কতকগুলি পদ আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিকৃত ভাবে নীত হইয়াছে,। তন্মধ্যে আবার কতিপয় নিয়মে কতিপয় অনিয়মে বিকৃত হইয়াছে, যথা,

সংস্কৃত	বালকঃ*	বাঙ্গলা	বালক
,,	পুষ্পং	,,	পুষ্প

অনুস্বার বা বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদ অনুস্বার বা বিসর্গ বর্জ্জিত হয়, এবং । আকিম্বাঃ অর্থাৎ (অ বা আ পূর্ব্বক) হ্ বর্ণান্ত পারসী ও আরবী পদের, ঐ বর্ণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তি চিহ্ন বা বর্ণ সহিত আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা,—

পারসী چشمه	চশ্‌মহ্	বাঙ্গলা	চশ্‌মা
,, خواه مخواه	খাহ্‌মখাহ্	,,	খামখা
,, پناه دار	পানাহ্‌দার	,,	পানাদার
আরবী هالكه	হালেকহ্	,,	হালেকা
,, محكمة	মহ্‌কমহ্	,,	মহ্‌কমা

* কিন্তু সমাস ও সন্ধিতে শব্দ মাত্রেরই আদিরূপ গ্রহণ করাযায়, যথা, মনস্+কাম=মনস্কাম, বালক+আহার=বালকাহার।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

অনিয়মে বিকৃত, যথা,—

ইংরাজি	Ruler	রূলর্	,,	রুল্
বা	Roller	রোলর্	,,	,,
,,	Chariot	চ্যারিঅট্	,,	চ্রেট্
পারসী	حقّه	হোক্কা	,,	হুঁকা
,,	مُردہ	মীরদেহ্	,,	মির্দ্দা বা মির্দ্দে

যে সংস্কৃত শব্দের অন্তে স্বভাবতঃ স্ থাকে তাহার ঐ স্ সংস্কৃতে প্রথমার একবচনে বিসর্গ হয়, ঐ বিসর্গও বাঙ্গলায় (পরবর্ত্তি সংস্কৃত শব্দের সহিত সমাস ও সন্ধি বিনা ২) প্রায় লুপ্ত হয় (১), যথা,—

সংস্কৃত	প্রথমা	বাঙ্গলা
আদি মনস্	মনঃ	মন (১)
	মনঃপীড়া	মনঃপীড়া (২)
	মনোদুঃখ	মনোদুঃখ *
	মনস্কামনা	মনস্কামনা

অনেক সংস্কৃত শব্দ উক্তরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তদতিরেকেও আবার বিকার প্রাপ্ত হইয়াব্যবহৃত হয়, যথা,—

(সং) সুবর্ণ,স্বর্ণ,(বাং) সুবর্ণ, স্বর্ণ বা সোনা। (সং) রৌপ্য, (বাং) রৌপ্য বা রুপা; (সং) কাংস্য, (বাং) কাংস্য বা কাঁসা।

টা আদি প্রত্যয় যে নিয়মে বাঙ্গলা শব্দে যুক্ত হয় সেই নিয়মে ভিন্ন ভাষামূলক শব্দেও যোগ করাগিয়া থাকে। এবং টা আদি যুক্ত এরূপ শব্দেরো রূপ ৪০ পৃষ্ঠায় দর্শিত নিয়মে হয়।

স্ত্রী ও পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত পারসী বহুবচনীয় চিহ্ন ان। আন্, ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার্য্য পারসীর বহুবচনীয় চিহ্ন ها হা, আরবী চিহ্ন ات জাত্ বা ات আত্ উক্তরূপ শব্দের বহুবচনে বিকল্পে ব্যবহৃত হয়, যথা,—

একবচন	বহুবচন
সাহেব	সাহেবরা বা সাহেবান্
পরওয়ানা;	পরওয়ানসকল বা পরওয়ানজাত্।
তালুক	তালুকাত্ বা তালুকহা

* সন্ধির ১৩ ও ১৭ সূত্র দেখ।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

অন্য ভাষার ক্রিয়াবাচক শব্দের ও ক্তান্তপদের পর (প্রধানতঃ) হওন ও করণাদি ধাতু যোগ ও রূপ দ্বারা বিশেষ২ ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়, যথা, প্রতিপালন-করণ, প্রতিপালন-করিল। ক্ষয়-পাওন, ক্ষয়-পাইয়াছে। হাসিল-হওন, হাসিল-হইবে। দস্তখত-করণ, দস্তখত-করিল। তদারক-করণ, তদারক-করিবে। ক্লোজ্-হওন, ক্লোজ্-হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উপদেশ বাক্য।

অসভ্যতাসূচক ব্যবহার করিও না, কারণ সভ্যতার অভাবে বিজ্ঞতার অভাব প্রকাশ হয়।

দীর্ঘ কাল জীবন ধারণাপেক্ষা ধর্ম্মাচরণে জীবন ধারণ করিতে অধিক আশা ও চেষ্টা করিও।

যদি নিরাপদ হইতে চাও তবে কাহারো মন্দ করিও না।

অন্যের দোষানুসন্ধান করিও না, কিন্তু আপনি যে কত দোষ করিয়াছ তাহা ভাবিও।

কুসংসর্গে থাকা অপেক্ষা একাকী থাকা ভাল।

ভাল কহিতে পার তো কহিও, নতুবা মৌনাবলম্বন করিও।

লোকাচার ও দেশাচার জ্ঞানির ক্লেশকর, কিন্তু মূর্খের পূজ্য।

যদি বৃদ্ধাবস্থায় ব্যয় করিতে চাও তবে নব্যাবস্থায় সঞ্চয় করিও।

যে সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট সেই সুখী।

আশাকে সংযমন করাই সুখী হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

জ্ঞানির যদি ক্রোধ হয় তবে তাহা চকিতের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া যায়, কিন্তু মূর্খের হৃদয়ে বাস করে।

বিজ্ঞলোক অন্যের দোষ দৃষ্টে আপন দোষ শুধরাণ।

পড়সির দোষ দেখিলে আমরা মুক্তকণ্ঠে নিন্দা করি, কিন্তু আমরা যে তেমনি করি তাহা আমাদের ধর্ত্তব্য হয় না।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

অন্যের দোষ দেখিবার সময় আমাদের চক্ষু সতেজঃ, কিন্তু আপন দোষ দেখিবার সময় অন্ধ।

আগে আত্মদোষ স্মরণ, দর্শন, ও শোধন কর্ত্তব্য, পরে অন্যের।

যে দুষ্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাহাকে লোকে তৎস্বভাবী লোক ভাবে।

যাঁহার কৃপাতে চিরকাল সুখ পাইয়াছি ও পাইতে পারি, অল্পকাল দুঃখ পাইলে কি তাহাতে অধৈর্য্য ও ভরসাহীন হইয়া তাঁহার নিন্দা করা আমাদের উচিত হয়?

অন্যের অন্তর্যামী তো নও, তবে কেন হিংসা কর? হিংসা মনে উদিত হইতে হইতেই এই বিবেচনা করিও যে যাহা সহস্র সহস্রে পায় না তাহা আমি ভোগ করিতেছি, তবে শান্তি হইবে।

যে জানেনা ও লজ্জায় শিখেনা, কিন্তু জানায় যে জানি, তাহার মূর্খতা কখনো ঘুচেনা।

পিতা পর বালককে শিখাইতে যেমন আপন প্রিয় পুত্রকে আপাতত শাসন করেন তদ্রূপ পরমেশ্বর ধার্ম্মিককে ঐহিক ক্লেশ দেন।

সুবাক্যে পর আত্মীয় হয়, দুর্ব্বাক্যে আত্মীয় পর হয়।

সম্পদে অনেক স্বার্থসাধন নিমিত্ত বন্ধু হয়, কিন্তু বিপদে টিকে না, অতএব এমত স্বার্থপরকে শত্রু বই মিত্র বলি না।

কে শত্রু কে মিত্র তাহা সৌভাগ্যে চিনা যায় না, দুর্ভাগ্যেও গুপ্ত থাকে না।

স্বর্ণের পরীক্ষা অগ্নিতে, বন্ধুর পরীক্ষা বিপদে।

যে শত্রুর দোষানুসন্ধান ও নিন্দা ভয়ে আমরা আর দোষ করিতে সঙ্কুচিত ও ক্ষান্ত হই, সে আমাদের শত্রুরূপ মিত্র, আর যে মিত্র আমাদের দোষকে ধর্ত্তব্য করে না, এবং যাহার প্রশংসায় আমরা কৃত দোষকে দোষ জ্ঞান না করিয়া দোষ করিতে থাকি, সে আমাদের মিত্ররূপ শত্রু।

মূর্খের অন্তঃকরণ মুখে, জ্ঞানির মুখ অন্তরে।

প্রশংসাকারির প্রশংসায় আদর করণের পূর্ব্বে আমাদের উচিত যে সে কেমন লোক ও তাহার প্রশংসা করণের তাৎপর্য্য কি তাহা বিবেচনা করি।

দ্রাক্ষালতার তিন প্রকার ফল—প্রথম সন্তোষের, দ্বিতীয় মত্ততার, তৃতীয় পশ্চাত্তাপের।

পণ্ডিত লোক ধার্ম্মিকের প্রশংসা করেন, অবশিষ্ট লোক ধনির ও পরাক্রান্তের প্রশংসা করে।

অপকারের প্রতিকারে উপকার করিলে অপকারক যেমত উত্তম রূপে পরাস্ত হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না।

মনুষ্যের জীবন নদীবৎ, যাহাতে সুখ দুঃখ রূপ জোয়ার ভাটা ক্রমিক গমনাগমন করে।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

যে কখনো দুঃখে পড়ে নাই সে সুখের স্বাদ জানে না।

দুঃখ যে সহিতে না পারে সেই অত্যন্ত দুঃখী।

যে মিথ্যা কহে সে আগে জানিতে পারে না যে কেমন কঠিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেননা এক মিথ্যা রক্ষা করিতে তাহাকে অনেক মিথ্যা কহিতে হয় তথাপি শেষ রক্ষা পায় না।

অপরিমিত ব্যয়ী আপন উত্তরাধিকারিকে ফাকি দেয়, কিন্তু কৃপণ আপনাকে বঞ্চিত করে।

যে কেবল শাস্ত্র পড়ে সে পণ্ডিত নয়, কিন্তু যে পড়ে অথচ পণ্ডিতের কর্ম্ম করে সেই পণ্ডিত।

সজ্জনের হৃদয় নবনীত হইতেও কোমল, কেননা নবনীত আপনি উত্তাপ না পাইলে দ্রব হয় না, সজ্জনের মন অন্যের তাপ দেখিয়া দ্রব হয়।

গুপ্ত রাখা আবশ্যক যে বিষয় তাহা বন্ধুকেও ব্যক্ত করিও না, কেননা বন্ধুরও বন্ধু থাকিতে পারে, অতএব সে বন্ধুর বন্ধু হইতে আশঙ্কা কর।

পণ্ডিতের শস্ত্র শাস্ত্র, মূর্খের শস্ত্র অস্ত্র।

আজি যাহা করিতে পার তাহা কালি করিব বলিয়া স্থগিত রাখিও না, কেননা কালি কাল না পাইয়া কাল প্রাপ্ত হইতেও তো পার।

ধন উপার্জ্জন কঠিন নয়, কিন্তু তাহার সদ্ব্যয় করা কঠিন, এবং যে উপার্জ্জন করে সে মহান্ নয়, কিন্তু যে সদ্ব্যয় করে সেই মহাত্মা।

যখন কোন ব্যক্তিকে এমত দণ্ড করিতে হয় যে তাহার আর প্রতীকার নাই, তখন তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক করিও, যেহেতু গলা কাটিলে যোড়া লাগিবে না

যে কর্ম্ম একবার করিলে আর ফিরিবে না, তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক করিও।

ভেবে করিও যেন করিয়া ভাবিও না।

কি করিলাম এ ভাবনা হইতে কি করিব এ ভাবনা ভাল।

মন যার সন্তুষ্ট, বাঞ্ছা যার সঙ্গত, রিপু যার বশ, চরিত্র যার উদার, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য গুণে সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে যার সমান ভাব, সেই সুখী।

আশ্চর্য্য এই যে লোকে ধনক্ষয়ে দাসকে ক্রয় করে, তথাপি মিষ্ট বাক্যে স্বাধীনকে কিনিয়া রাখে না।

নিজদোষে অধম হইয়াও যে মহাকুলে জন্ম জন্য গৌরবসূচনা সে যেমন তাঁবার চাট্‌কিতে মোহরের ছাপা।

গুণে গরিষ্ঠ হইলেও নীচকুলে জন্ম জন্য যে অগৌরব সে যেমন স্বর্ণখণ্ডের উপর পয়সার ছাপা।

আমাদের লোভ রিপু সন্তুষ্ট ও নিবৃত্ত হয় না, নতুবা যত পাইয়াছি এতও আবশ্যক নাই।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

আহারের নিমিত্তে জীবনধারণ নয়, কিন্তু জীবনধারণের নিমিত্তে আহার।

যার জন্যে করিবে চুরি সেও বলিবে চোর।
যারে ভাব তুমি তাহার দাস।

কোন জ্ঞানী চারি শত উপদেশ কথার মধ্যে চারিটী কথা মনোনীত করিয়া কহিলেন; ইহার মধ্যে দুই কথা স্মরণ রাখিলে ও দুই বি হইলে মনুষ্যে সুখী হইবে, যথা:—

ঈশ্বরের কৃপা আর নিজ আদি অন্ত।
এ দুই বিষয় জীব সর্ব্বকর্ম্মে চিন্ত॥
অপরের দোষ আর গুণ আপনার।
এ দুই বিষয় জীব স্মরিও না আর॥

কোন ইন্দ্রিয়জিত সম্রাটের প্রতি এক জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানির উক্তি:—

আমার সমান তুমি কোন্ গুণে হবে।
দাস অনুদাস মম যে হেতু সম্ভবে॥
ইন্দ্রিয় ও রিপু মোর দুই দাস আছে।
দাস হয়ে তুমি তাদের ফির পাছে২॥
প্রথমে প্রভুত্ব কর আপনার পর।
তার পর করো ইচ্ছা অন্যের উপর॥
সে কেমনে হবে প্রভু যার ছয় প্রভু।
ষড়-দাসে দাস বই কে বলিবে প্রভু॥
রূপেতে সোনার কীট গুণেতে কাঁটার।
অনিদ্রা আপদ ভয় উদ্বেগ আধার॥
সুবর্ণ কোমলাসনময় সিংহাসন।
ভাবিতে২ হয় কণ্টক আসন॥
লোভ ত্যজ তবে সত্য করিবে রাজত্ব।
যে হেতু আলোভিশির সর্ব্বদা উন্নত॥
মাটি হতে দেহ তব মাটি হতে হবে।
কিসে অহঙ্কার কিসে অগ্নিশর্ম্মা তবে॥
মাটি হতে হবেই হবে যদি সত্য জান।
মাটি হওয়ার আগে তবে মাটি নহ কেন?॥
মাটী হতে হইয়াছে মনুষ্যের ভাব।
সেই তো মনুষ্য যার মাটির স্বভাব॥
মৃত্তিকাত্ব হীন নর মনুষ্য কি হয়?।
গন্ধহীন চন্দন ইন্ধন বই নয়॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

সংসার বিষের বৃক্ষ বিষ ফল নয়।
তথাপি ফলেছে তাতে সুধা ফল দ্বয়॥
এক তার বিদ্যা রূপ রসের আস্বাদন।
অন্য তার সজ্জনের সঙ্গেতে মিলন॥

নরের সহজ দোষ করা নর কর্ম্ম।
স্বীকারেতে ক্ষমা বাঞ্ছা ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম॥
আত্ম ভেবে ক্ষমা করা মহাত্মার কর্ম্ম।
ক্ষমাস্তে না করা তাহা সুবোধের ধর্ম্ম।

পর মুখে কটু ভাষা সহিতে না পার।
তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর॥

পুঁতিলে ধনেতে ফল যদি গাছ হতো।
রাখিলে ধনেতে সুখ যদি দুঃখ যেতো॥
সুবর্ণ কি শোভা দেয় রাখিলে গোপনে॥
ছাড়াও বিস্তার তারে সুযোগ্য ভাজনে।
দানের উচিত পাত্র দরিদ্র দুর্ব্বল।
ধনিকে করিলে দান নাহি কিছু ফল॥
রোগির ঔষধ পথ্য অরোগির নয়।
বুনা ক্ষেত্রে বুনা বীজ করা অপচয়॥

অতি উষ্ণ হয়োনাক স্নিগ্ধ হতে হবে।
অত্যুন্নত হয়োনাক নত হতে হবে॥
উত্তাপে উন্নত বাষ্প আক্রমে গগণ।
জল করে ফেলে তারে অধোতে তপন॥

মম নিন্দা করে যদি কেহ হয় তুষ্ট।
আমিও তাহাতে তুষ্ট নহি কভু রুষ্ট॥
শ্রম ব্যয় করে লোক তুষ্টি জন্যে কত।
অমনি হইবে তুষ্ট তারো ভাল এতো॥

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, পাপ অত্যাচার পীড়ন।
অপরাধীনতা মুক্তি, স্বর্গবাঞ্ছার মরণ॥

অপরাধি ব্যক্তি প্রতি যদি ক্রোধ হয়।
ক্রোধের উপরে ক্রোধ কেন তবে নয়?॥
ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ চতুর্বর্গ ফল।
সে ফল বঞ্চিয়া ক্রোধ দেয় মন্দ ফল॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

লোকের স্বভাব জেনো মার্জ্জিত দর্পণ।
যেমন দেখাবে তারে দেখাবে তেমন॥
অন্যহতে চাহ তুমি যেই ব্যবহার।
করিও তাহার প্রতি সেই ব্যবহার॥

যেজন করয়ে ভাল, করে আপনার।
যেজন করয়ে মন্দ, করে আপনার॥
দোষ দৃষ্ট তবু সৎ রাখেন গোপনে।
অদৃষ্ট তথাপি দুষ্ট রটায় যতনে॥

করোনাক অপকার কর উপকার।
এই ধর্ম্ম এই কর্ম্ম সংসারের সার॥

উপদেশক উপাখ্যান।

১. কোন রাজা এক জ্ঞানিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি আপনাকে এই নগরের বিচার-কর্ত্তা করিতে চাই, জ্ঞানী উত্তর করিলেন আমি এ কর্ম্মের যোগ্য নই, রাজা কহিলেন যদি মহাশয় যোগ্য নহেন তবে যোগ্য কে, জ্ঞানী বলিলেন আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয় তবে অযোগ্যকে বিচারপতি করা শ্রেয় নয়, আর যদি মিথ্যা হয় তবে মিথ্যা-বাদিকে ধর্ম্মাধিকারি করা উচিত নয়।

২. দুই স্ত্রী এক বালককে আমার২ বলিয়া বিরোধপূর্ব্বক ধর্ম্মাধিকারির নিকট বিচার প্রার্থনা করিল। বিচারকর্ত্তা ঐ বালকে কাহার স্বত্ব তাহার প্রমাণ না পাইয়া দণ্ডনায়ককে কহিলেন "এই শিশুকে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি কাটিয়া বাদিনী ও প্রতিবাদিনীকে দেও। এই কথা শুনিয়া এক জন মৌনবলম্বন করিল, কিন্তু জনেতর শ্রুতি মাত্রে উচ্চৈঃসরে কান্দিয়া কহিল দোহাই পরমেশ্বরের! আমার প্রাণাধিককে প্রাণে মারিও না! যদি এমনি বিচার হয়, আমি উহাকে চাহিনা, ও পরের হউক কিন্তু বাঁচিয়া থাকুক আমি দেখি। তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিলেন এ সন্তান যে তোমার গর্ভজাত ইহার তুমি যে প্রমাণ দিলা ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইতে পারে না। তখন তাহাকে ঐ শিশু সমর্পণ করিয়া তৎ প্রতিবাদিনীকে সমুচিত শাস্তি দিলেন।

৩. এক ব্যক্তি এক উদাসীনের নিকটে গিয়া তাঁহাকে তিন প্রশ্ন করিল —প্রথম এই যে, লোকে পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপি কহে; কিন্তু আমি কোন স্থানেই তাঁহাকে দেখিতে পাই না, অতএব তিনি কোথায় তাহা আমাকে দেখাও। দ্বিতীয়—মনুষ্য অপরাধের জন্যে কেন দণ্ড প্রাপ্ত হয়, কেননা মনুষ্য যে কর্ম্ম করে, তাহা পরমেশ্বরের নিয়োগেতেই করে,

মনুষ্যের স্বতন্ত্র ইচ্ছা কিছু নাই, পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কিছু করিতে পারে না। যদি মনুষ্য আপনি কোন কর্ম্ম করিতে পারিত তবে আপনার নিমিত্তে সকল কর্ম্মই ভাল করিত। তৃতীয়—কি প্রকারে পরমেশ্বর শয়তানকে নরকাগ্নিতে যন্ত্রণা দেন, কেননা সে আপনি অগ্নিময়, অগ্নি কি প্রকারে অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে? ইহাতে উদাসীন ঐ ব্যক্তির মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। সে তাহাতে রোদন করিতে২ বিচার-কর্ত্তার নিকটে গিয়া কহিল, আমি অমুক উদাসীনের নিকট গিয়া তিন প্রশ্ন করিলাম কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়া আমার মস্তকে এমত চপেটাঘাত করিয়াছেন যে তাহাতে আমার মস্তক অত্যন্ত বেদনা করিতেছে। বিচারকর্ত্তা উদাসীনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া উহার মস্তকে আঘাত করিয়াছ কেন? উদাসীন উত্তর করিলেন, ঐ চপেটাঘাতের দ্বারা উহার প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে, অর্থাৎ ও কহিতেছে আমার মস্তকে বেদনা হইয়াছে, ও যদি আপন বেদনা দেখাইতে পারে, তবে আমিও সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরকে দেখাইব। আর এই আঘাতে ও কেন আদ্দাস করিয়াছে? আমি যাহা করি তাহাই যদি পরমেশ্বরের নিয়োগে করি, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে উহাকে আঘাত করি নাই। অপিচ দেহ অস্থিমাংসাদিময় তবে কেমন করিয়া অস্থিমাংসাদিময় হস্তদ্বারা অস্থিমাংসাদিময় মস্তক বেদনা পাইতে পারে? এই উত্তরে বাদী লজ্জিত হইল এবং বিচারকর্ত্তা উদাসীনের কৌশলে আশ্চর্য্য হইলেন।

৪. এক ব্যক্তি কোন জ্ঞানিকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমাদের কি রূপ সংসারি হওয়া কর্ত্তব্য। জ্ঞানী এক মধুপূর্ণ পাত্র সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন প্রত্যক্ষে দেখ। কিঞ্চিৎকাল পরে মক্ষিকাসমূহ আসিয়া তাহাতে পরিপূর্ণ হইলে জ্ঞানী তালপত্র ব্যজন করিলেন, তাহাতে যে সকল মক্ষিকা পার্শ্ব হইতে বা উপর২ কিঞ্চিৎ২ মধু পান করিতে ছিল ঐসকল উড়িয়া গেল, কিন্তু যেসকল মধু লোভে বিহ্বল হইয়া ভাবি ভাবনা ভুলিয়া মধুতে পরিলিপ্ত ও পানে প্রমত্ত হইয়াছিল তাহারা সেই মধুতে নষ্ট হইল। অনন্তর জ্ঞানী কহিলেন সাংসারিকের দশাও এইরূপ। অতএব সাংসারিক ভোগকে আপাততঃ সুখ পরে ক্লেশ-কর জ্ঞানে কেবল জীবনধারণ নিমিত্ত যে কিছু আবশ্যক তাহারি আহরণ ও তাহাতে জীবনধারণ করিয়া যে জন্যে জন্ম গ্রহণ তৎকার্য্যেই কাল যাপন ও তন্নিমিত্তেই জীবনধারণ কর্ত্তব্য। যে ভ্রান্ত আপাততঃ কিছু সুখ পাইয়া শেষ না ভাবিয়া সংসারে ভোগে মুগ্ধ হয় সে মধুলিপ্ত মক্ষিকাবৎ নষ্ট হয়।

সংসারে এসেছ থাক সংসার অন্তরে।
রেখোনা২ কিন্তু সংসারে অন্তরে॥

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM

পদের সাঙ্কেতিক লিপি।

সত্বরতানিমিত্তে কতকগুলি পদের প্রথম স্বরপর্য্যন্ত লইয়া তাহাতে অনুস্বার দিয়া সঙ্কেতে বা সঙ্ক্ষিপ্তরূপে ঐ সকল পদ লিখাযায়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পড়া যায়, যথা—

ইস্তক্	পদের	সঙ্ক্ষেপ—	ইং
উত্তর	,,	,,	উং
কিস্‌মত্	,,	,,	কিং
গুজরৎ	,,	,,	গুং
জিম্মা	,,	,,	জিং
চালান	,,	,,	চাং
তারীখ্	,,	,,	তাং
দরুণ	,,	,,	দং
পরগণা	,,	,,	পং
মারফৎ	,,	,,	মাং
পুংলিঙ্গ	,,	,,	পুং
স্ত্রীলিঙ্গ	,,	,,	স্ত্রীং
ক্লীবলিঙ্গ	,,	,,	ক্লীং
প্রশ্ন	,,	,,	প্রং
মোকাম	,,	,,	মোং
সাকিন্	,,	,,	সাং
পারসী	,,	,,	পাং
আবরী	,,	,,	আং
হিন্দী	,,	,,	হিং
ইংরাজী	,,	,,	ইং
সংস্কৃত	,,	,,	সং
বাঙ্গলা	,,	,,	বাং

সমাপ্ত।

BANGODARSHAN.COM
BANGODARSHAN.COM